ক্বারী মাওলানা তাইয়্যেব

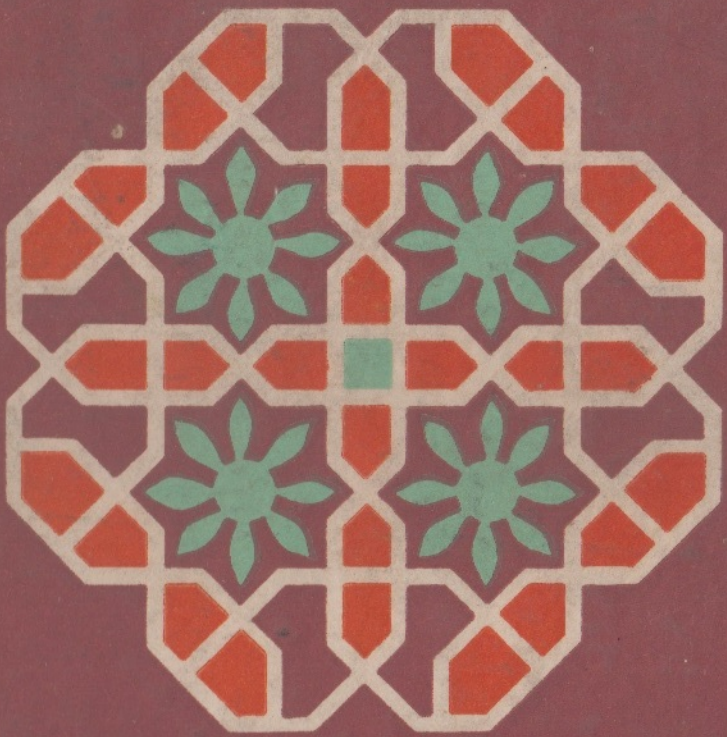

ইসলামের চারিত্রিক বিধান

কারী মাওলানা তাইয়্যেব

ইসলামের চারিত্রিক বিধান

মাওলানা আমিনুল হক অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

ইসলামের চারিত্রিক বিধান
মূল ঃ ক্বারী মাওলানা তাইয়্যেব
মাওলানা আনিসুল হক অনূদিত

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ১০৯৩
ই. ফা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭'১

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ; ভাদ্র ১৩৯০ ; জিলকদ ১৪০৩

প্রকাশক
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন আর্ট প্রেস
৩২, শরাফতগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ২০'০০ টাকা

ISLAMER CHARITRIK BIDHAN : Islamic Code of Conduct written by Quari Moulana Taieb in Urdu, translated by Moulana Anisul Haque into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah. September 1983

Price : Tk. 20·00
U. S. Dollar : 2·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শাশুড়ীর রূহের মাগফেরাত
কামনার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

দারুল্-উলুম দিওবন্দের মুহ্তমিম জনাব তাইয়্যেব সাহেবের নিকট সাহারানপুরের জনৈক পাদ্রী (খৃস্টান ধর্মযাজক) পবিত্র কুরআন হাদীস ও মুস্তফা-চরিতের প্রতি কতিপয় কটাক্ষ করিয়া পত্র লিখেন। পত্রের জবাবে জনাব তাইয়্যেব পাদ্রীর ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাব খুলিয়া ধরেন এবং পবিত্র কুরআন-হাদীস ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে তাহার যাবতীয় নোংরামীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। ইসলাম ও খৃস্ট ধর্মের পার্থক্যটা তিনি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার ধারা অতিশয় চমৎকার ও যুক্তিযুক্ত। সোজা কথায় অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে জনাব তাইয়্যেব খৃস্ট ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম যে একমাত্র ধর্ম, ইসলাম ছাড়া যে বিশ্বমানবের আর দ্বিতীয় পথ নাই, তাহাও তাহাদের যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। পবিত্র

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের কদর্থ করিয়া মুস্তফা চরিতের উপর পাদ্রী সাহেব যেসব কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষা-পরিভাষা, ইতিহাস ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তিনি তাহা যথা-রীতি খণ্ডন করিয়া মুস্তফা চরিতের আলোকোজ্জ্বল মহিমাকে জগত সমক্ষে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন।

বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া যাহারা খৃস্টবাদ ও ইহুদীবাদের মোহে আবিষ্ট তাহাদের মোহ ভাঙ্গাইতে এই পত্রখানার অনুবাদ কার্যকরী হইবে মনে করিয়া আমরা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ হইতে উহা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়াছি। আশা করি, আগ্রহী পাঠক ইহা পড়িয়া খৃস্ট ধর্মের অসারতা ও দীন ইসলামের যথার্থতা অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন। পাদ্রীদের খৃস্ট ধর্ম প্রচারের আসল রূপটাও সাথে সাথে বোধগম্য হইবে।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত রুর্‌কি মহকুমার বাসিন্দা ডাক্তার সৌধ্য নামক জনৈক পাদ্রী ইসলামের চারিত্রিক গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ (দারুল উলুম দিওবন্দ)-এর তত্ত্বাবধায়ক হযরত মাওলানা তাইয়্যেব সাহেবের নিকট একটি পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ইসলাম চরিত্র গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে কোন নীতিমালা নির্ধারণ করে নাই বরং উহার উল্টা অসচ্চরিত্রের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তিনি এই কথাও লিখিয়াছেন, 'চরিত্র গঠন সম্পর্কিত নীতিমালা একমাত্র বাইবেলেই আছে।' এই প্রসংগে তিনি পত্রে বাইবেলের চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি দশটি নীতির উল্লেখ করেন। তাঁহার পত্রোত্তরে হযরত মাওলানা তাইয়্যেব সাহেব লিখেন. ইহা ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। চরিত্র গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে একমাত্র ইসলামই পরিপূর্ণ নীতিমালা পেশ করিয়াছে। এক দুইটি নয় বরং উহা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরানব্বটি নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছে। এই নীতিমালা এতই ব্যাপক যে, উহা হইতে চরিত্রের কোন দিকই বাদ পড়ে না। এই পত্র পাইয়া পাদ্রী সাহেব লিখেন, কুরআনের যে সমস্ত আয়াত দ্বারা ইসলামের এই

www.pathagar.com

নীতিসমূহ প্রমাণিত হয়, তন্মধ্যে অন্তত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা উচিত। ইহার সংগে তিনি আরও কয়েকটি প্রতিবাদ স্থাপন করেন। তাহার প্রতিবাদের সার হইল ঃ ইসলাম অসচ্চরিত্রের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

মাওলানা তাইয়্যেব বিস্তারিতভাবে তাহার এই চিঠির জওয়াব দেন। উহাতে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের চারিত্রিক মূলনীতিসমূহের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পাদ্রী সাহেবের ভিত্তিহীন প্রতিবাদসমূহেরও দাঁতভাংগা জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার এই পত্রোত্তরটি তত্ত্বহুল ও রহস্যপূর্ণ। কাজেই আমরা ইসলামের চারিত্রিক বিধান নামে তাঁহার এই পত্রটির বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষা-ভাষীদের সম্মুখে পেশ করিতেছি। এতদ্‌সংগে পাদ্রী সাহেবের পত্রটিরও উল্লেখ করিতেছি। অনুবাদের ব্যাপারে আমার ত্রুটি থাকিতে পারে। এই বিষয়ে আমি সহৃদয় পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

বইটি চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সামান্যতম সাহায্য করিলেও নিজ শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

আনিসুল হক

সান্দিয়াল, ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

সূচী

এক

ডাক্তার মাসিহ্—১

দুই

দ্বিতীয় প্রতিবাদের উত্তর—৫৮

তিন

তৃতীয় প্রতিবাদের উত্তর—১৩৯

চার

চতুর্থ প্রতিবাদের উত্তর—১৫৩

www.pathagar.com

ইসলামের চারিত্রিক বিধান

www.pathagar.com

এক

ডাক্তার মাসিহ্,
হোমিওপ্যাথ, রেজিস্টার্ড নং এইচ, ৯৬৯
রুর্‌কি, সাহারানপুর (ইউ, পি)
১৬ই জুন, ১৯৫৯ ইং

জনাব,

আপনাকে ও আপনার বন্ধুবান্ধবদিগকে সালাম জানাইতেছি, আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে মেহেরবানী করুন; সমস্ত মানব জাতিকে স্বীয় মর্জি মুতাবেক চলার তাওফিক দান করুন এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করুন।

আপনার চিঠি পাইয়া আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনি বড়ই কষ্ট স্বীকার করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন; কিন্তু আপনার জওয়াবে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। কাজেই আপনার খিদমতে আরজ, কমপক্ষে আমার চিঠির মর্ম হৃদয়ংগম করিতে চেষ্টা করুন। কারণ আমি সন্তান-সন্ততির পিতা। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমার শিশু, কিশোর ও যুবক সর্ব প্রকারেরই সন্তান আছে। আমার সর্বকনিষ্ঠ ছেলে ভাংগা ভাংগা কথা বলে। ইহা সত্ত্বেও আমি তাহার সমস্ত কথা বুঝিতে চেষ্টা করি এবং কখনও এই কথা বলি না ঃ তোমার কথা বুঝি না; তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার কথা শুনিব না।

আপনার কাছে চিঠি লিখিবার কারণ হইল আপনি মেহেরবানী করিয়া একমাত্র কুরআন হইতে আমার চিঠির উত্তর প্রদান করিবেন। প্রয়োজনানুসারে বাইবেলের উদ্ধৃতি প্রদান করিলে আরও কৃতজ্ঞ হইব। কারণ যেরূপ খৃস্টানদের প্রামাণ্য গ্রন্থ একমাত্র বাইবেলকেই

www.pathagar.com

মানি সেরূপ মুসলমানদের প্রামাণ্য গ্রন্থ একমাত্র কুরআনকেই মানি। পাদ্রী, পোপ, পল কিংবা কোন খৃস্টান ব্যক্তিত্বকে আমি খৃস্টধর্মের আদর্শ মানি না। আমার বিশ্বাস, আপনিও কোন খৃস্টানকে খৃস্টধর্মের এবং কোন মুসলমানকে ইসলাম ধর্মের চরিত্রের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করিবেন না। যদি একজন কিংবা অনেক পাদ্রী সম্মিলিতভাবে যুক্তি-তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া বলপূর্বক খৃস্টধর্মকে প্রচার করার চেষ্টা করে তাহা হইলে উহার দায়িত্ব বাইবেলের উপর বর্তায় না। আশা করি আপনিও ইহাতে আমার সহিত একমত হইবেন।

অবশ্য কুরআনে এই নির্দেশও আছেঃ তোমরা বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে লড়াই কর। আপনি ইসলামের চারিত্রিক মূল-নীতির নিরানব্বইটি সংখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার বিশ্লেষণ করেন নাই। উপরন্ত ইহাও বলেন নাই যে, উহা কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। অপরপক্ষে আমি আপনাকে খৃস্টধর্মের দশটি চরিত্রের মূলনীতির কথা জানাইয়াছি এবং তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ, চুরি করিও না, রক্তপাত করিও না, ব্যভিচার করিও না ইত্যাদি কয়েকটি নীতির উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আপনি তেমন কিছু লিখেন নাই। মেহেরবানী করিয়া তন্মধ্যে অবশ্যই কয়েকটি নীতির উল্লেখ করিবেন। আপনি লিখিয়াছেন, "কুরআনের কোন্ আয়াত আপনাকে বিপাকে ফেলিয়াছে?" উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, কুরআনের যে সমস্ত মূলনীতি হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতে বাইবেলে উদ্ধৃত আছে উহা ছাটাই করিলে অধিকাংশ আয়াতই বিপাকে নিক্ষেপ করে। আমি এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিয়া আমার বক্তব্য পেশ করিতেছি, বাইবেলের খুরুজ নামক অধ্যায়ের বিংশতম খণ্ডের সতের আয়াতে উল্লেখ আছে "প্রতিবেশীর স্ত্রীর লোভ করিও না।"

মুসলমান জাতি বাদে অন্যান্য জাতিতে এই নিয়ম আছে যে, কাহারও সন্তান লালন-পালন করিলে ঐ সন্তান নিজের হইয়া যায় এবং তাহার স্ত্রীও নিজ সন্তানের স্ত্রীর মত হইয়া যায়। ইহা সাধারণ বিবেকের কথা। মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাধারণ লোকেরাও প্রতিবেশী কিংবা অন্যান্যদের কন্যাদিগকে নিজ কন্যা বলিয়া

www.pathagar.com

পত্নী হিসাবে গ্রহণ করে না। বাইবেল পাঠে আমরা অবহিত হইতে পারি, নিজের স্ত্রী বাদে অপর মেয়েলোকদিগকে মাতা, ভগ্নি ও কন্যা বলা হইয়াছে। (আতিম ২-৪-২) কিন্তু কুরআনের চারিত্রিক কানুন-সমূহ পর্যালোচনা করিলে অত্যন্ত আশ্চর্য হইতে হয়, কারণ সে অনুসারে পালকপুত্রের স্ত্রীকেও বিবাহ করা চলে। সূরায়ে আহযাবে উল্লেখ আছে, "আপনি একটি বিষয় গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের উহা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। আপনি মানুষকে ভয় করিতেন অথচ একমাত্র আল্লাহ্পাককে ভয় করা উচিত।"

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের এমন একটি বিষয় প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল, যাহার প্রতি তাঁহার নবীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মানুষের ভয়ে তিনি উহা করিতে সংকোচ বোধ করিতেন। কয়েকটি আয়াত পাঠ করিলেই আমরা দেখিতে পাই, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর পথ নিষ্কন্টক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ যায়েদ তাহার উদ্দেশ্য পূরা করার পর আমি যায়নাবকে আপনার পত্নীত্বে দান করিলাম, যাহাতে পালক পুত্র স্বীয় উদ্দেশ্য পূরা করার পর মুসলমানগণ তাহার পত্নীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ না করে। এখন আমার বক্তব্য হইল ঃ যে শরীয়তে প্রতিবেশীর পত্নীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে সেই শরীয়তে পালক পুত্রের পত্নীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে? ইহা বিবেকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আপনার নিকট আমার দাবী হইল ঃ ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করুন। অন্যথায় আপনাকে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কুরআনে করীমে নবীয়ে করীমকে স্বীয় পালক পুত্র যায়েদের পত্নীকে বিবাহ করার যে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে উহা পাপ ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ আল্লাহ্র জন্য একটি উপযুক্ত দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি অনুপযুক্ত দম্পতি সৃষ্টি করার কোন অর্থ হইতে পারে না। কারণ যায়েদ একজন সুদর্শন, পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত যুবক ছিলেন। যায়নাবও সুদর্শনা, স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী ছিলেন। অপরপক্ষে মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) একজন বয়স্ক লোক ছিলেন। যায়নবকে গ্রহণ করার কিছুদিন পরই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। পূর্ব হইতেই তাঁহার দশ জন

www.pathagar.com

পত্নী ছিল। ইহা সত্ত্বেও কি কারণে আল্লাহ্‌পাক যায়নাবকে তাঁহার পত্নীত্বে প্রদান করিলেন? ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না।

পালক পুত্রের পত্নীকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান না করিলে দুনিয়াতে কোন পুণ্যের অভাব পড়িত? বুখারী শরীফের ত্রয়োদশ পারার 'বাদ্‌উল্‌ খাল্‌ক' (সৃষ্টির সূচনা) নামক অধ্যায়ের ১৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে আমরা সুস্পষ্টভাবে কুরআনের আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি। বুখারী শরীফের ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, নবী করীম ফরমাইয়াছেন, "হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে বলেন, "আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক না করিয়া কেউ মারা গেলে সে অবশ্যই জান্নাতবাসী হইবে কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) সে জাহান্নামী হইবে না। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবুযর নবী করীমের নিকট জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি সে জিনা ও চুরিও করে? (তাহা হইলেও কি তাহার সম্পর্কে এই ফায়সালাই?) উত্তরে তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদি সে জিনা এবং চুরিও করে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হইল ঃ ইহাই কি কুরআনের চারিত্রিক মাপকাঠি? জনাব উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা গেল যে, যত পাপই করা যায় ইহাতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্‌র কোন অংশীদার নাই শুধু এই কথাটি স্বীকার করিলেই চলিবে। অপরপক্ষে কুরআনের এই শিক্ষার বিপরীত বাইবেলের শিক্ষা হইল ঃ কোন হারামকারী, মূর্তিপূজক, ব্যভিচার, অপকর্মকারী, নারীবাজ, চোর, লোভী, মদ্যপায়ী, গালিবাজ ও অত্যাচারী আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হইতে পারে না। (প্রথম করনভু ৬) বাইবেলের দৃষ্টিতে জনৈক পুরুষের একের অধিক স্ত্রী রাখা এবং জনৈকা মেয়েলোকের একের অধিক স্বামী রাখা হারামকারী ও অপকর্মেরই নামান্তর মাত্র। (প্রথম করনভু ৬) এখন আপনিই বিচার করুন বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণীয় না কুরআনের শিক্ষা? এই কথা আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপরিউক্ত শিক্ষা দুইটির মধ্যে একটি অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। কারণ শিক্ষা দুইটি পরস্পরবিরোধী। আমি আপনার সম্মুখে একটি মাত্র চারিত্রিক মূলনীতি অর্থাৎ 'জিনা করিও না' সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। আশা করি মেহেরবানী করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দান করিবেন এবং এই কষ্ট প্রদানের কারণে আমাকে মার্জনা করিতে মর্জি ফরমাইবেন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌, আপনার চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ

www.pathagar.com

থাকিব। আল্লাহ্পাক আপনাকে আপনার বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনকে বরকত দান করুন এবং নাজাতের পথ প্রদর্শন করুন! বলা বাহুল্য, ইহা একমাত্র খোদাওয়ান্দ ইয়াসূ মাসিহ্‌হের প্রতিকৃতিরই বৈশিষ্ট্য অথচ ইহাকে আপনারা নগণ্য মনে করিয়া থাকেন। অন্য কাহারও ওসিলায় নাযাত পাওয়া সম্ভব নহে। কারণ আসমানের নীচে এমন কাহারও নাম বর্ণনা করা হয় নাই যাহার ওসিলায় আমরা নাযাত পাইতে পারি। (বাইবেল, আ'মাল, (৪ ১১-১২) ইতি।

আপনারই খাদেম
মাসিহ্

www.pathagar.com

জনাব ডাক্তার সাহেব,

খেদমতে আরজ এই যে, বিগত ১৩ই জুন, ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু বড়ই লজ্জার বিষয়, দীর্ঘদিন পর আপনার পত্রের উত্তর প্রদান করিতেছি। বিভিন্ন কারণে এতদিন আপনার পত্রের উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। আপনার পত্র পৌঁছিবার সময় আমি মিসর ও আফ্রিকা সফরে যাইতেছিলাম। সেখানে আমাকে প্রায় তিন মাস অবস্থান করিতে হয়। দেশে ফিরিবার কিছুদিন পর আমার মাতা ইন্তিকাল করেন। এই ব্যাপারে ক্রমাগত প্রায় তিন মাস পর্যন্ত আমার বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত অব্যাহত থাকে। কাজেই পত্রের উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। ইহার পর পরই আমাকে বিহার সফরে যাইতে হয়। সেখান হইতে ফিরিবার পর আসাম যাইতে হয়। ফলকথা হইল ঃ ক্রমাগত সফর ও বিপদাপদের কারণে আপনার পত্রের উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। ইচ্ছা ছিল, ইহার মধ্য দিয়াই উত্তর লিখিতে শুরু করিব ; কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতা ও বাংলাদেশ সফরে যাইতে হয়। এই কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়াও আপনার পত্রোত্তর লিখিতে শুরু করি, কিন্তু এমন সময় আমাকে হজের সফরে যাইতে হয়। এই সফরে পত্রের প্রাথমিক পৃষ্ঠাসমূহ সঙ্গে রাখি এবং রেল ও জাহাজের কেবিনে অবসর মত উহা লিখিতে থাকি। দিনে অবসর না পাইলে শেষরাত্রে উঠিয়া লিখিতাম। আশা ছিল ঃ জেদ্দায় পৌঁছিবার পূর্বেই পত্র লেখা শেষ করিব এবং দেশে পৌঁছিয়া উহা প্রেরণ করিব। কিন্তু জাহাজের কর্মব্যস্ততার কারণে পত্র লিখিয়া শেষ করিতে পারি নাই। মদীনা শরীফ পৌঁছিয়া অবসরমত উহা লিখিতে থাকি ; কিন্তু মক্কা শরীফে হজের অনুষ্ঠানাদির কারণে লিখিবার কোন অবসর পাই নাই। হজ্জ হইতে ফিরিবার পথে অসুস্থতা হেতু লিখিতে পারি নাই। কোন রকমে ১৯৬০ সালের ২৯শে জুন দেওবন্দ পৌঁছি। কিন্তু মাদ্রাসার কর্মব্যস্ততার কারণে পত্র লেখাতো দূরের কথা, রোগের কথাও ভুলিয়া যাই। এখন

www.pathagar.com

কিছু সময়ও পাইয়াছি, শরীরও কিছু ভাল হইয়াছে। কাজেই পুনরায় পত্র লিখিতে শুরু করিয়াছি। পত্র লেখা শেষ হইলেই উহা পাঠাইয়া দিব। কারণ লজ্জা পাওয়ার একশেষ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকার কারণে একাগ্রচিত্তে কাজ করা আমার জন্য সম্ভব হয় না। উপরন্তু মানুষের উপর বিভিন্নরূপ অবস্থা আগমন করিয়া থাকে। কাজেই সে অবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ না হইয়া পারে না। আপনার খেদমতে ওজর খাহির এই বিরাট তালিকা পেশ করিবার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে আপনি দেরী করিয়া পত্রোত্তর প্রদানের ব্যাপারে আমার কোনরূপ অলসতা বা ত্রুটি আছে বলিয়া মনে না করেন। এইরূপ ওজর থাকা মানুষের জীবনে একটি স্বাভাবিক বিষয়। এইরূপ ওজর না থাকিলে মানুষ সমস্ত কার্যই সময়মত সম্পাদন করিতে পারিত। কিন্তু মানুষ সময়ের হাতের পুতুল। সময় তাহার আয়ত্তের বাহিরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিণামের কথা চিন্তা না করিয়া আমি পত্রোত্তর লেখায় মনোনিবেশ করিলাম। লেখা শেষ হইলে পত্র পাঠাইয়া দিব। পত্রোত্তরের অপেক্ষায় আপনার কষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

পত্রের মাধ্যমে আপনার সত্য জানার আগ্রহ ও নম্র স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি। স্বাভাবিক বিবেক থাকিলে দ্বীন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও নসিহত গ্রহণের অনুপ্রেরণা থাকে। পরিণামে উহা সরল পথ অবলম্বন ও সত্য গ্রহণের কারণ হইয়া থাকে। অবশ্য আপনি মধ্যে মধ্যে অভদ্র ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। এমনকি আপনি বিদ্রূপাত্মক ও অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। উত্তর প্রদানের বেলায় এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা হইলে উহা আপনার ভাষারই প্রত্যুত্তর মনে করিবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আদর্শ পুরুষদের ব্যাপারে আমি অবমাননাকর ও বিদ্রূপাত্মক একটি শব্দও আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও সূক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনার সত্য অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিস্তারিতভাবে বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতেছি। কিছু কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়া আপনার স্বভাবে পরিবর্তন আনয়ন করা আমার ইচ্ছা। আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে মার্জনা করিবেন এবং নিরপেক্ষভাবে লিখিত বিষয়ে চিন্তা করিবেন। আমার পূর্ব চিঠিতে এমন কিছু থাকিয়া থাকিলে উহাও মার্জনা করিতে ত্রুটি করিবেন

www.pathagar.com

না, কিন্তু মনের বীণা আপনাকে কিছু শুনাইতে বাধ্য করিয়াছে। আল্লাহ্‌পাক আমাকে তাওফিক দান করুন।

জনাব, যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে আপনার মোটেই জ্ঞান নাই সেহেতু আপনার মনে ইসলাম সম্পর্কে নানারূপ অবান্তর সন্দেহ ও অমূলক প্রশ্ন জাগা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নহে। আপনার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নীতিশীল লোকের সম্মুখে ইসলামী নীতি বিশ্লেষণ করিলে আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আপনি এই কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল লিখিয়াছেন যে, কোন মৌলভী, বিচারক বা পাদ্রীর ব্যক্তিত্ব ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয়কে যাচাই করিবার কষ্টিপাথর বা মাপকাঠি হইতে পারে না। একমাত্র নবীর ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহ্‌র কানূনই উহার মাপকাঠি ও কষ্টিপাথর হইতে পারে। ইহার সহিত এই কথাটিও যোগ করা যাইতে পারে, যাহাকে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল মাপকাঠি ও কষ্টিপাথর নির্বাচন করিয়াছেন। কাজেই কোন বিষয়ের হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় যাচাই করিবার একমাত্র মাপকাঠি হইলেন আল্লাহ্‌, তাঁহার রসূল ও তাঁহাদের বর্ণিত ব্যক্তিত্ব। যে কেউই মাপকাঠি হইতে পারে না। এই নীতিটি শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতেই ঠিক নহে বরং বিবেকের দৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ ঠিক। কারণ ইহার ভিত্তি হইল আল্লাহ্‌র কানূন, মৌলিক বিধান এই বিষয়টির উপর। উহাতে একমাত্র মূল, ব্যাপক ও বুনিয়াদী কথাই থাকে। উহা কাল ও সময়ের ঊর্ধ্বে কাল বা সময়ের সহিত উহা সীমাবদ্ধ নহে। উহা সর্বকালেই সর্বযুগেই সমভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী। কারণ উহা সর্বশেষ ও স্থায়ী কানূন। উহা যে কোন যুগের জটিল সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু ও সঠিক সমাধান দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এইজন্যই আল্লাহ্‌র কানূন যেরূপ ব্যাপক সেরূপ সংক্ষিপ্তও। নবীর ব্যক্তিত্ব উহার বাস্তব শিক্ষা ও মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা। তাঁহার ব্যক্তিত্ব উহার সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ। তাঁহার ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র কানূনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিকাশস্থল। এইজন্য নবী (সঃ)-এর চলাফেরা, কথাবার্তা, সামাজিকতা ও তাঁহার জীবনের সমূহ বাস্তব কার্যকলাপ দ্বীনের সঠিক রূপ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। আল্লাহ্‌র কিতাবের পর তাঁহার জীবনাদর্শ দ্বীনের সর্বশক্তিশালী প্রমাণ। তাঁহার জীবনাদর্শই শরীয়তের ভিত্তি ও বাস্তবরূপ।

www.pathagar.com

নবী করীমের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগামিগণ তাঁহার পূত ও পবিত্র জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক ও বাস্তবরূপ ছিলেন। নবী জীবনের পর তাঁহাদের জীবনই ছিল শরীয়তের বিধি-নিষেধের বহিঃপ্রকাশ। তাঁহাদের চরিত্রও আধ্যাত্মিকতা, ধর্মভীরুতা, আল্লাহ্ভীরুতা, তাকওয়া ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সরাসরি সংসর্গের কারণে তাঁহাদের চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা পরবর্তী যুগের মানুষের চরিত্র হইতে মহান, উন্নত ও আদর্শ ছিল। তাঁহাদের চরিত্র সরাসরি শরীয়তের প্রমাণ না হইলেও শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়সমূহের প্রমাণ ছিল। উহা দ্বারা নবী চরিত্রের মৌলিক রূপরেখা ও চিত্র হৃদয়ংগম করা যায়। তাঁহাদের চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের মৌলিক উদ্দেশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠে। কাজেই এই পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারীদের ধর্ম ও কর্ম দ্বীনী মূল ও শাখা বিষয়সমূহের এমনি সনদ মানা হয় যেমনি অভিজ্ঞ বিচারপতির রায়কে হাইকোর্টের সমস্ত কানুনের সনদ মানা হয় এবং নিম্ন কোর্টসমূহের জন্য উহা আইন হইয়া যায়। তাঁহাদের রায় মৌলিক কানুন না হইলেও পরোক্ষভাবে কানুনেরই শামিল। উহাকে কানুনের অংগ ও তত্ত্ববিশ্লেষণকারী মনে করা হয়। ফলকথা হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর অনুগামীদের নিষ্কলুষ চরিত্র দ্বীন হইতে কোন স্বতন্ত্র বিষয় নহে বরং উহা হইতে দ্বীন ও দ্বীনী বিষয়ের ইতিহাসের উৎপত্তি। উহা ব্যতীত দ্বীন ও দ্বীনী বিষয় বুঝা যাইতে পারে না। এমনকি মানুষের হৃদয়ে দ্বীনী অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনাও জাগরিত হইতে পারে না। এইজন্য উহা কানুনের মর্যাদা লইয়া প্রকাশ্যভাবে কানুনের ইতিহাস ও অপ্রকাশ্যভাবে কানুনের তত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংগ হইয়া যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র কানুনকে উহার ইতিহাস হইতে ভিন্ন করিয়া বুঝার প্রয়াস পাওয়া দ্বীনের উদ্দেশ্য ও মর্ম বুঝার ব্যাপারে সহায়ক হইতে পারে না। কারণ ইতিহাস ব্যতীত দ্বীনের প্রকৃত রূপ বুঝা যাইতে পারে না। এইজন্য আল্-কুরআন মুসলমানদের উপর তিন প্রকারের অনুকরণ জরুরী করিয়া দিয়াছে। যথা ঃ (ক) আল্লাহ্র অনুকরণ, (খ) তদীয় রসূলের অনুকরণ ও (গ) জ্ঞানীদের অনুকরণ। বলা বাহুল্য, পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানীদের অনুকরণও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

ফলকথা হইল ঃ প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারাই নবীর উত্তরাধিকারী এবং ইঁহারাই অনুকরণযোগ্য ।

আল-কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্, তাঁহার রসূল এবং তোমাদের মধ্যে পরিপক্ক জ্ঞানীদের অনুসরণ কর।"

এই আয়াতে আল্লাহ্র অনুকরণই হইল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার রসূলের অনুকরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে প্রেরিতত্বের কারণে এবং জ্ঞানীদের অনুকরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে প্রেরিতত্বের ধারক হওয়ার কারণে যাহাতে তাঁহারা ব্যক্তিগত কথা প্রচার না করিয়া নিরেট দ্বীনের কথা প্রচার করেন। এই ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের জ্ঞানার্দশ ও নমুনা দ্বীনে জরুরী না হইলে পৃথিবীতে আল্লাহ্র কানুনের সংগে নবী প্রেরিত হইতেন না এবং নবিগণও তাঁহাদের উম্মতের জন্য এই সমস্ত ব্যক্তিত্বের অনুসরণ ও অনুকরণ জরুরী করিতেন না বরং আসমান হইতে আল্লাহ্র কানুন নাযিল করিয়া দিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইত ঃ "হে মানব গোষ্ঠি। তোমরা সকলেই আধ্যাত্মিক রোগী এবং এই আসমানী কানুন তোমাদের ব্যবস্থা পত্র, উহা পাঠ করিয়া তোমরা নিজেরাই চিকিৎসা গ্রহণ কর।" সারকথা হইল ঃ চিকিৎসা গ্রহণই যথেষ্ট হইয়া যাইত। চিকিৎসকের কোন প্রয়োজনই পড়িত না। রোগী নিজেই চিকিৎসা গ্রহণ করিয়া রোগ মুক্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কাজেই প্রত্যেক যুগেই আসমানী কিতাবের সংগে কিতাব শিক্ষাদাতা অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁহাদের পর আউলিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হইয়াছেন যাহাতে তাঁহারা কিতাব পাঠ করিয়া শোনান, উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝান, তদনুপাতে নিজেদের জীবন গঠন করেন এবং উহাকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য মানুষের মনমগজ তৈয়ার

www.pathagar.com

করেন। আল্-কুরআন যথাস্থানে এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। কাজেই আমরা এখানে উহা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভব করি না।

ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, দ্বীনী কানূনের সংগে সংগে দ্বীনী ও কানূনী ব্যক্তিত্বেরও প্রয়োজন। কারণ উহা ভিন্ন দ্বীনের ইতিহাস সৃষ্টি হইতে পারে না এবং ইতিহাস ভিন্ন দ্বীন বুঝা ও উহা কার্যকরী করা যাইতে পারে না। সেহেতু ইমলামী মূলনীতি অনুসারে আল্লাহ্‌র কথার পর নবীর কথার স্থান এবং নবীর কথার পর জ্ঞানীদের কথার স্থান। কাজেই স্বাভাবিকভাবে উহা হইতে ইসলামে চারটি প্রমাণের উদ্ভব হয়। বলা বাহুল্য, এই চারটি প্রমাণ ইসলামী বিধিনিষেধের মূল ও ভিত্তি। উহা হইল ঃ (১) আল্লাহ্‌র কিতাব, (২) রসূলের হাদীস অর্থাৎ রসূলের কথা ও কাজ (৩) ইজমা অর্থাৎ দ্বীনী ইলমে পরিপক্কদের শরীয়তের বিষয়সমূহে মতৈক্য, ও (৪) কিয়াস অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস অনুসারে দ্বীনী ইল্‌মে পরিপক্কদের গবেষণা করিয়া কোন বিষয় উদ্ভাবন। শরীয়তে স্ব স্ব মর্যাদানুসারে কিতাব ও হাদীস উভয়ই ওহী। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, কিতাব প্রত্যক্ষ ওহী ও হাদীস পরোক্ষ ওহী।

কিতাব ও হাদীস উভয়ই শরীয়তের হুকুমের প্রমাণ। উপরন্তু উহা হইতে শরীয়তের নূতন নূতন বিষয়সমূহও উদ্ভাবিত হয়। ইজমা মূলত ওহী না হইলেও ওহীরই পর্যায়ভুক্ত। কারণ উহার ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাতের প্রমাণিত বিষয়সমূহের উপরই। এই হিসাবে প্রথমোল্লিখিত তিনটি প্রমাণ অর্থাৎ কিতাব, সুন্নাত ও ইজমাই মূল প্রমাণ। শরীয়তের ভিত্তি উহাদের উপরই। শেষোল্লিখিত প্রমাণ অর্থাৎ কিয়াস, যাহা ওহীর তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটন করে এবং উহাকে বিশ্লেষণ করে এবং যাহাতে মুজতাহিদের মত গৃহীত হইয়া থাকে, উহা শাখা প্রমাণ। উহা শরীয়তের ভিত্তি নহে বরং প্রকাশক ও বিশ্লেষক। শরীয়তবিষয়ক প্রমাণসমূহের আলেচনার পূর্বে রচিত মূলনীতি হিসাবে আপনার নিকট ইহা পেশ করা জরুরী মনে করি যে, ইহা বিশ্লেষণের পশ্চাতে আমার উদ্দেশ্য হইল ঃ ইসলামী বিষয়ে মুসলমান ও অমুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই প্রমাণ চাওয়ার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত চারিটি প্রমাণের যে কোন একটি পেশ করিলেই প্রশ্নকারীর উত্তর হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় নির্বিবাদে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে হইবে। উল্লিখিত প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে যে কোন একটি প্রমাণ চাওয়ার অধিকার তাহার নাই। যে কোন প্রমাণ পেশ করিলেই উত্তর প্রদান-কারীর দায়িত্ব শেষ হইয়া যাইবে। নির্দিষ্টভাবে তাহাকে প্রমাণ পেশ করিতে হইবে না। ইহাতে প্রশ্নকারীর মন শান্ত না হইলে সে উহার উপর বা উহার ভূমিকার উপর প্রতিবাদ করিতে পারে বটে; কিন্তু উহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। এই হিসাবে আপনি আপনার প্রশ্নের স্থানে স্থানে আমাকে কুরআন হইতেই উত্তর প্রদান করিতে হইবে বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন, নীতিগতভাবে উহা ঠিক নহে। ইহার অধিকারও আপনার নাই। আমি নীতিগতভাবে ইহার উত্তর প্রদানে বাধ্য নহি। এতদসত্ত্বেও যদি আমি কুরআন হইতে আপনার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করি তাহা হইলে উহা ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় কথা আমি এই পেশ করিতে চাই যে, দ্বীনের ইতিহাসের ব্যাপারে দ্বীনের ঐ সমস্ত প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিদের নকল, রেওয়ায়েত ও সঠিক বিবেকই গ্রহণীয় হইবে, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহাদের অসাধারণ বাগ্মিতা শক্তি ছিল এবং যাঁহারা খোদাদাদ মস্তিষ্কসম্পন্ন ছিলেন। বিবেক ও নকলের দিক হইতে দ্বীনী ইতিহাস বা দ্বীনী ব্যাপারে অন্য কাহারও মন কিংবা মস্তিষ্কপ্রসূত কথা গ্রহণীয় হইবে না। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ফায়সালা একমাত্র উপরিউক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের নকল, রেওয়ায়াত ও অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মবাদিতা অনুসারে করিতে হইবে। যদি পরবর্তী যুগের কাহারও কথা ইহাদের কথার পরিপন্থী হয় তাহা হইলে দ্বীনী বিষয়ে উহার কোন মূল্য দেওয়া হইবে না। উপরোল্লিখিত নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস পরিহার করিয়া শুধু শাব্দিক আবরণের সুযোগে আপনি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত ঘটনার যে ধ্বজা দাঁড় করিয়াছেন, ঐতিহাসিক দিক হইতে উহার কোন গুরুত্ব নাই। কাজেই উহার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিবাদ ও সন্দেহসমূহও উত্তর প্রদানের যোগ্য নহে। কারণ আপনার মস্তিষ্ক-প্রসূত কুরআন বিরোধী এই প্রতিবাদসমূহ প্রকৃতপক্ষে কুরআন হাদীস ও উহার ইতিহাসের উপর প্রতিবাদ নহে বরং আপনার নিজের উপরই।

www.pathagar.com

কারণ শব্দের আবরণে আপনি নিজেই কুরআন ও হাদীসের এই কদর্থ করিয়াছেন এবং দ্বীনী ব্যক্তিত্বসমূহের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদি প্রমাণিত উহার সঠিক অর্থ বাদ দিয়াছেন। এই হিসাবে আপনার প্রতিবাদের কোন সঠিক ভিত্তিই নাই। কাজেই উহার উত্তর প্রদানেরও কোন আবশ্যক মনে করি না। কারণ উহা আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত ইতিহাসভিত্তিক কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসভিত্তিক নহে। চিন্তা করিলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রতিবাদ আপনার নিজের ঘাড়ের উপরই,—কুরআনের উপর নহে। কাজেই কুরআনপন্থীদের উপর উহার উত্তর প্রদানের দায়িত্ব বর্তায় না। প্রতিবাদের পূর্বে আপনার এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল যে, আপনি কাহার উপর প্রতিবাদ করিতেছেন।

ফলকথা হইল ঃ আপনার নির্দিষ্ট প্রমাণ চাওয়ার অধিকার নাই। এই ব্যাপারে মনগড়া মত ইতিহাস সৃষ্টি করার অধিকারও আপনার নাই। কাজেই কুরআন শরীফ হইতে আপনার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে, এই দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না। উপরন্তু আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয়কে ইতিহাস স্বীকার করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না।

এই ভূমিকার মাধ্যমে আপনার প্রতিবাদের রূপ তুলিয়া ধরার পর এবং নিজকে আপনার অমূলক দাবী হইতে মুক্ত করার পর আপনার খেদমতে আরজ করিতে চাই, শুধুমাত্র ভদ্রতার কারণে আপনার অনুরোধক্রমে কুরআন হইতে আপনার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করার প্রয়াস পাইতেছি। আপনাকেও এই ব্যাপারে চিন্তা করার আহবান জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস, চিঠিতে আপনি যে নীতিমালার উল্লেখ করিয়াছেন, কাল্পনিক পথ পরিহার করিয়া তদনুপাতে আপনিও কুরআনের ভিত্তিতে স্বীয় প্রশ্নসমূহের যৌক্তিকতা ও উহার উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করিবেন এবং স্বাভাবিকভাবে যাহা বোধগম্য হইবে, উহা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। আশা করি এই ব্যাপার আমাকে অবশ্যই অবহিত করিবেন। আল্লাহ্‌পাক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা বর্ণনা করার পর, আপনি ইসলামের চারিত্রিক বিষয়ের উপর যে হামলা করিয়াছেন, আমি এখন এই সম্পর্কে আলোক-

www.pathagar.com

পাত করিতেছি। আপনি আপনার প্রথম চিঠিতে ইসলামের উপর হামলা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইসলামে চারিত্রিক মাপকাঠি বলিতে কিছুই নাই। এমনকি উহাতে উন্নত চরিত্রেরও কোন শিক্ষা নাই। উহার উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম চরিত্র সম্পর্কিত শিক্ষা থাকিলে একমাত্র ইসলামেই আছে। কারণ ইসলাম চরিত্র সম্পর্কিত বিষয় একটি দুইটি নহে বরং নিরানব্বইটি মূলনীতি প্রণয়ন করিয়াছে। এইগুলি এতই ব্যাপক ও সম্প্রসারিত যে, উহা হইতে মানব চরিত্রের কোনদিকই বাদ পড়ে না। উহা সার্বিক মানব জীবনকে চরিত্রে রূপান্তরিত করিয়া দিতে চায়। ইহার উত্তরে আপনি ইসলামের চারিত্রিক বিধান সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া উহার উপর চারটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

প্রথমত, আপনি আমাকে কুরআনের দৃষ্টিতে উক্ত নিরানব্বইটি চারিত্রিক বিধান প্রমাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কমপক্ষে উহার দুই একটি নজির পেশ করিতে বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, আপনি ইসলামের চারিত্রিক বিধানের তুচ্ছতা ও হেয়তার কথা উল্লেখ করিয়া দাবী করিয়াছেন, "কুরআনে বর্ণিত নবী করীমের তদীয় পালকপুত্র হযরত যায়েদ ইব্নে হারিসার পত্নীর পাণিগ্রহণ ব্যভিচারেরই নামান্তর মাত্র। উহাকে ইসলামের অনুমোদন প্রদান মানেই জিনা, ব্যভিচার ইত্যাদি চরিত্র বিনষ্টকারী বিষয়সমূহকে অনুমোদন প্রদান। তৃতীয়ত, ইসলামের এই চারিত্রিক হেয়তাকে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আপনি বোখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আবুযর গিফারীর হাদীসটিকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উহা হইল ঃ একদা নবী করীম হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, "যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে সে ব্যভিচার এবং চুরি করিলেও বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" আপনার দাবী হইল ঃ এই হাদীসে ব্যভিচারী ও চোরকে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়া প্রকারান্তরে ব্যভিচার ও চুরির পৃষ্ঠপোষকতা ও উহার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ইসলামের চারিত্রিক বিধান কত তুচ্ছ। চতুর্থত, আপনি ইসলামকে একটি জবরদস্তিমূলক ধর্ম বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং ইহার সম্পূর্ণ দোষ কুরআনের উপর চাপাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, ইসলাম অসি বলে প্রচার লাভ করিয়াছে, উহাতে চারিত্রিক আকর্ষণ বলিতে কিছুই নাই। কাজেই

www.pathagar.com

উহার চারিত্রিক বিধানের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আপনার প্রশ্ন-সমূহের সার হইল ঃ ইসলামে চরিত্রের উন্নত কোন মাপকাঠি নাই বরং উহাতে অসচ্চরিত্রের সম্যক দ্বার উন্মুক্ত। কাজেই উহা স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য অসির পথ অবলম্বন করিয়াছে।

প্রথম প্রতিবাদের উত্তর ঃ প্রথম প্রতিবাদে আপনি এই নরাধমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, আপনি ইসলামের চরিত্র সম্পর্কিত নিরানব্বইটি বিধানের কথা উল্লেখ করিলেও উহাদের মধ্যে একটিও বর্ণনা করেন নাই। এমন কি উহা কুরআনের কোন্ সূরায় বর্ণিত আছে আপনি উহাও উল্লেখ করেন নাই। অপরপক্ষে আমি আপনাকে খৃস্ট ধর্মের চরিত্র বিষয়ক দশটি মূলনীতির কথা জানাইয়া দিয়াছি এবং তন্মধ্যে 'চুরি করিও না,' 'রক্তপাত করিও না,' 'ব্যভিচার করিও না' ইত্যাদি কয়েকটির উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু আপনি ইসলামের চরিত্র সম্পর্কিত মূলনীতিসমূহের ব্যাপারে তেমন কিছু বলেন নাই। কাজেই আপনার খেদমতে নিবেদন, তন্মধ্যে অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচটির বিবরণ দান করুন। আপনি বাইবেলের দশটি কথা চারিত্রিক বিধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের চারিত্রিক বিধানের কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, ইসলাম চরিত্রের কোন বিধান বা মাপকাঠি পেশ করে নাই। কারণ উহা উল্লিখিত পাপাচার-সমূহ হইতে বাধা দান করে নাই।

এখন আপনার দাবীর প্রথমাংশ অর্থাৎ বাইবেলের দশটি নীতিই চরিত্রের মাপকাঠি, এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হইল ঃ উহা মূলত চরিত্রের মাপকাঠি নহে এবং হইতেও পারে না। কারণ এই দশটি বিষয় কর্মজাতীয়, কর্মের সহিত উহার সম্পর্ক, চরিত্রের সহিত উহা কোন সম্পর্ক নাই। বলা বাহুল্য, চরিত্র হৃদয়ের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য— হৃদয়ের সহিত উহার সম্পর্ক বীজের ন্যায়। ইহা সর্বজনবিদিত যে, বীজ হইতে ডালপালা উদ্গত হয়; ডালপালা হইতে বীজ উদ্গত হয় না। এই কারণে চরিত্র হইতে কর্ম প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু কর্ম হইতে চরিত্র পয়দা হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দানশীলতা স্বভাব হইতে দানশীলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু দানশীলতা হইতে দানশীলতা স্বভাব পয়দা হয় না। বীরত্ব স্বভাব হইতে আক্রমণ প্রকাশ পায় কিন্তু

www.pathagar.com

আক্রমণ হইতে বীরত্ব স্বভাব পয়দা হয় না। লজ্জা গুণ হইতে নম্রতা প্রকাশ পায়; কিন্তু লজ্জা নম্রতা হইতে লজ্জাগুণ পয়দা হয় না। অল্পে তুষ্টি হইতে কৃচ্ছ্রতা সাধনের অভ্যাস পয়দা হয়, কিন্তু কৃচ্ছ্রতা সাধন হইতে অল্পে তুষ্টি গুণ পয়দা হয় না। কৃতজ্ঞতা স্বভাব হইতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা হইতে কৃতজ্ঞতা স্বভাব পয়দা হয় না। ধৈর্যগুণ হইতে আত্মসম্বরণ ক্রিয়া যথা আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, কিন্তু আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি হইতে ধৈর্যগুণ পয়দা হয় না।

মোটকথা হইল ঃ হৃদয়ে কার্যের অনুপ্রেরণা না থাকিলে কোন কার্য প্রকাশ পাইতে পারে না। কাজেই উল্লিখিত দানশীলতা, বীরত্ব, লজ্জা, অল্পে তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য ইত্যাদি গুণ কার্যের উৎস বলিয়া প্রমাণিত হইল। বলা বাহুল্য, এইগুলির সমষ্টিকেই চরিত্র বলা হয়। উপরিউক্ত আলোচনায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, চরিত্রই মূল এবং কার্যাবলী উহা হইতে উদ্‌গত ফসল। প্রথমটির সম্পর্ক হৃদয়ের সহিত এবং দ্বিতীয়টির সম্পর্ক শরীরের সহিত। প্রথমটি বীজ-সদৃশ এবং দ্বিতীয়টি শাখাসদৃশ। ইহা সর্বজনবিদিত যে, বীজ হইতে শাখা উদ্‌গত হয়; কিন্তু শাখা হইতে বীজ উদ্‌গত হয় না। কাজেই এই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গেল যে, বীজ শাখা ভাল-মন্দ হওয়ার মাপকাঠি হইতে পারে, কিন্তু শাখা মূল (বীজ) ভালমন্দ হওয়ার মাপকাঠি হইতে পারে না। এই নীতির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কার্যের ভালমন্দ চরিত্রের ভালমন্দের উপর নির্ভর করিবে; কিন্তু চরিত্রের ভালমন্দ কার্যের ভালমন্দের উপর নির্ভর করিবে না। সুতরাং চরিত্রকে কার্যের ভালমন্দের মাপকাঠি বলা হইবে অর্থাৎ চরিত্র অনুসারে কার্য প্রকাশ পাইবে; কিন্তু কার্যকে চরিত্রের মাপকাঠি বলা হইবে না অর্থাৎ কার্য অনুসারে চরিত্র গঠিত হওয়া কোন জরুরী বিষয় নহে। এমতাবস্থায় আপনার কথামত চুরি, রক্তপাত, ব্যভিচার ইত্যাদি হইতে বিরত থাকাকে চরিত্রের মাপকাঠি বলা মানেই শাখাকে মূলের ভালমন্দের মাপকাঠি বলা। বলা বাহুল্য, ইহা শুধু বিবেক শক্তিরই ভুল নহে বরং দৃষ্টিশক্তিরও ভুল। অবশ্য কার্যকে চরিত্র ভালমন্দ হওয়ার নিদর্শন বলা যাইতে পারে অর্থাৎ কার্যানুপাতে চরিত্রের ভালমন্দের বিচার করা যাইতে পারে কিংবা কার্যের অনুশীলন দ্বারা সংশ্লিষ্ট চরিত্র দৃঢ় ও মজবুত হইতে পারে,

www.pathagar.com

কিন্তু কার্যকে চরিত্র কিংবা চরিত্রের মাপকাঠি বলা যাইতে পারে না। কেউ এইরূপ বলিলে উহা তাহার মূল ও শাখার পারস্পরিক সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতার প্রমাণ বুঝা যাইবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে অনুধাবন করা যায় যে, বাইবেলের এই নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ আপনার বর্ণনামত চরিত্রের মাপকাঠি হওয়াত দূরের কথা, শরীয়তের বিধিনিষেধেরও মাপকাঠি হইতে পারে না। কাজেই উহাদিগকে পরিমাপক কানুন কিংবা মৌলিক বিধান বলা যাইতে পারে না। কারণ পরিমাপক কানুন বলিতে ঐ কানুনকে বোঝায়, যে কানুন স্বীয় বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বুনিয়াদী নীতি ও ব্যাপক বিধানকেও শামিল করে।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বুনিয়াদী নীতি ও ব্যাপক বিধানই বিধি-নিষেধের কারণ। ইহাদের উপরই বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এইগুলি পাওয়া গেলে বিধিনিষেধ পাওয়া যায় এবং না পাওয়া গেলে বিধিনিষেধও পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ আপনি 'চুরি করিও না', 'হত্যা করিও না,' 'ব্যভিচার করিও না' ইত্যাদি বাইবেলের যে দশটি নীতিমালা পেশ করিয়াছেন, উহা দ্বারা এই বিষয়গুলি অবৈধ বলিয়া প্রমাণিত হয় বটে; কিন্তু উহাদের মাপকাঠি নিরূপিত হয় না। এই বিষয়গুলি অবৈধ হওয়ার মূল ভিত্তি কি? উহাদের ভালমন্দ নিজস্ব না অন্য কোথাও হইতে গৃহীত? গৃহীত হইয়া থাকিলে কোথা হইতে গৃহীত এই সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এক কথায় এই বিষয়গুলি অবৈধ হওয়ার কারণ জানা যায় না। বলা বাহুল্য, এই কারণই বিধি-নিষেধের ভিত্তি। যেখানে উহা পাওয়া যাইবে সেখানেই বিধিনিষেধ পাওয়া যাইবে। কারণ ইহাই কার্য ভালমন্দ হওয়ার মাপকাঠি।

ফলকথা হইল ঃ এই কারণই আসলে ভালমন্দ হয়, মূলত কার্য ভালমন্দ হয় না। কাজেই সেখানে এবং যে কাজে উহা পাওয়া যাইবে ভালমন্দও সেখানে রূপান্তরিত হইবে এবং তদনুপাতে কার্যের উপর বিধিনিষেধও রূপান্তরিত হইবে। মোদ্দা কথা হইল ঃ এই কারণই কার্য ভালমন্দ হওয়ার মাপকাঠি এবং ইহার উপর বিধিনিষেধের ভালমন্দ নির্ভর করে। কারণ ভাল হইলে বৈধের নির্দেশ হইবে এবং

www.pathagar.com

কারণ মন্দ হইলে অবৈধের নির্দেশ হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ভালমন্দ হওয়ার উপর বিধি-নিষেধের ভালমন্দ নির্ভর করে। ইহাই বিধিনিষেধের আত্মা ও মূল ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যাপক কারণ থাকিলে শাখাবিধি নিষেধও ব্যাপক, সামগ্রিক ও পরিমাপক কানূনের রূপ গ্রহণ করে। উহার ফলে শুধু একটি নহে বরং একজাতীয় অসংখ্য কার্যের ফায়সালা হইয়া যায়। একমাত্র আংশিক বিষয় কানুন হইতে পারে না। কানুন নাম রাখিলেও উহাকে পরিমাপক বা মৌলিককানুন বলা যাইতে পারে না।

কানূনের এই সংজ্ঞার কষ্টিপাথরে চুরি, হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি বাইবেলের দশটি নীতিমালাকে যাঁচাই করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে এবং ইহাদের বিধিনিষেধের মধ্যে এমন কোন মৌলিক ও বিধিসম্মত নীতি নাই, যাহার কারণে ইহাদিগকে পরিমাপক কানুন বলা যাইতে পারে। উল্লিখিত বিষয়সমূহের বেলায় একমাত্র কুরআনে হাকীমের বর্ণিত বিষয়ই মৌলিক বিধান হইতে পারে। কারণ কুরআনে প্রত্যেকটি খণ্ড নির্দেশের সংগে উহার কারণও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং কারণ ও নির্দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রদর্শিত হইয়া উহাকে মৌলিক বিধান নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং কুরআনে হাকীম চুরি, রক্তপাত, ব্যভিচার ইত্যাদিকে শুধু নিষেধই করে নাই বরং অত্যন্ত অভিজ্ঞ পন্থায় উহাদের কারণও বর্ণনা করিয়াছে। বলাবাহুল্য, এই কারণসমূহই উহার মাপকাঠি। উহার ফলেই এর নিষেধসমূহ ব্যাপক কানুন হইয়া গিয়াছে। এই কারণ বর্ণনার ফলেই একটি মাত্র নির্দেশে অসংখ্য বিষয়ের ফায়ষালা হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিনা নিষেধের বেলায় 'তোমরা জিনা করিও না' কুরআন শুধু এই নির্দেশই দেয় নাই; বরং জিনার নিকটবর্তী হইতেও নিষেধ করিয়াছে। সুতরাং কুরআনে করীম সূরায়ে বনি ইসরাইলে বলিতেছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَّ سَاءَ سَبِيْلًا ـ

তোমরা জিনার নিকটেও যাইও না, কারণ উহা লজ্জাজনক কাজ ও অন্যায় পথ। লক্ষণীয় বিষয় হইল এই পবিত্র আয়াতে জিনার

www.pathagar.com

নিষেধ করার সংগে সংগে উহার মৌলিক কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে—উহা হইল লজ্জাহীনতা ও অন্যায় পথ। ইহাই জিনা নিষেধের মাপকাঠি ও কারণ। হৃদয়ে অপবিত্রতার পরিবর্তে পবিত্রতা থাকিলে এবং আল্লাহ্‌র বর্ণিত সরলপথ যথা বিবাহিতা স্ত্রী ও ক্রীতদাসী হইলে এই কার্য অবৈধ হওয়ার পরিবর্তে বৈধ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা গেল যে, মূলত জিনা খারাপ অবৈধ নহে, লজ্জাহীনতা, অপবিত্রতা ও অন্যায় পথই উহা খারাপ ও অবৈধ হওয়ার কারণ। এইজন্যই এই আয়াতে জিনা নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার কারণও বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা হইল লজ্জাহীনতা, অপবিত্রতা ও অন্যায় পথ। কাজেই কুরআনী নির্দেশ পরিমাপক নির্দেশ বলা হইবে, বাইবেলের নির্দেশকে নহে। উহাতে শুধু নিষেধই আছে, নিষেধের কারণ উল্লেখ নাই। এই কারণই যেহেতু জিনা নিষেধের কারণ এবং বাইবেলে উহা উল্লেখ নাই; কাজেই বাইবেলের নির্দেশ চরিত্রের মাপকাঠি হওয়া ত দূরের কথা, বিধিনিষেধের মাপকাঠিও হইতে পারে না। কারণ উহার নির্দেশ চরিত্রের উপর নহে অর্থাৎ উহার নির্দেশ জিনার উপর, জিনা নিষেধের কারণের উপর নহে। কাজেই উহা চরিত্রের মাপকাঠি হইতে পারে না। উপরন্তু এই আয়াতে যেহেতু জিনা নিষেধের মৌলিক কারণ লজ্জাহীনতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে; সেজন্য বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে লজ্জাহীনতাই নিষিদ্ধ, উহার কারণেই জিনা নিষিদ্ধ। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যে কার্যেই লজ্জাহীনতা পাওয়া যাইবে উহাই নিষিদ্ধ হইবে। যথা: পরনারী দেখা, অসদুদ্দেশ্যে তাহার কাছে যাওয়া, তাহাকে স্পর্শ করা, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা, মনে মনে তাহার কল্পনা করা ইত্যাদি। এই লজ্জাহীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই ইসলাম পর্দা প্রথা চালু করিয়াছে এবং নারী জাতির জন্য হাতের কব্জি ও পায়ের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখা জরুরী করিয়া দিয়াছে। এই ভিত্তিতেই হাদীসে পরনারী দর্শনকে চক্ষুর জিনা বলা হইয়াছে এবং চক্ষু নীচ করিয়া রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ স্পর্শ করাকে হস্তের জিনা বলা হইয়াছে এবং অসদুদ্দেশ্যে পরনারীর নিকট গমনকে পায়ের জিনা বলা হইয়াছে। মোট কথা হইল: লজ্জাহীনতা ও বেহায়াপনা শুধু

www.pathagar.com

জিনা অবৈধ হওয়ার কারণ নহে বরং জিনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সবকিছুই অবৈধ হওয়ার কারণ।

ফল কথা হইল ঃ এই একটি আয়াতে জিনা নিষেধের একটি নির্দেশের মাধ্যমে অসংখ্য লজ্জাজনক কাজ অবৈধ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কুরআণের কারণ বিশ্লেষণেরই সুফল। কুরআনের এই বর্ণনা ভঙ্গীতে বোঝা গেল যে, লজ্জাহীনতাই জিনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মূলত জিনা কোন নিষিদ্ধ বিষয় নহে। কারণ জিনা একটি খণ্ড নির্দেশ। ইহার বিষক্রিয়া অন্য কিছুর উপর বিস্তার লাভ করে না। ইহার নিষেধকেই আপনি চরিত্র মনে করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা লজ্জাহীনতা হইতে সৃষ্ট একটি কাজ। লজ্জাহীনতাই উহার উৎসাহ যোগায়। আমার বক্তব্যের সার হইল ঃ বাইবেল মাত্র নির্দিষ্ট কাজকে নিষিদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু কুরআন উহার উৎসকেও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া উহার মৌলিক কারণও বর্ণনা করিয়াছে। ইহাতে লজ্জাজনক অগণিত কাজের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কুরআনের একটি মৌলিক কানুন। ইহাতে লজ্জাহীনতার রাজত্ব খতম হইয়া লজ্জার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন আপনার বিচার্য, বাইবেলের 'জিনা করিও না' কথাটি চারিত্রিক বিধান কিংবা চারিত্রিক মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য না কুরআনের উপরোল্লিখিত মৌলিক ও ব্যাপক নির্দেশটির? এখানে লক্ষণীয় ও অনুধাবনযোগ্য বিষয় হইল ঃ কুরআন বাইবেলের মত অসম্পূর্ণভাবে ব্যভিচারকে নিষেধ করে নাই বরং উহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ণভাবে উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহা কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ। ইহার পরেও যদি আপনি বলেন যে, কুরআন চরিত্রের কোন বিধান বা মাপকাঠি পেশ করে নাই, তাহা হইলে ইহা আপনার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বৈ আর কিছুই নহে। আপনি আরও লিখিয়াছেন, চুরির মত দুষ্কর্ম সম্পর্কে বাইবেল 'চুরি করিও না' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। ইহা তাহার চারিত্রিক বিধানের প্রমাণ। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হইল ঃ কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, যাহাতে চুরি বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এতদসম্পর্কিত অসংখ্য অন্যায় ও অত্যাচার রহিত হইয়া যায়। শুধু

www.pathagar.com

তাহাই নহে বরং হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের মূলোৎপাটন হইয়া যায়।

কুরআন বলিতেছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ◎

"কোন পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হাত কাটিয়া ফেল।' ইহা আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি। আল্লাহ্পাক মহাক্ষমতাশালী ও অত্যন্ত বিজ্ঞ। অত্যাচারের পর কেউ তওবা করিলে ও চিরতরে সংশোধিত হইয়া গেলে আল্লাহ্ পাক তাহার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক অত্যন্ত মার্জনাশীল ও অসীম করুণাময়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল ঃ এই আয়াতে চুরিকে অত্যাচার বলা হইয়াছে। কারণ চুরির উদ্দেশ্যই অত্যাচার। অন্যায়-ভাবে অন্যের সংরক্ষিত ধনে হস্তক্ষেপ করার নামই চুরি। আসলে চুরি অন্যায় নহে বরং অত্যাচার অন্যায়। চুরিতে অত্যাচার আছে বলিয়া উহা অন্যায় ও নিষিদ্ধ।

ইহাতে বুঝা গেল যে, মূলত চুরি নিষিদ্ধ নহে বরং অত্যাচার নিষিদ্ধ। অত্যাচারের কারণে চুরি নিষিদ্ধ। ইহার মূল ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায়, চুরিতে অত্যাচার না থাকিয়া উহার বিপরীত সুবিচার থাকিলে উহা নিষিদ্ধ হইত না। এমন কি উহাকে চুরিও বলা হইত না। কারণ সুবিচার চুরি হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ চুরি করিল। গৃহস্বামী উহার সন্ধান পাইল। এমতাবস্থায় চোর মাল ফেরত না দিলে চোরের অলক্ষ্যে গৃহস্বামী উহা গ্রহণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহাও এক প্রকার চুরি। কারণ ইহাতে অলক্ষ্যে মাল গ্রহণ করা হয়। যেহেতু উহা চোরের মাল নহে, কাজেই উহাতে

www.pathagar.com

অত্যাচার নাই। এই হিসাবে উহা নিষিদ্ধ নহে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু অত্যাচারই মূল, কাজেই যে কাজে যে পরিমাণে আর্থিক অত্যাচার পাওয়া যাইবে সেই কাজ সেই পরিমাণে নিষিদ্ধ হইবে। মালের খোঁজে থাকা, মালের সংবাদ সরবরাহ করা, সিঁধকাটা, গৃহে উঠা এবং এই উদ্দেশ্যে দল গঠন করা কিংবা মাল ছিনাইয়া লওয়া, লুঠতরাজ করা ও লুণ্ঠন করা ইত্যাদি সবই আপন আপন পর্যায়ে অত্যাচার বিধায় নিষিদ্ধ। লক্ষণীয় বিষয় হইল ঃ উল্লিখিত আয়াতে শুধু চুরিকেই নিষিদ্ধ করা হয় নাই বরং উহার কারণ বর্ণনা করিয়া অসংখ্য অত্যাচারের অন্যায়েও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে যুলুমের রাজত্বের অবসান হইয়া ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য হইল ঃ কুরআনের এই বিজ্ঞজনোচিত উক্তি চরিত্রের মাপকাঠি হইবে না বাইবেলের বর্ণিত উক্তি 'চুরি করিও না' চরিত্রের মাপকাঠি হইবে ?

গভীরভাবে চিন্তা করিলে অনুধাবন করা যায় যে, কুরআন চুরি নিষেধের ব্যাপারে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, যাহাতে চুরির প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মিয়া যায়। ফলে চিরতরে সমাজ হইতে চুরি বন্ধ হইয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হইল ঃ

প্রথমত, চুরিকে অত্যাচার বলিয়াছে। কারণ অত্যাচার সমাজের সর্বস্তরের লোকের নিকট ঘৃণিত ও ধিকৃত। দ্বিতীয়ত, হাত কাটার প্রকাশ্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে চিরতরে চোরের চুরির লিপ্সা দমিয়া যায়। তৃতীয়ত, ইহাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি বলিয়াছে অর্থাৎ অন্য কাহারও ইহা মাফ করার কিংবা এর ব্যাপারে সুপারিশ করার অধিকার নাই। ইহার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল ঃ হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ভীতি জন্মাইয়া দেওয়া। চতুর্থত, এই শাস্তিকে সারা জীবনের জন্য গলার হার করিয়া দিয়াছে যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবনে চুরি করার ক্ষমতা না থাকে। পঞ্চমত, প্রকাশ্যভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে ইহা দেখিয়া অন্যান্য লোকের হৃদয়ে ভয় জন্মে এবং তাহারা চুরি করার হিম্মত না পায়। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা একটি ব্যাপক উপদেশ ও মহান চারিত্রিক শিক্ষা। ইহার মাধ্যমে জনসাধরণের অধিকার

www.pathagar.com

রক্ষিত হয় এবং অন্যায় ও অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। ষষ্ঠত, চোরের শাস্তি দেখিয়া গৃহস্বামীর মনে সান্ত্বনা আসে।

সোজা কথা হইল ঃ চুরি নিষেধের নির্দেশের সহিত উহার কারণ বিশ্লেষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা ও উহার অসংখ্য হিকমত বর্ণনা করিয়া কুরআন শুধু চুরিকেই নহে বরং এই জাতীয় অসংখ্য অত্যাচার ও অন্যায়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। উহাতে চুরির দোষ, চুরির শাস্তি দেখিয়া অন্যান্যদের নসীহত গ্রহণ এবং ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে চোরের সংশোধন, সমাজের সংশোধন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সব কিছুর প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহা কুরআনের হিকমতপূর্ণ ও কৌশলপূর্ণ বর্ণনা ভঙ্গী, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বহুদর্শিতারই প্রমাণ। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কুরআনী নির্দেশ শুধু নির্দেশের পর্যায়েই থাকে না বরং অর্থনীতি বিষয়ক একটি মৌলিক কানুন হইয়া যায়; বলা বাহুল্য, বাইবেলের 'চুরি করিও না' নির্দেশটি এই পর্য্যায়ের নহে। কাজেই উহা কানুন হইতে পারে না।

ফলকথা হইল ঃ কুরআনে চুরি নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে উহার সমস্ত মৌলিক অমঙ্গল, উহার কুফল এবং উহা হইতে সৃষ্ট সমস্ত চারিত্রিক বিশৃংখলা প্রদর্শিত হইয়া উহার আর্থিক ও চারিত্রিক ক্ষতির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পূর্ণ অর্থনীতি হইতে শঠতা, মিথ্যা ও অসদোপায় বিদূরিত হইয়া সমাজের অর্থনৈতিক শৃংখলা গড়িয়া উঠে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনের নিষেধভঙ্গী ও বাইবেলের নিষেধভঙ্গীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই নাই বরং এতদুভয়ের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য বিদ্যমান। ইহা সত্ত্বেও কুরআনের উপর সমস্ত দোষ চাপানো হইয়াছে, উহা চারিত্রিক বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণ করে নাই বরং বাইবেলই সমস্ত নীতি নির্ধারণ করিয়াছে। ইহাকেই বলে "যত দোষ নন্দ ঘোষ।"

ব্যভিচার ও চুরির ন্যায় হত্যা সম্পর্কেও আপনি লিখিয়াছেন, বাইবেলে 'হত্যা করিও না' নীতিবাক্যটির উল্লেখ আছে। ইহা চরিত্রগত বিষয়ে বাইবেলের নীতি নির্ধারণের প্রমাণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য

www.pathagar.com

হইল ঃ ইহ জীবন সংরক্ষণ কিংবা শৃংখলা সংরক্ষণের কোন নীতি বা কর্মসূচী নহে। ইহাতে শুধু হত্যাকার্য অবৈধ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উহার মুকাবিলায় কুরআন বলিয়াছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا -

"এবং আল্লাহ্ পাক যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, অন্যায়ভাবে তাহাকে হত্যা করিও না এবং যে ব্যক্তি উৎপীড়িত অবস্থায় নিহত হয় তাহার উত্তরাধিকারীকে আমি ইখতিয়ার দিয়াছি। কাজেই হত্যার ব্যাপারে তাহার সীমাতিক্রম করা উচিত নহে; কারণ সে সাহায্যের যোগ্য।" (পারা ১৫শ, সুব হানাল্লাজি) ১৭শ সূরা বনী ইস্রাঈল, ৩৩ শ আয়াত)। এইখানেও কুরআন নির্দেশ বর্ণনার পর উহার কারণ বর্ণনার বিজ্ঞোচিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কুরআন বলিয়াছে, হত্যা করা মূলত অন্যায় নহে বরং হত্যার ব্যাপারে অতিরিক্ততা করা ও অত্যাচার করা অন্যায়। এই কারণেই হত্যা নিষিদ্ধ। যদি হত্যার ব্যাপারে অতিরিক্তি না হয় তাহা হইলে উহা অন্যায় নহে। যেরূপ হত্যার পরিবর্তে হত্যা, ব্যভিচারের কারণে হত্যা এবং ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা। উপরিউক্ত তিন প্রকারের হত্যায় যেহেতু অতিরিক্ততা ও অত্যাচার নাই বরং সুবিচার আছে; কাজেই উহা অন্যায় নহে। এই আয়াতও এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, হত্যা অন্যায় হওয়ার মৌলিক কারণ হইল ঃ অতিরিক্ততা ও অত্যাচার। মূলত হত্যাকার্য অন্যায় নহে। কাজেই এই ব্যাপারে বাইবেলের উদ্ধৃতি 'হত্যা করিও না' যথেষ্ট নহে। এই কারণেই কুরআনে করীম হত্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একটি হইল অন্যায় হত্যা এবং অপরটি হইল ন্যায় হত্যা। প্রথম প্রকারের হত্যা পাপ ও নিষিদ্ধ এবং

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকারের হত্যা পুণ্য ও আদিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারের হত্যায় আল্লাহ্‌র সাহায্য শামিল থাকে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হত্যা করা নিষিদ্ধ বিষয় নহে বরং অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

এই আলোচনায় স্পষ্ট হইয়া গেল যে, অন্যায় ও অত্যাচারই হত্যার অবৈধ হওয়ার মাপকাঠি।

হত্যার এই প্রকারভেদ ও উহার বৈধাবৈধের মাপকাঠির বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ইসলামে এই নির্দেশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিধান। ইহা সত্ত্বেও ইসলাম চরিত্রগত বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণ করে নাই, এই কথা বলা ইসলামের উপর অহেতুক আক্রমণ ও ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আপনি চরিত্র সম্পর্কিত বাইবেলের দশটি বিষয় হইতে তিনটি বিষয়কে মৌলিক বিধান হিসাবে পেশ করিয়াছেন বলিয়া উহার মুকাবিলায় আমিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনেরও দশটি বিষয় হইতে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বিষয়গুলি সমাজের চরিত্র সংশোধন করে। কুরআনের পনর পারায় একই জায়গায় চরিত্র সম্পর্কিত দশটি বিষয় উল্লেখ আছে। সেখানে (১) মাতাপিতার অবাধ্যতা, (২) আত্মীয়স্বজন, অনাথ ও মুসাফিরদের হক্ বিনষ্ট করা। (৩) অপব্যয় ও কৃপণতা, (৪) অহেতুকহত্যা, (৫) ব্যভিচার, (৬) অন্যায়-ভাবে অনাথের মাল অপচয়, (৭) ওয়াদা ভংগ; (৮) ওজনে কম দেওয়া, (৯) কাহারও প্রতি অসৎ ধারণা এবং (১০) অহংকারকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ـ

আপনার প্রভুর নিকট এইগুলি সবই নিন্দনীয়।"

এখন আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য হইল ঃ যদি বাইবেলের দশটি বিষয় চারিত্রিক বিধান হইতে পারে তাহা হইলে কুরআনের দশটি বিষয় কেন চারিত্রিক বিধান হইতে পারে না? কুরআনের উপর আপনার এইরূপ প্রতিবাদ সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভিত্তিহীন। উপরন্ত বাইবেল শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াই ক্ষান্ত করিয়াছে, কিন্তু কুরআন

www.pathagar.com

উহার সঙ্গে সঙ্গে কারণও বিশ্লেষণ করিয়াছে। কাজেই কুরআনের নিষেধাজ্ঞাই একমাত্র বিধান হইতে পারে। উপরন্ত কুরআনের আজ্ঞা ও আজ্ঞার কারণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও উহার অন্তর্নিহিত হিকমত সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। উহার প্রত্যেকটি আজ্ঞাই জীবন বিধান ও মৌলিক কানুন। ইহা সত্ত্বেও বাইবেলের কানুন চারিত্রিক বিধান হইবে অথচ কুরআনের কানুন চারিত্রিক বিধান হইবে না, ইহার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না।

উপরে বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে কুরআনের কানুনকে চারিত্রিক বিধান স্বীকার করাই আপনার জন্য সমীচীন ছিল। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি উপেক্ষা করিয়া আপনি কিভাবে কুরআনের চারিত্রিক বিধানকে অস্বীকার করিলেন, ইহা আমার বোধগম্য নহে। ইহাই কি সত্যনিষ্ঠা ও বিবেকের পরিচয়? উল্লেখ্য, কুরআন এই আজ্ঞাগুলিকে রাষ্ট্রীয় ও কানুনের দিক হইতেই শুধু গুরুত্ব প্রদান করে নাই বরং চারিত্রিক দিক হইতেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কুরআন কানুনের দিক হইতে যেরূপ উহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে, চরিত্রের দিক হইতেও সেরূপ উহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। কারণ কুরআন এইগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছে যে, এইগুলি আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, আল্লাহ্ মানুষের রব ও প্রেমিক। কাজেই আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কাজ মানুষ পছন্দ করিতে পারে না। এই হিসাবে শেষের কানুন অনুসারেও উল্লিখিত বিষয়সমূহ অবৈধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহাই চারিত্রিক দিক।

মোদ্দা কথা হইল ঃ কুরআন কানুন ও চরিত্র উভয় দিক হইতেই এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। পক্ষান্তরে বাইবেল কোন দিক হইতেই এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব প্রদান করে নাই। কাজেই আপনার মত বিবেকসম্পন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষ হইতে কুরআন চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণ করে নাই, ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ইহাকে আক্রোশমূলক ও বিদ্বেষমূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ বাইবেলে উল্লেখ থাকিলে একটি বিষয় চারিত্রিক কানুন হইবে অথচ কুরআনে উল্লেখ থাকিলে উহা চারিত্রিক কানুন হইবে না—ইহার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না।

www.pathagar.com

আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, কুরআন আলোচ্য বিষয়সমূহকে তত্ত্ব ও কারণসহ পেশ করিয়াছে অথচ বাইবেল সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয়-গুলি বাইবেলের চারিত্রিক বিধান হইবে অথচ কুরআনের চারিত্রিক বিধান হইবে না, ইহার কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইহার চাইতে আপনার জন্য বরং বাইবেলে অসম্পূর্ণভাবে পেশকৃত বিষয়সমূহকে চারিত্রিক মাপকাঠি অস্বীকার করা সমীচীন ছিল। কারণ বাইবেল শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে, নিষেধাজ্ঞার কারণ বা তত্ত্ব কোনটাই বর্ণনা করে নাই। উহার চারিত্রিক দিকও বিশ্লেষণ করে নাই। কাজেই বাইবেলের উল্লিখিত বিষয়সমূহ চরিত্রের মাপকাঠি হওয়াত দূরের কথা—কানূনের মাপকাঠিও হইতে পারে না। এমনকি নির্দেশ, যাহাকে আমরা কোথাও আজ্ঞা, কোথাও নিষেধাজ্ঞা বলিয়াছি, উহারও মাপকাঠি হইতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়গুলিতে কুরআনের চারিত্রিক মাপকাঠি অস্বীকার করার কোন অর্থ হইতে পারে না। কারণ কুরআন চরিত্রের পূর্ণ বিধান দান করিয়াছে এবং মানুষকে চরিত্রের মূল-নীতি ও উন্নত ও মহান চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করিয়াছে। কিন্তু আপনি উহার সম্পূর্ণ উল্টা মন্তব্য করিয়াছেন। আপনার মত ভদ্র ও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষ হইতে এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

জনৈক উর্দু কবি যথার্থই বলিয়াছেন, জুনূকা নাম খিরদ্ আওর খিরদ্ নাম জুনূঁ মু চাহে আপকা হুসনে কিরিশমাসাজকারে—"পাগলামীর নাম জ্ঞান এবং জ্ঞানের নাম পাগলামী।"

সূরায়ে বনি ইসরাঈলের শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ রুকূ পাঠ করিলে আপনি অবহিত হইতে পারিতেন যে, কুরআন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের দিকসমূহের কত সুন্দর চারিত্রিক বিধান দান করিয়াছে! ইহা হইতে ব্যাপক, সুন্দর, সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিধান আর হইতে পারে না। উপরন্তু আমি এই কথা বলিতে চাই যে, উল্লিখিত দশটি বিষয়ের মধ্যেই চরিত্র সীমাবদ্ধ নহে। বাইবেলে এই দশটি বিষয় উদ্ধৃত থাকিলেও ইহাতে কিছু আসে যায় না।

চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে কোন বিধান দান কিংবা মানুষের সামগ্রিক চরিত্র সংশোধন বাইবেলের লক্ষ্য নহে। কিন্তু কুরআনের মৌলিক

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের চরিত্র তথা মানুষের সামগ্রিক জীবন সংশোধন ; কাজেই উহা এই দশটি কথা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত করে নাই বরং চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে কুরআনের আবির্ভাবই হইয়াছে মানুষের চরিত্রকে পূর্ণতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে।

নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

"চরিত্রকে পূর্ণতা প্রদানের জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।" সুতরাং কুরআন চরিত্র ও ঈমান সম্পর্কিত সত্তুরটিরও বেশী নীতি বর্ণনা করিয়াছে। আমার বর্ণিত দশটি নীতি এইগুলিরই অন্তর্ভুক্ত। এই নীতিগুলি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। কুরআনের বড় বড় পাপসম্বলিত বিরাট বিরাট পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। ঐগুলিতে এক একটি বড় বড় পাপ বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের উদ্ধৃতিও প্রদান করা হইয়াছে। পত্রের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা না হইলে কুরআনের উদ্ধৃতিসহ আমি এই সত্তুরটি পাপের বিস্তারিত বিবরণ দান করিতাম। শুধু তাহাই নহে বরং এই সত্তুরটি পাপের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য ছোট অথচ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপের বর্ণনা করিয়া উহাদের বিষক্রিয়া হইতে বাঁচার জন্য চিকিৎসা পদ্ধতিও বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে মানব সমাজ চরিত্রের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে।

ইসলামের মূলনীতি অনুসারে হত্যা করিয়া, চুরি করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া ও ব্যভিচার করিয়া কাহারও জান-মাল ও ইজ্জত আবরু বিনষ্ট করা চারিত্রিক ও সামাজিক দিক হইতে জঘন্যতম অপরাধ। এমনকি ইসলাম একজন মানুষের সামান্যতম কষ্টও বরদাশ্‌ত করে নাই। এই জন্যই পথে কাঁটা বা এই জাতীয় কষ্টদায়ক কোন জিনিস থাকিলে ইসলাম উহা অপসারণের নির্দেশ দিয়াছে ; ইহাকে মুসলমানের ঈমানের অংগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে অনুধাবন করা যায় যে, ইসলাম চারিত্রিক দিককে কতটুকু গুরুত্ব দান করিয়াছে এবং মানুষের কষ্টের প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখিয়াছে। কারণ ইসলাম সর্ব বিষয়ে মানুষের উন্নত ধরনের চরিত্র কামনা করে।

www.pathagar.com

কোরানের আলোকে চরিত্র সম্পর্কিত এই বিষয়গুলিকে হাদীস সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে,

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ اَلْحَيَاءُ

شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ (مشكوة المصابيح)

ঈমানের সত্তরটিরও উপরে শাখা আছে। তন্মধ্যে লা-ইলাহাইল্লাহু সর্বোচ্চ স্তরের এবং রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক কোন জিনিষ সরাইয়া দেওয়া সর্বনিম্নস্তরের শাখা। লজ্জা ঈমানের সর্বৃহৎ শাখা (কারণ উহা ভিন্ন মানুষ কোন ভাল কাজ করিতে পারে না।) [মিশকাত]

এই শাখাগুলি কুরআন হইতে সংগৃহীত। প্রত্যেকটি শাখার স্বপক্ষে প্রমাণ আছে। উপরোল্লিখিত আলোচনা হইতে কুরআনে উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়, কারণ কুরআন অপরের সামান্যতম কষ্ট সহ্য ও কষ্ট বিদূরিত না করাকে চরিত্র এমনকি ঈমানের পরিপন্থী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। কাজেই বাইবেলে বর্ণিত জান, মাল, ইজ্জত, আবরু নষ্টকারী বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা উন্নত চরিত্রের মাপকাঠি হইতে পারে না। কারণ বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা উন্নত ও মহান চরিত্রের মাপকাঠি নহে অথচ আপনি এই সমস্ত বিষয়গুলিকেই বাইবেলের চরিত্রের মাপকাঠি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরং ছোট ছোট ও সাধারণ পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকাই চরিত্রের মাপাকঠি। একটু পূর্বেই এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কোন লোকের ব্যভিচার, হত্যা, চুরি, লুণ্ঠন ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহার সচ্চরিত্রের প্রমাম নহে বরং সাধারণ পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা এমনকি কল্পনা শক্তিতেও কাহারও কষ্ট প্রদানের চিন্তা না করাই তাহার সচ্চরিত্রের প্রমাণ।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত হাদীস মানুষের উন্নত চরিত্রের মাপকাঠি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। উহা হইল—মানুষকে কঠিন কষ্ট প্রদান তো দূরের কথা—সাধারণ কষ্ট প্রদান ও মানবিক উন্নত চরিত্রের ও ঈমানের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় আপনার কথায় আশ্চর্য হইতে হয়। বলা বাহুল্য বাইবেলে বর্ণিত অপরাধসমূহ শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকটই নহে বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেও উহা অপরাধ। আপনি এইগুলিকে উন্নত চরিত্রের মাপকাঠি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ এইগুলি উন্নত চরিত্রের মাপকাঠি হওয়া ত দূরের কথা, উন্নত কার্যেরও মাপকাঠি হইতে পারে না। অপরপক্ষে আপনি কুরআন ও হাদীসের সত্তুরটিরও বেশী মৌলিক চারিত্রিক বিধানকে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা আপনার বিদ্বেষ কিংবা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয়।

আপনার মতে যদি বাইবেল দশটি মোটা কথা উল্লেখ করিয়া চরিত্রের বিধানদানকারী হইতে পারে তাহা হইলে কুরআন সত্তুরটিরও বেশী তাহ্জিব সম্পর্কিত কার্যের শিক্ষাদান করিয়া কেন চরিত্রের বিধানদানকারী হইতে পারে না? ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন ও বলগাহীন কথা। উপরন্তু কুরআন এই সত্তুরটি কথা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত করে নাই। কারণ ইহা তাহার নিকট উন্নত চরিত্রের মাপকাঠি নহে, বরং উহা জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই চারিত্রিক বিধান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে।

ইবাদত, সামাজিকতা ও রাজনীতি এক কথায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই চরিত্র ও সততার একান্ত প্রয়োজন। চরিত্র ও সততা ভিন্ন ইসলামী জীবন গঠিত হইতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ইবাদত, সামাজিকতা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদি পদ্ধতি বর্ণনা করার পর উহাদের চারিত্রিক দিকও উল্লেখ করিয়াছে, যাহাতে দৈনন্দিন কাজকর্মেও আল্লাহ্র সহিত মানুষের সম্পর্ক বজায় থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাই চরিত্রের চাবিকাঠি। উপরন্তু ইহাও স্পষ্ট হইয়া যায় যে, শুধু রেওয়াজী ও সামাজিক চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্র সহিত মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না বরং সেখানেও প্রকৃত চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ উপাসনাকারী ও উপাস্যের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ও ভালবাসা ইহার উপরই নির্ভরশীল। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই উপাস্যের পক্ষ হইতে উপাসনাকারীর উপর করুণা বর্ষে।

www.pathagar.com

সুতরাং কুরআনের প্রত্যেকটি আইগত নির্দেশের পরে আল্লাহ্‌র ভয়, পরকালের ভয় মৃত্যু ও আল্লাহ্‌র সম্মুখে জওয়াবদিহির কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে কুরআনের নির্দেশের চারিত্রিক মূল্যায়ন করা যায়। ফলকথা হইল ঃ কুরআন আদ্যোপান্তই চরিত্রগত নসীহতে ভরপুর। ইহা সত্ত্বেও আপনি দাবী করিয়াছেন যে, কুরআন চরিত্রবিষয়ক কোন বিধান দান করে নাই।

এখন আমি কুরআনের চারিত্রিক বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করিতেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বাইবেলের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আপনার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রের মাপকাঠি বাইবেলের বর্ণিত বিষয়সমূহ হওয়া ত দূরের কথা কানুন ওবিধিনিষেধের মাপকাঠিও হইতে পারে না।

চরিত্রের মাপকাঠির পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি ঃ

প্রথমত, বাইবেল চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে মাত্র দশটি নির্দেশ জারি করিয়াছে। পক্ষান্তরে কুরআন আলোচ্য বিষয়ে সত্তুরটিরও বেশী নির্দেশ জারি করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি নির্দেশের সংগে সংগে কুরআন উহার তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করিয়াছে। ফলে কুরআনের সমস্ত নির্দেশই বিধান হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু প্রত্যেকটি বিধানের চারিত্রিক দিকও বিশ্লেষণ করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের প্রত্যেকটি বিধান ও নীতিতেই চরিত্রের রং আছে। ইহা সত্ত্বেও কুরআনের উন্নত দৃষ্টিতে উহা চরিত্রের মাপকাঠি নহে। চরিত্রের মাপকাঠি ইহা হইতে আরও উন্নত ও মহান। একমাত্র ইসলামই উহা নিরূপণ করিয়াছে। অন্যান্য দ্বীনসমূহ এই সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে কিংবা অসম্পূর্ণভাবে উহাকে পেশ করিয়াছে। বিষয়টির বিশ্লেষণ হইল ঃ ইসলামী কানুনের ভিত্তিতে উল্লিখিত দশটি কিংবা সত্তুরটি বিষয় চরিত্রের মাপকাঠি হইতে পারে না। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করিয়াছি যে, কাজ মূল নহে বরং চরিত্রের ফল বৃক্ষ হইতে যেভাবে ফলফুল প্রস্ফুটিত হয় চরিত্র হইতে সেভাবে কাজকর্ম বিকশিত হয়।

মূল কথা হইল ঃ চরিত্র মূল এবং কাজ তহার শাখা। বলা বাহুল্য, শাখা মূল ভালমন্দের নিদর্শন হইতে পারে বটে কিন্তু মাপকাঠি

www.pathagar.com

হইতে পারে না অর্থাৎ উহার কারণে মূল ভালমন্দ হইতে পারে না। কারণ শাখা মূল হইতে উদগত হয়, মূল শাখা হইতে উদ্গত হয় না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, মূল শাখা ভালমন্দের উৎস ও মাপকাঠি—শাখা মূল ভালমন্দের উৎস ও মাপকাঠি নহে। কাজেই বাইবেলের দশটি কথা কিংবা কুরআনের সত্তরটি কথাকে কার্য বলা হইবে। কারণ উহা অভ্যন্তরীণ চরিত্রের প্রভাবে সম্পাদিত হয়। এই কারণেই উহা চরিত্রের মাপকাঠি হইতে পারে না বরং চরিত্রই এই সমস্ত বাহ্যিক কার্যসমূহের মাপকাঠি। কারণ—উহাই মূল। এখন প্রশ্ন হইল ঃ তাহা হইলে চরিত্র ভালমন্দ হওয়ার মাপকাঠি কি? উত্তর হইল ঃ যেহেতু মূলই প্রত্যেক শাখার ভালমন্দের মাপকাঠি—কাজেই চরিত্রের মূলই উহার ভালমন্দের মাপকাঠি। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই চরিত্রের ভালমন্দ যাচাই করিতে হইবে এবং একজন মানুষকে সচ্চরিত্রবান ও অসচ্চরিত্রবান বলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, চরিত্ররূপ বৃক্ষের মূল হইতেই মানুষের সচ্চরিত্রের উৎপত্তি। মানুষের কার্য তাহার সচ্চরিত্রের মাপকাঠি নহে বরং আল্লাহ্‌র চরিত্রই তাহার সচ্চরিত্রের মাপকাঠি। মানুষের চরিত্র যেরূপ তাহার কার্যের মাপকাঠি, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র চরিত্র মানুষের চরিত্রের মাপকাঠি। আল্লাহ্‌র চরিত্রের সহিত মানুষের যে চরিত্রের সম্পর্ক আছে উহাকে ভাল ও উত্তম চরিত্র বলা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র চরিত্রের সহিত মানুষের যে চরিত্রের সম্পর্ক নাই কিংবা যে চরিত্র আল্লাহ্‌র চরিত্রের পরিপন্থী উহাকে মন্দ চরিত্র বলা হইবে। ফলকথা হইল ঃ আল্লাহ্‌র চরিত্রই মানুষের চরিত্রের মাপকাঠি, মানুষের কার্য নহে। উহা রক্তপাত হইতে বিরত থাকা কিংবা চুরি ও ব্যভিচার হইতে বিরত থাকা সম্পর্কিতই হউক না কেন। কাজেই চারিত্রিক মাপকাঠির প্রশ্ন আসিলে আল্লাহ্‌র চরিত্রকেই বুঝিতে হইবে, আমাদের কার্যকে বুঝিলে চলিবে না। এখন আমরা আল্লাহ্ চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। আল্লাহ্‌র চরিত্র হইল নিরানব্বইটি। পূর্বের চিঠিতে আমি ইহার ইংগিত প্রদান করিয়াছি। যেহেতু ইহাই আমাদের চরিত্রের ভালমন্দের মাপকাঠি এবং উহার উপরই আমাদের চরিত্রের সংশোধন নির্ভর করে, কাজেই মানুষের চরিত্রের মাপকাঠি এই নিরানব্বইটিই নিরূপিত হইল। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, এই নিরানব্বইটি মূলনীতি আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে মৌলিক এবং আমাদের ব্যাপার অমৌলিক।

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে উহার ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহ্ পাকের প্রতি প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এবং তাঁহার একান্ত করুণা বলেই উহা অর্জিত হইতে পারে। মানুষ আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাঁহার যত-টুকু নৈকট্য লাভ করিবে তাঁহার চরিত্রও ততটুকু পূর্ণত্ব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্তী হওয়ার ফলে আল্লাহ্ পাক হইতে যতটুকু দূরে সরিয়া পড়িবে সচ্চরিত্রাবলী হইতেও সে ততটুকু দূরে সরিয়া পড়িবে সারকথা হইল ঃ মৌলিক সচ্চরিত্রাবলী এই নিরানব্বইটিই। এইগুলি বাদে মানুষ সচ্চরিত্রবানও হইতে পারে না, তাহার চারিত্রিক কাঠামোও তৈরী হইতে পারে না।

আপনি চিঠিতে এই নিরানব্বইটি বিষয় কুরআন শরীফ হইতে প্রমাণ করার দাবী করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চিঠির সূচনায় আমি বলিয়াছি যে, আপনার ইহার অধিকার নাই। অবশ্য আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রমাণ পেশ করার দাবী করিতে পারেন। এই প্রসংগে আমার বক্তব্য হইল ঃ ইসলামের চারিটি প্রমাণ যথা ঃ (ক) কুরআন, (খ) সুন্নাহ্, (গ) ইজমা ও (ঘ) কিয়াস। তন্মধ্য হইতে যে কোন একটি পেশ করিলেই নির্বিবাদে আপনার উহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আপনার খাতিরে কুরআন শরীফ হইতেই আমি উহাদের প্রমাণ পেশ করিতেছি।

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাকের গুণবাচক বা চরিত্র প্রকাশক নাম নিরানব্বইটিরও বেশী উল্লেখ আছে। এমন কি প্রসিদ্ধ হাদীস মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম নবভী এইগুলি বাদেও আল্লাহ্ পাকের নাম এক হাজার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্র প্রকাশক নাম এই নিরানব্বইটিই। প্রখ্যাত হাদীস পুস্তক তিরমিযী শরীফে আল্লাহ্পাকের এই নিরানব্বইটি নামেরই উল্লেখ আছে। কুরআন শরীফ হইতেই এইগুলি সংগৃহীত।

আপনাকে এই ব্যাপারে প্রথমতঃ তিরমিযী শরীফ দেখিতে এবং দ্বিতীয়তঃ কুরআন শরীফ দেখিতে আহ্বান জানাইতেছি। তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করিতেছেন ঃ

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا

www.pathagar.com

دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (১) اَلرَّحْمٰنُ

(২) اَلرَّحِيْمُ (৩) اَلْمَلِكُ (৪) اَلْقُدُّوْسُ (৫) اَلسَّلَامُ

(৬) اَلْمُؤْمِنُ (৭) اَلْمُهَيْمِنُ (৮) اَلْعَزِيْزُ (৯) اَلْجَبَّارُ

(১০) اَلْمُتَكَبِّرُ (১১) اَلْخَالِقُ (১২) اَلْبَارِئُ (১৩) اَلْمُصَوِّرُ

(১৪) اَلْغَفَّارُ (১৫) اَلْقَهَّارُ (১৬) اَلْوَهَّابُ (১৭) اَلرَّزَّاقُ

(১৮) اَلْفَتَّاحُ (১৯) اَلْعَلِيْمُ (২০) اَلْقَابِضُ (২১) اَلْبَاسِطُ

(২২) اَلْخَافِضُ (২৩) اَلرَّافِعُ (২৪) اَلْمُعِزُّ (২৫) اَلْمُذِلُّ

(২৬) اَلسَّمِيْعُ (২৭) اَلْبَصِيْرُ (২৮) اَلْحَكِيْمُ (২৯) اَلْعَدْلُ

(৩০) اَللَّطِيْفُ (৩১) اَلْخَبِيْرُ (৩২) اَلْحَكِيْمُ (৩৩) اَلْعَظِيْمُ

(৩৪) اَلْغَفُوْرُ (৩৫) اَلشَّكُوْرُ (৩৬) اَلْعَلِىُّ (৩৭) اَلْكَبِيْرُ

(৩৮) اَلْحَفِيْظُ (৩৯) اَلْمُقِيْتُ (৪০) اَلْحَسِيْبُ (৪১) اَلْجَلِيْلُ

(৪২) اَلْكَرِيْمُ (৪৩) اَلرَّقِيْبُ (৪৪) اَلْمُجِيْبُ (৪৫) اَلْوَاسِعُ

(৪৬) اَلْحَكِيْمُ (৪৭) اَلْوَدُوْدُ (৪৮) اَلْمَجِيْدُ (৪৯) اَلْبَاعِثُ

www.pathagar.com

(৫০) اَلشَّهِيْدُ (৫১) اَلْحَقُّ (৫২) اَلْوَكِيْلُ (৫৩) اَلْقَوِيُّ

(৫৪) اَلْمَتِيْنُ (৫৫) اَلْوَلِيُّ (৫৬) اَلْحَمِيْدُ (৫৭) اَلْمُحْصِيُ

(৫৮) اَلْمُبْدِئُ (৫৯) اَلْمُعِيْدُ (৬০) اَلْمُحْيِ (৬১) اَلْمُمِيْتُ

(৬২) اَلْحَيُّ (৬৩) اَلْقَيُّوْمُ (৬৪) اَلْوَاجِدُ (৬৫) اَلْمَاجِدُ

(৬৬) اَلْوَاحِدُ (৬৭) اَلْاَحَدُ (৬৮) اَلصَّمَدُ (৬৯) اَلْقَادِرُ

(৭০) اَلْمُقْتَدِرُ (৭১) اَلْمُقَدِّمُ (৭২) اَلْمُؤَخِّرُ (৭৩) اَلْاَوَّلُ

(৭৪) اَلْاٰخِرُ (৭৫) اَلظَّاهِرُ (৭৬) اَلْبَاطِنُ (৭৭) اَلْوَالِيُ

(৭৮) اَلْمُتَعَالِي (৭৯) اَلْبَرُّ (৮০) اَلتَّوَّابُ (৮১) اَلْمُنْتَقِمُ

(৮২) اَلْعَفُوُّ (৮৩) اَلرَّؤُفُ (৮৪) مَالِكُ اَلْمُلْكِ

(৮৫) ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (৮৬) اَلْمُقْسِطُ (৮৭) اَلْجَامِعُ

(৮৮) اَلْغَنِيُّ (৮৯) اَلْمُغْنِيُ (৯০) اَلْمَانِعُ (৯১) اَلضَّارُ

(৯২) اَلنَّافِعُ (৯৩) اَلنُّوْرُ (৯৪) اَلْهَادِيُ (৯৫) اَلْبَدِيْعُ

www.pathagar.com

(৯৬) اَلْبَاقِىْ (৯৭) اَلْوَارِثُ (৯৮) اَلرَّشِيْدُ (৯৯) اَلصَّبُوْرُ *

"আল্লাহ পাকের নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এইগুলি স্মরণ রাখিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যথা ঃ ১। আর্‌রাহ্‌মানু (করুণাময়) ২। আর্‌রাহীমু (কৃপানিধান) ৩। আল্‌মালিকু (প্রভুত্ব বিচারক) ৪। আল্‌কুদ্দুসু (অতি পূত ও পবিত্র) ৫। আস্‌সালামু (শান্তিদাতা) ৬। আল্‌মুমিনু (অভয়দাতা) ৭। আল্‌মুহাইমিনু (আশ্রয়দাতা) ৮। আল্‌আযীযু (মহাক্ষমতাশালী) ৯। আল্‌জাব্বারু (মহাপরাক্রমশালী) ১০। আল্‌মুতাকাব্বিরু (মহত্ত্বের অধিকারী) ১১। আল্‌খালিকু (স্রষ্টা) ১২। আল্‌বারিয়ু (উদ্ভাবক) ১৩। আল্‌মুছাভিরু (আকৃতি প্রদানকারী) ১৪। আল্‌গাফ্‌ফারু (অত্যন্ত ক্ষমাকারী) ১৫। আল্‌কাহ্‌হারু (অত্যন্ত ক্ষমতাশালী) ১৬। আল্‌ওয়াহ্‌হাবু (অত্যন্ত দানশীল) ১৭। আর্‌রায্‌যাকু (অত্যন্ত রিযিকদাতা) ১৮। আল্‌ফাত্তাহু (মীমাংসাকারী) ১৯। আল্‌আলিমু (মহাজ্ঞানী) ২০। আল্‌কাবিযু (সংকীর্ণকারী) ২১। আল্‌বাছিতু (প্রশস্তকারী) ২২। আল্‌খাফিযু (রোধকারী) ২৩। আর্‌রাফিয়ু। (উন্নতিদাতা) ২৪। আল্‌মুয়িয্‌যু (সম্মানদাতা) ২৫। আল্‌মুযিল্লু (অপমানদাতা) ২৬। আস্‌সামিসু (সর্বশ্রোতা) ২৭। আল্‌বাসিরু (সর্বদ্রষ্টা) ২৮। আল্‌হাকামু (মীমাংসাকারী) ২৯। আল্‌আদলু (ন্যায়বিচারক) ৩০। আল্‌লাতীফু (সূক্ষ্মদর্শী) ৩১। আল্‌খাবিরু (সর্বজ্ঞ) ৩২। আল্‌হালীমু (অতি সহনশীল) ৩৩। আল্‌আযীমু (মহাসম্মানীয়) ৩৪। আল্‌গাফুরু (মহাক্ষমাশীল) ৩৫। আশ্‌শাকূরু (অত্যন্ত কৃতজ্ঞ) ৩৬। আল্‌আলীয়্যু (মহামহিম) ৩৭। আল্‌কাবীরু (সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৮। আল্‌হাফীযু (সংরক্ষণকারী) ৩৯। আল্‌মুকীতু (ক্ষমতাশালী) ৪০। আল্‌হাসীবু (হিসাব পরীক্ষক) ৪১। আলজালীলু (মহিমান্বিত) ৪২। আল্‌কারীমু (দয়াবান) ৪৩। আর্‌রাকীবু (সংরক্ষক) ৪৪। আল্‌মুজীবু (সাড়াদানকারী) ৪৫। আল্‌ওয়াসিয়ু (বিস্তৃতিদাতা) ৪৬। আল্‌হাকীমু (নিপুণকুশলী) ৪৭। আল্‌ওয়াদূদু (অত্যন্ত মমতাশীল) ৪৮। আল্‌মাজিদু (গৌরবান্বিত) ৪৯। আল্‌বায়িসু (পুনরুত্থানকারী) ৫০। আশ্‌শাহীদু সর্বদ্রষ্টা ৫১। আল্‌হাককু (মহাসত্য) ৫২। আল্‌ওয়াকীলু

www.pathagar.com

(যিম্মাদার) ৫৩। আল্‌কাভিয়্যু (শক্তিধর) ৫৪। আল্‌মাতীনু (সুদৃঢ়) ৫৫। আল্‌ওয়ালিইয়্যু (অভিভাবক) ৫৬। আল্‌হামিদু (উচ্চ প্রশংসিত) ৫৭। আল্‌মুহ্‌সিয়্যু (হিসাবরক্ষক) ৫৮। আল্‌মুবদিয়্যু (সূচনাকারী) ৫৯। আল্‌মুয়ীদু (পুনরুত্থানকারী)। ৬০। আল্‌মুহ্‌য়ি (জীবনদাতা) ৬১। আল্‌মুমীতু (মৃত্যুদানকারী) ৬২। আল্‌হাইয়্যু (চিরঞ্জীব) ৬৩। আল্‌কাইয়্যূমু (চিরস্থায়ী) ৬৪। আল্‌ওয়াজিদু (উদ্ধারকারী) ৬৫। আল্‌মাজীদু (গৌরবান্বিত) ৬৬। আল্‌ওয়াহিদু (অদ্বিতীয়) ৬৭। আল্‌আহাদু (একক) ৬৮। আসসামাদু (অভাবহীন) ৬৯। আল্‌কাদিরু (ক্ষমতাশীল) ৭০। আল্‌মুক্‌তাদিরু (ক্ষমতাবান) ৭১। আল্‌মুকাদ্দিসু (অগ্রসরকারী) ৭২। আল্‌মুয়াখ্‌খিরু (পশ্চাৎকারী) ৭৩। আল্‌আউয়ালু (আদি) ৭৪। আল্‌আখিরু (অনন্ত) ৭৫। আযযাহিরু (প্রকাশ্য) ৭৬। আল্‌বাতিনু (অপ্রকাশ্য) ৭৭। আল্‌ওয়ালিয়্যু (অভিভাবক) ৭৮। আল্‌মুতায়ালী (সর্বপ্রধান) ৭৯। আল্‌বার্‌রু (সদ্ব্যবহারকারী) ৮০। আত্‌তাওয়াবু (তওবা কবুলকারী) ৮১। আল্‌মুন্‌তাকিমু (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) ৮২। আল্‌আফুভভু (ক্ষমার আধার) ৮৩। আর্‌রাউফু (অত্যন্ত মেহেরবান) ৮৪। মালিকুল-মুলকি (রাজ্যাধিপতি) ৮৫। জুলজালালি ওয়াল ইক্‌রাম (মহা-প্রতাপশালী ও মহাসম্মানী) ৮৬। আল্‌মুকসিতু (সুবিচারক) ৮৭। আল্‌জামিয়্যু (একত্রকারী) ৮৮। আল্‌গানিউ (বেপরোয়া) ৮৯। আল্‌মুগনি (সম্পদপ্রদানকারী) ৯০। আল্‌মানিয়্যু (বাধা দান-কারী) ৯১। আধ্যারু (বিপদদাতা) ৯২। আল্‌নাফিয়্যু (সুফল-দাতা) ৯৩। আল্‌নূরু (আলো) ৯৪। আলহাদী (সৎপথ প্রদর্শক) ৯৫। আল্‌বাদীয়্যু (স্রষ্টা) ৯৬। আল্‌বাকী (সদাবিরাজমান) ৯৭। আল্‌ওয়ারিসু (স্বত্বাধিকারী) ৯৮। আররাশীদু (পথ প্রদর্শক) ৯৯। আচ্ছাবূরু (অত্যন্ত ধৈর্যশীল)।

এই ক্রম অনুসারে কুরআনে হাকীম ও আল্লাহ্‌র চরিত্র বিশ্লেষক এই নিরানব্বইটি নামেই উল্লেখ আছে। নবী করীম কুরআনে হাকীম হইতেই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আপনি আমাকে কুরআন শরীফ হইতে চরিত্রের বিধান সম্পর্কিত কয়েকটি নজির পেশ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি গোটা বিধানই

পেশ করিতেছি। আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র চরিত্র ও গুণ সম্পর্কিত কতক নামকে নামের আকারেই পেশ করিয়াছে। হাদীসে এই নাম-গুলি এইভাবেই উল্লেখ আছে, কতক নামকে ক্রিয়ার আকারে পেশ করিয়াছে, হাদীসে উহা নামের আকারে উল্লেখ আছে। একার্থবোধক হওয়ার কারণে অবশিষ্ট কতক নাম মূলাকারে পেশ করিয়াছে। হাদীসে ঐগুলিও নামের আকারে উল্লেখ আছে। কুরআন কোথায় ও কোন নামের পরিপন্থী নাম বাদ দিয়া প্রকৃত নাম চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। হাদীসে অবিকল উহাই উল্লেখ আছে। কুরআন কোথায়ও একার্থবোধক হওয়ার কারণে দুই নামের স্থলে এক নাম উল্লেখ করিয়াছে। হাদীসেও এক নামই উল্লেখ আছে।

নামের আকারে যে সমস্ত নাম কুরআনে উল্লেখ নাই উহাদের সংখ্যা ত্রিশটি। অবশিষ্ট উনসত্তুরটি নাম নামের আকারেই উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, হাদীসেও উহা এইভাবেই উল্লেখ আছে।

ফলকথা হইল ঃ এই ত্রিশটি নামও হাদীসে নামের আকারেই উল্লেখ আছে। উপরে আমি এই সম্পর্কেও আলোকপাত করিলাম যাহাতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই নামগুলি কুরআন হইতে কিভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

এখন তিরমিযী শরীফে সন্নিবেশিত আল্লাহ্‌র এই নিরানব্বইটি চরিত্র কিংবা অপর কথায় আল্লাহ্‌র এই নিরানব্বইটি নাম আপনি কুরআন শরীফে দেখুন। এই নামগুলি বারবার উল্লিখিত নাম বাদ দিয়া সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সূরারও উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে। উপরন্তু আয়াতসহ এই নামগুলির অর্থও বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসংগে প্রথমত কুরআনের বর্ণনাভংগীর প্রতি লক্ষ্য করুন। কুরআন প্রথমত এই নামগুলির পদবী দান করিয়া বলিয়াছে যে, এইগুলি আসমায়ে হসনা। অতঃপর উহাদের মর্যাদার তারতম্য বিশ্লেষণ করিয়া কতক গুণবাচক নামকে মৌলিক নামের সমমর্যাদা দান করিয়াছে। অতঃপর এই গুণবাচক নামগুলিকে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করিয়াছে। প্রথমত কুরআনের ঐ আয়াতগুলি দেখুন, যে সমস্ত আয়াতে চরিত্র ও গুণবাচক এই নামগুলিকে আস্‌মায়ে হস্‌না বলা হইয়াছে এবং উহা হইতে লাভ গ্রহণের পদ্ধতিও বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন বর্ণনা করিয়াছে ঃ

www.pathagar.com

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ
يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
(الانعام)

আল্লাহ্‌র ভাল ভাল নাম আছে। সেই নামগুলির মাধ্যমেই তাঁহাকে ডাক এবং যাহারা তাঁহার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করে (অর্থাৎ মূর্খতার কারণে যাহারা তাঁহার নাম বাদ দিয়া নিজেদের মনগড়ামত অসম্মানসূচক নামে তাঁহাকে ডাকে) তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। তাহাদের কার্যের প্রতিফল তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে (সূরায়ে আনআম)। আল কুরআন এক স্থানে 'আস্‌মায়ে হস্‌না' শব্দটি উল্লেখ করিয়া উহার সঙ্গে তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত কতগুলি গুণবাচক নামও উল্লেখ করিয়াছে, যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, হাদীসে বর্ণিত গুণবাচক নামগুলিও আস্‌মায়ে হস্‌নার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল-কুরআন এক জায়গায় 'আস্‌মায়ে হস্‌না' শব্দটি উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাকের মৌলিক নামের সমমর্যাদাসম্পন্ন সবচাইতে বড় গুণবাচক নামটি উল্লেখ করিয়াছে যাহাতে অন্যান্য গুণবাচক নামগুলির তুলনায় এই নামটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কারণ তাঁহার এই গুণটি সবচাইতে প্রবল। আল-কুরআন বলিতেছে ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ
الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى * (بنى اسرائيل)

"হে নবি। আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ্ কিংবা রাহ্‌মান যে কোন নামেই তোমরা তাঁহাকে ডাকিতে পার। তাঁহার সমস্ত নামই ভাল।"

আল-কুরআন আস্‌মায়ে হস্‌নার শিরোনামায় সূরায়ে হাশরের শেষ রুকূতে একাধিক গুণবাচক নাম উল্লেখ করার পর উহাদিগকে 'আস্‌মায়ে হস্‌না' নামে আখ্যায়িত করিয়াছে যাহাতে স্পষ্ট হইয়া

www.pathagar.com

যায় যে, 'আস্‌মায়ে হুস্‌না' বলিতে তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত নিরানব্বইটি গুণবাচক নামকেই বোঝায়। উপরন্তু ইহাও স্পষ্ট হইয়া যায় যে, হাদীসে উল্লিখিত নিরানব্বইটি নামই কুরআনে উল্লিখিত আস্‌মায়ে হুস্‌না।

ফলকথা হইল ঃ আল-কুরআন স্বীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র এই চরিত্র ও চরিত্রজ্ঞাপক নামগুলিকে নিম্নোক্তভাবে পেশ করিয়াছে। তিরমিজী শরীফের ক্রমানুসারে আমরা কুরআন শরীফ হইতে এখন এইগুলি উল্লেখ করিতেছি।

সূরায়ে হাশরে উল্লেখ আছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی

"তিনিই একমাত্র আল্লাহ্‌ যিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই। অদৃশ্য ও দৃশ্য তিনি সব কিছুই জানেন। তিনি করুণাময়, কৃপানিধান। তিনিই একমাত্র আল্লাহ্‌ যিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই। তিনি প্রভু ও বিচারক, অতিপূতঃ ও পবিত্র, মহান শান্তিদাতা, অভয়দাতা, আশ্রয়দাতা, মহা-ক্ষমতাশালী, মহাপরাক্রমশালী, মহত্ত্বের অধিকারী। তাহাদের শির্‌ক হইতে আল্লাহ্‌ পাকও পবিত্র। তিনি আল্লাহ্‌ই স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতি প্রদানকারী, ভাল নাম একমাত্র তাঁহারই।" আয়াতে যথাক্রমে (১) আর্‌রাহ্‌মানু (করুণাময়) (২) আর্‌রাহীমু (কৃপানিধান) (৩)

www.pathagar.com

আল্ মালিকু (প্রভু ও বিচারক) (৪) আল্ কুদ্দুসু (অতিপূতঃ ও পবিত্র), (৫) আসসালামু (শান্তিদাতা) (৬) আল্ মুমিনু (অভয়-দাতা), (৭) আল্ মুহাইমিনু (আশ্রয়দাতা), (৮) আল্ আযীযু (মহান ক্ষমাশালী), (৯) আল্ জাব্বারু (মহাপরাক্রমশালী), (১০) আল্ মুতাকাব্বিরু (মহত্ত্বের অধিকারী), (১১) আল্ খালিকু (স্রষ্টা) (১২), আল্ বারিয়ু (মুক্তিদাতা) ও (১৩) আল্ মুসাভভিরু (আকৃতি প্রদানকারী) তাঁহার নামগুলি উল্লেখ আছে।

সূরায়ে যুমারের (১৪) أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ তোমরা কি শুন নাই? তিনি মহাক্ষমতাশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাকারী।" আয়াতে (১৪) আল্ গাফ্ফারু (অত্যন্ত ক্ষমাকারী) নামটি উল্লেখ আছে।

সূরায়ে যুমারের (১৫) هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ তিনি আল্লাহ্ অদ্বিতীয়, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী" আয়াতে (১৫) আল্ কাহ্হারু (বড় শাস্তিদাতা) নামটি উল্লেখ আছে।

সূরায়ে সোয়াদের (১৬) الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ "তিনি মহাপ্রভাব-শালী, অত্যন্ত দানশীল। আয়তে তাঁহার (১৬) আল্ ওয়াহ্হাবু (অত্যন্ত দানশীল) নামটি উল্লেখ আছে।

সূরায়ে জারিয়াতের (১৭) إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই অত্যন্ত রিযিকদাতা, শক্তিশালী, দৃঢ়।" আয়াতে তাঁহার (১৭) আর্‌রাযযাকু (অত্যন্ত রিযিকদাতা) নামটি উল্লেখ আছে।

সূরায়ে সাবার (১৮ ও ১৯) هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ "এবং তিনিই মহান মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী" আয়াতে তাঁহার (১৮) আল্ ফাত্তাহু

www.pathagar.com

(মহান মীমাংসাকারী)। (১৯) আল্ আলীমু (মহাজ্ঞানী) নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে বাকারার وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

এবং তিনি সংকীর্ণ করেন ও প্রশস্ত করেন এবং তাঁহার নিকটেই তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" আয়াতের 'কাবধুন' ও 'বাসতুন' ধাতু দুইটি হইতে যথাক্রমে তাঁহার (২০) আল্ কাবিধু (সংকীর্ণকারী) ও (২১) আল্ বাসিতু (সম্প্রসারণকারী) নাম দুইটির উৎপত্তি।

সূরায়ে আর্‌রাহ্‌মানের وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ এবং তিনিই সৃষ্ট জীবের জন্য যমীনকে বিছাইয়া দিয়াছেন।' আয়াতে তাঁহার (২২) আল্ খাফিধু (প্রতিরোধকারী) নামটি উল্লেখ আছে। কারণ আরব ভাষায় 'ওয়াধ্‌য়ুন' ও 'খাফধুন' শব্দ দুইটির অর্থ একই। উহার বিপরীতার্থক হইল 'রাফ্‌য়ুন' শব্দ। 'রাফয়ুন্' শব্দ হইতে তাঁহার (২৩) আর্‌রাফিয়ু (উন্নতিদাতা) নামটির উৎপত্তি। এই শব্দটি

সূরায়ে আর্‌রাহ্‌মানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا "এবং তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন।" আয়াতে উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আল্ ইম্‌রানের وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

"এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।" আয়াতের 'ইযযাতুন' ও 'যিল্লাতুন" শব্দ দুইটি হইতে যথাক্রমে তাঁহার (২৪) আল্‌মুয়িয্য (সম্মানদাতা) ও (২৫) আল্ মুযিল্ল (অবমাননাকারী) নাম দুইটির উৎপত্তি।

সূরায়ে শূরার (২৬ ও ২৭) لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ কোন জিনিসই তাঁহার মত নয় এবং তিনিই

www.pathagar.com

সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" আয়াতে তাঁহার (২৬) আস্‌সামীয়ু (সর্বশ্রোতা) ও (২৭) আল্‌বাসীরু (সর্বদ্রষ্টা) নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আন্‌য়ামের (২৮) أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا

"আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহাকে মীমাংসাকারী মানিব।" আয়াতে তাঁহার (২৮) আল্‌ হাকাম্‌ (মীমাংসাকারী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে নিসার (২৯) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

"নিসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক এক রতি পরিমাণও যুলুম করেন না।" আয়াত হইতে তাঁহার (২৯) আল-আদ্‌ল্‌ (ন্যায়বিচারক) নামটি প্রমাণিত হয়। কারণ যিনি এক রতি পরিমাণও যুল্‌ম করেন না তিনি অবশ্যই ন্যায়বিচারক।

সূরায়ে মুলকের (৩০ ও ৩১) وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "এবং তিনিই সূক্ষদর্শী ও সর্বজ্ঞ।" আয়াতে যথাক্রমে তাঁহার (৩০) আল্‌-লাতীফু (সূক্ষদর্শী) ও (৩১) আল্‌খাবীরু (সর্বজ্ঞ) নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে তাগা বুনে (৩২) وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ "এবং আল্লাহ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, সহনশীল।" আয়াতে তাঁহার (৩২) আলহালিমু (আল্লাহ্‌ গম্ভীর) নামটির বর্ণিত আছে।

সূরায়ে বাকারার (৩৩) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ "এবং তিনি অতিমহান, মহাসম্মানী।" আয়াতে তাঁহার (৩৩) 'আল্‌আযীম্‌ (মহাসম্মানী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে বুরুজের (৩৪) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ "এবং তিনিই মহাক্ষমাশীল, অত্যন্ত মমতাশীল, আরশের

www.pathagar.com

মালিক'' মহাসম্মানিত।'' আয়াতে তাঁহার (৩৪) আল্‌গায়ূরু (মহা-ক্ষমাশীল) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে তাগাবুনের (৩৫) وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ "এবং আল্লাহ্ কৃতজ্ঞতা পসন্দকারী অতি সহনশীল।'' আয়াতে তাঁহার (৩৫) আশ্-শাকুরু (কৃতজ্ঞতা পসন্দকারী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে লুকমানের (৩৬ ও ৩৭) وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ "এবং আল্লাহ্ই সর্বমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।'' আয়াতে তাঁহার (৩৬) আল্‌আলীয়ু সুমহান ও (৩৭) আল্‌কাবীরু সর্বশ্রেষ্ঠ নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে ইউসুফের (৩৮) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا "সুতরাং আল্লাহ্ সর্বোত্তম সংরক্ষক।'' আয়াতের 'হাফেয' শব্দ হইতে তাঁহার (৩৮) اَلْحَفِيْظُ 'আল্‌হাফীযু' (সংরক্ষক) নামটির উৎপত্তি।

সূরায়ে নিসার (৩৯ ও ৪০) وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا "এবং সর্ববিষয়েই আল্লাহ্র ক্ষমতা আছে এবং হিসাব করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট'' আয়াতে তাঁহার (৩৯) আল্‌মুকীতু (ক্ষমতাশালী) ও (৪০) আল্‌হাসীবু (হিসাব পরীক্ষক) নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আর্‌রাহ্‌মানের (৪১ ও ৪২) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "তোমার রবের নাম অত্যন্ত বরকতময়, তিনি মহিমান্বিত ও সম্মানিত'' আয়াতের আলজালাল ও আল্‌ইক্‌রাম শব্দদ্বয়

www.pathagar.com

হইতে যথাক্রমে তাঁহার (৪১) আলজালীল (মহান) ও (৪২) আল্-কারীমু (দয়াবান) নাম দুইটির উৎপত্তি।

সূরায়ে আহ্যাবের (৪৩) وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا "এবং আল্লাহ্ সব কিছুরই সংরক্ষক।" আয়াতে তাঁহার (৪৩) আর্-রাকীবু' (সংরক্ষক) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে বাকারার (৪৪) اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ "আহবানকারীর ডাকে আমি সাড়া দেই।" আয়াতের ইজাবাতুন মূল হইতে তাঁহার (৪৪) আল্মুজীবু (সাড়াদানকারী) নামের উৎপত্তি।

সূরায়ে নিসার وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا এবং আল্লাহ্ প্রশস্ততা দানকরী বিজ্ঞ।" আয়াতে তাঁহার (৪৫) আল্ওয়াসিয়ু প্রশস্ত-কারীও (৪৬) আল্হাকিমু (বিজ্ঞ) নামদ্বয়ের উল্লেখ আছে।

সূরায়ে বুরূজের (৪৭) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ "এবং তিনিই অতি ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মমতাশীল।" আয়াতে তাঁহার (৪৭) অল্-ওয়াদুদু (অত্যন্ত ক্ষমতাশীল) নামটির বর্ণিত আছে।

সূরায়ে হূদের (৪৮) اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ একমাত্র তিনিই উচ্চ প্রশংসিত ও সম্মানী।" আয়াতে তাঁহার (৪৮) আল্মাজীদু নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে হজ্বের (৪৯) وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ "এবং আল্লাহ্ কবরবাসীদিগকে জীবিত করিবেন।" আয়াতের 'বায়সুন্ ধাতু হইতে তাঁহার (৪৯) আল্বায়িসু (পুনরুত্থানকারী) নামটির উৎপত্তি।

সূরায়ে সাবায় (৫০) وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ "এবং তিনি

www.pathagar.com

সবকিছুই জানেন।" আয়াতটিতে তাঁহার (৫০) আশ্‌শাহীদু (সর্বদর্শন-কারী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে লুকমানের (৫১) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ ইহার কারণ হইল ঃ একমাত্র আল্লাহ্‌ই সত্য।" আয়াতটিতে তাঁহার (৫১) আলহক্ব (হক্ব) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে যুমারে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ এবং তিনিই সবকিছুর যিম্মাদার।" আয়াতটিতে তাঁহার (৫২) আল্‌ওয়া কীলু (যিম্মাদার নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে শূরায় (৫৩) وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ "এবং তিনিই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।" আয়াতটিতে তাঁহার (৫৩) 'আলকাভিইয়ু' (শক্তিশালী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে জারিয়াতের (৫৪) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ই রিযিকদাতা, শক্তিশালী, দৃঢ়।" আয়াতটিতে তাঁহার (৫৪) আল্‌মাতীনু (দৃঢ়) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে শুরার (৫৫ ও ৫৬) وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ "এবং তিনিই, অভিভাবক, উচ্চ প্রশংসিত।" আয়াতটিতে তাঁহার (৫৫) আল্‌ওয়ালিইয়ু (অভিভাবক) ও (৫৬) আল্‌হামীদু (উচ্চ প্রশংসিত) নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে মুজাদিলাতের (৫৭) اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ "আল্লাহ্‌ তাহাদের আমল গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা উহা ভুলিয়া

www.pathagar.com

গিয়াছে।" আয়াতটির 'আলইহ্‌সা' মূল হইতে (৫৭) 'আল্‌মুহ্‌সিয়া" (গণনাকারী) নামটির উৎপত্তি।

সূরায়ে রূমের (৫৮ ও ৫৯) وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ "এবং তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং অতঃপর উহার পরিসমাপ্তি ঘটান।" ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ।" আয়াতের বাদউন্‌ ও ইয়াদাতুন্‌ মূল হইতে যথাক্রমে তাঁহার (৫৮) আল্‌মুব্‌দিয়ু (সূচনাকারী) ও (৫৯) আল্‌মুয়ীদু (প্রত্যাবর্তনকারী) নামদ্বয়ের উৎপত্তি।

সূরায়ে মু'মিনের (৬০ ও ৬১) هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ "তিনিই জীবন ও মৃত্যুদান করেন।" আয়াতের 'হাইয়ুন্‌ ও 'মাওতুন্‌' ধাতুদ্বয় হইতে তাঁহার (৬০) (আল্‌মুহ্‌য়ি জীবনদাতা) ও (৬১) আল্‌মুমীতু (মৃত্যুদানকারী) নাম দুইটির উৎপত্তি।

সূরায়ে বাকারার (৬২ ও ৬৩) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ "আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরজীব ও প্রতিষ্ঠাকারী।" আয়াতে তাঁহার (৬২) আল্‌হাইয়ু ও (৬৩) আল্‌-কাইয়ুমু নামদ্বয়ের উল্লেখ আছে।

সূরায়ে দোহার (৬৪) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى "এবং তিনি আপনাকে অনবহিত পাইয়া অবহিত করেন।" আয়াতের 'ওয়াজদুন্‌'ব ধাতু হইতে তাঁহার (৬৪) আল্‌ওয়াজিদু নামের উৎপত্তি।

সূরায়ে হূদের (৬৫) اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ "নিঃসন্দেহে তিনিই সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য এবং অত্যন্ত গৌরবান্বিত" এ আয়াতের তাঁহার (৬৫) আল্‌মজীদু (গৌরবান্বিত) নামের উৎপত্তি।

www.pathagar.com

সূরায়ে আল্‌গাফিরের (৬৬) لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "রাজত্ব একমাত্র ক্ষমতাশালীআল্লাহ্‌র" আয়াতে (৬৬) 'আল্ ওয়াহেদু' (অদ্বিতীয়) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে ইখ্‌লাছের (৬৭ ও ৬৮) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ "আপনি বলুন, আল্লাহ্ একক, আল্লাহ্ অভাবহীন" আয়াতে তাঁহার (৬৭) আল্ আহাদু ও (৬৮) আস্‌সামাদু (অভাবহীন) নাম দুইটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আন্‌য়ামের (৬৯) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا "আপনি বলুন, তিনি তোমাদের উপর আযাব পাঠাইতে সক্ষম" আয়াতে তাঁহার (৬৯) আলকাদির' (ক্ষমতাশীল) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে কামারের (৭০) عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ "ব্যাপক ক্ষমতা শালী বাদ্‌শাহ্‌র নিকট" আয়াতে তাঁহার আল্‌মুক্‌তাদির (ব্যাপক ক্ষমতাশালী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আল্‌হাদীসের (৭১—৭৪) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ "তিনিই আদি এবং তিনিই অনন্ত এবং তিনিই প্রকাশকারী এবং তিনিই গোপনকারী। আয়াতে যথাক্রমে তাঁহার (৭১) আলআউয়ালু, আদি (৭২) আল্‌আখিরু (অনন্ত) (৭৩) আযযাহিরু (প্রকাশকারী) ও (৭৪) আল্‌বাতিনু (গোপনকারী) নাম চারটির উল্লেখ আছে।

আল্‌আউয়ালু ও আল আখিরু নামদ্বয়ে (৭৫) আল্‌মুকাদ্দিমু (অগ্রসরকারী) ও (৭৬) আল্‌মুয়াখ্‌খিরু (পশ্চাৎকারী) নামদ্বয় উহ্য আছে। কারণ ইহা একটি স্বাভাবিক কথা যে, যিনি আউয়াল ও আখির হইবেন তিনিই মুকাদিম ও মুয়াখ্‌খির হইবেন।

www.pathagar.com

সূরায়ে রা'দের (৭৭) وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ "এবং তিনি ভিন্ন তাহাদের কোন অভিভাবক নাই" আয়াতে তাঁহার 'আল্-ওয়ালিয়্যু' (অভিভাবক) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে রাদের অপর জায়গায় (৭৮) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ "তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনি মহান, উন্নত।" আয়াতে তাঁহার (৭৮) 'আল্ মুতায়া'লী' (মহান ও পবিত্র) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে তূরের (৭৯) اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ "নিঃসন্দেহে তিনি'ই সদ্ব্যবহারকারী, দয়াল্" আয়াতে তাঁহার (৭৯) 'আল্ বার্রু' (সদ্ব্যবহারকারী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে নূরের (৮০) اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক তওবা কবুলকারী, বিজ্ঞ" আয়াতে তাঁহার (৮০) আত্-তাউয়াবু (অত্যন্ত তওবা কবুলকারী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আল্-ইম্রানের (৮১) وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ "এবং আল্লাহ্ ক্ষমতাশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী" আয়াতে তাঁহার (৮১) আল্-মুন তাকিমু (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে হজ্জের (৮২) وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ "এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক ক্ষমার আধার ও ক্ষমাশীল" আয়াতে তাঁহার (৮২) 'আল্-লাফুভ্ভু' (ক্ষমার আঁধার) নামটির উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

সূরায়ে বাকারায় (৮৩) إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ও মহাদয়াশীল" আয়াতে তাঁহার (৮৩) 'আর্‌রাউফু' (অত্যন্ত মেহেরবান) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আল্-ইমরানের (৮৪) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ

"আপনি বলুন, হে আল্লাহ্, রাজ্যাধিপতি" আয়াতে তাঁহার (৮৪) 'মালিকুল্ মুলকি' (রাজ্যাধিপতি) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আর্‌রাহ্‌মানের (৮৫) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "এবং প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী আপনার রবই বিদ্যমান থাকিবেন" আয়াতে তাঁহার (৮৫) 'জুলজালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম' (মহাপ্রতাপশালী ও মহাসম্মানী) নামটির উল্লেখ আছে।

সূরায়ে আম্বিয়ার وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا "এবং আমি কিয়ামতের দিন সুবিচারের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করিব। অতঃপর কাহাকেও কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না" আয়াতটির 'কিসতুন' ধাতু হইতে তাঁহার (৮৬) 'আল্ মুক্‌সিতু' (সুবিচারক) নামটির উৎপত্তি।

সূরায়ে আল্-ইম্‌রানের (৮৭) إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ "নিঃসন্দেহে একটি নিশ্চিত দিনে আল্লাহ্ পাক মানুষকে একত্রিত করিবেন" আয়াতে তাঁহার (৮৭) 'আল্ জামিয়ু' (একত্রকারী) নামটির উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

সূরায়ে ফাতিরের (৮৮) وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ "এবং তিনিই অভাবমুক্ত ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী" আয়াতে তাঁহার (৮৮) 'আল্ গানিয়্যু' (অভাবমুক্ত) নামটি উল্লিখিত আছে।

সূরায়ে তওবার وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ "এবং তোমরা অভাব-অনটনের ভয় করিলে ইচ্ছা করিলে অতি সত্বর স্বীয় করুণাবলে তিনি তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিতে পারেন" আয়াতের 'গানিইয়ুন' ধাতু হইতে তাঁহার (৮৯) 'আল্ মুগ্নীয়ু' (সম্পদ প্রদানকারী) নামটির উৎপত্তি।

সূরায়ে ফাতিরের وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ "এবং তিনি স্বীয় করুণা বন্ধ করিয়া দিলে কাহারও উহা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই" আয়াত হইতে তাঁহার (৯০) 'আল্ মানিয়ু' (বাধাদান-কারী) নামের উৎপত্তি। কারন 'ইম্সাকুন' ও 'মান্য়ুন' শব্দ দুইটি একার্থবোধক।

সূরায়ে ইব্রাহিমের قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ "(হযরত ইবরাহিম) বলিলেন, "তোমরা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়া ঐ সমস্ত জিনিসের ইবাদত করিবে যাহারা তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকার বা ক্ষতি সাধন করিতে পারে না?" আয়াতের 'নাফ্য়ুন ও 'ধার্রুন' শব্দদ্বয় হইতে যথাক্রমে তাঁহার (৯১) 'আধ্যারু' (অপকারকারী) ও (৯২) 'আন্নাফেয়ু' (উপকার-কারী) নাম দুইটির উৎপত্তি।

সূরায়ে নূরের (৯৩) اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "আল্লাহ্

www.pathagar.com

আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি" আয়াত তাঁহার (৯৩) 'আন্ নূর' (জ্যোতি) নামের প্রমাণ বহন করে।

সূরায়ে হজ্জ-এর (৯৪) وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মুমিনদিগকে সরল পথে চালিত করেন" আয়াতে তাঁহার (৯৪) 'আল্হাদী' সৎপথ প্রদর্শক নামের পরিচয় বহন করে।

সূরায়ে আনয়ামের (৯৫) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ "তিনি আস্মান ও যমিনের স্রষ্টা" আয়াতে তাঁহার (৯৫) 'আলবাদীয়্' (স্রষ্টা) নামের পরিচায়ক।

সূরায়ে রাহ্মানের (৯৬) وَ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ "এবং তোমার রব সদাবিদ্যমান থাকিবেন" আয়াতের 'বাক্য়ুন' ধাতু হইতে তাঁহার (৯৬) 'আলবাকী (সদা বিরাজমান) নামের উৎপত্তি।

সূরায়ে কাসাসের (৯৭) وَ كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ "এবং অবশেষে আমিই সবকিছুর উত্তরাধিকারী" আয়াতে তাঁহার (৯৭) 'আল্-ওয়ারিসু' নামের প্রমাণ বহন করে।

সূরায়ে কাহাফের وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا "এবং আমাদের কাজে মংগলের পথ প্রদর্শন করুন" আয়াতের 'রুশদুন' শব্দ হইতে তাঁহার (৯৮) 'আর্রাশীদু' (পথপ্রদর্শক) নামের উৎপত্তি। কারণ যিনি মংগলের পথ প্রদর্শন করিবেন তিনি অবশ্যই সৎপথ প্রদর্শক হইবেন। অন্যথায় তাঁহার পক্ষে মংগলের পথ প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইবে না।

www.pathagar.com

সূরায়ে তাগাবুনের (৯৯) وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ "এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত মার্জনাকারী ও সহনশীল" আয়াতে 'হালীমুন' শব্দ হইতে তাঁহার (৯৯) 'আস্সাবুর' (অত্যন্ত ধৈর্যশীল) নামের উৎপত্তি।

এই নিরানব্বইটি নামই আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী প্রকাশক। হাদীসে উহাদিগকে আল্লাহ্র নাম ও কুরআনে উহাদিগকে 'আস্মায়ে হস্না' বলা হইয়াছে। এই পবিত্র চরিত্রগুলি অর্জনের জন্যই নবী করীম (সঃ) উম্মতকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ "আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হও"। বলা বাহুল্য, একমাত্র এই গুণগুলিকে পূর্ণত্ব প্রদানের জন্যই নবী করীম (সঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন। যথা নবী করীম (সঃ) ফরমাইতেছেন ঃ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ পূর্ণত্ব প্রদানের জন্যই চারিত্রিক গুণাবলীকে আমি প্রেরিত হইয়াছি।" এই গুণসমূহ অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্র খিলাফতের আসনে সমাসীন হইতে পারে এবং সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। কারণ কাহারও মধ্যে প্রভুর গুণাবলীর সমন্বয় সাধিত হইলেই সে একমাত্র উপযুক্ত প্রতিনিধি হইতে পারে। অন্যথায় জানিয়া শুনিয়া কে কাহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে?

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকই সৎ চরিত্রের মাপকাঠি, তাঁহার চরিত্রই মহান ও পবিত্র। কাজেই আল্লাহ্র গুণাবলী যাহার মধ্যে যতটুকু পরিমাণে প্রতিফলিত হইবে সে ততটুকু পরিমাণে চরিত্রবান হইবে এবং যাহার মধ্যে তাঁহার গুণাবলী পুরাপুরিভাবে প্রতিফলিত হইবে সে পূর্ণ চরিত্রবান হইবে।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই নিরানব্বইটি নামই মানুষের সৌভাগ্য ও উন্নতিলাভের একমাত্র পথ। ইহা দ্বারাই মানুষের চারিত্রিক কাঠামো তৈরী হয়। আপনার মতেও এইগুলি চরিত্রের মাপ-কাঠি। ইহাই মানুষের কর্মসূচী ও কর্মনীতি রচনা করে। অবশেষে

www.pathagar.com

এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই 'হত্যা করিও না', 'ব্যভিচার করিও না'', 'চুরি করিও না' ইত্যাদি শাখা বিষয়সমূহের মাপকাঠি নির্ণীত হয়।

আমার আলোচনার সার হইল ঃ যে বিষয়গুলি চরিত্রের মাপকাঠির তৃতীয় পর্যায়ের, আপনি উহাদিগকে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাইবেলের চারিত্রিক মাপকাঠি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ এইগুলি সরাসরি চরিত্রের মাপকাঠি নহে। অপরপক্ষে যে কুরআন চরিত্রের পরিপূর্ণ মাপকাঠি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দুনিয়াবাসীকে এতদ্‌সম্পর্কিত বিধান দান করিয়াছে ; চরিত্রের উৎস নির্ধারণ করিয়াছে ; চরিত্রের রূপ নিরূপণ করিয়াছে ; চরিত্রের ধারা প্রণয়ন করিয়াছে ; চরিত্রের উৎস হইতে চরিত্র গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছে এবং এই পদ্ধতিসমূহের উপর চলার পন্থাও বর্ণনা করিয়াছে ; দুনিয়াবাসীও উহার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে। আপনি সেই কুরআনের চারিত্রিক বিধানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া দুনিয়াবাসীকে প্রবঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন। আপনার এই প্রবঞ্চনাকে কোন্ নামে অভিহিত করিব, ইহার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। ফল কথা হইল ঃ ইসলাম দুনিয়াবাসীকে যে চারিত্রিক বিধান দান করিয়াছে দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে উহার নজীর পাওয়া যায় না। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই উহার শিক্ষা ও কার্যের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, নবী করীম (সঃ) ইসলামের এই পবিত্র শিক্ষা ও বাস্তব কার্যের নমুনা হিসাবেই দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সাহাবীদিগকে এই ছাঁচে গড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রবলেই তৎকালীন বর্বর আরববাসিগণ মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা যেখানেই গমন করিয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বমুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ব্যবসার উদ্দেশ্যে চীনে মাত্র আটজন সাহাবী গমন করিয়াছিলেন। বর্তমানে সেখানে আট কোটিরও বেশী মুসলমানের বসবাস। সাহাবিগণের এই চরিত্র মাহাত্ম্যেই রোম ও সিরিয়ায়ও ইসলাম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সাহাবিগণের ইতিহাস পর্যালোচনা

www.pathagar.com

করিলে অবহিত হওয়া যায় যে, ফিতনা-ফাসাদ উৎখাতের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা অসি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌র মাখলুককে চরিত্র শিক্ষা দেন। ইসলামের প্রত্যেক যুগেই চরিত্রের মূর্ত প্রতীক-রূপে অগণিত আলিম, ফকীহ, আল্লাহ্‌ওয়ালা, দরবেশ, সাহিত্যিক ও কবিদের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের এক একজনই এক-একটি উম্মতের সমতুল্য ছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রবলে এক-একটি বিরাট এলাকা আলোকিত হইয়া গিয়াছিল; অসংখ্য মানুষ নিজেদের জীবনের দিশা পাইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'প্রিচিং অব্ ইসলাম' প্রণেতা মিঃ আরনল্ডের বর্ণনামতে একমাত্র খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরীর হাতেই নিরানব্বই লক্ষ লোক ইসলামে দীক্ষা লাভ করে। তাঁহার শিষ্যবর্গের হাতেও অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমান তাঁহাদের চরিত্রেরই সুফল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের হাতে কোন শক্তি ছিল না।

ভারতেও (বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উহার অন্তর্ভুক্ত) অসংখ্য সূফীর ইতিহাস পাওয়া যায়, যাঁহারা খান্‌কাহ্ ও সাধনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা শুধু চরিত্রই সংশোধন করেন নাই বরং উহার তাৎপর্যও বর্ণনা করেন, তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া উহার পর্যায় ও স্তর বিশ্লেষণ করেন; উহার কারণ ও ফল বর্ণনা করেন এবং উহা অর্জনের অত্যন্ত কার্যকরী ও সরল পথ প্রদর্শন করেন। অধিকন্তু মানুষকে উহার শিক্ষাও দান করেন। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবেই ইল্‌মে তাসাউফের অধ্যাত্মবাদ জন্ম। এই ইল্‌মের চর্চাকারীদিগকে সূফী বলা হয়।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, সর্বযুগেই ইসলামের চরিত্রশিক্ষার এই ধারা চালু ছিল; কিন্তু আপনি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। বরং আপনি উহার সম্পূর্ণ উল্টা এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে ইসলামের কোন অবদান নাই এবং কুরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। বাইবেলে উল্লিখিত প্রথম স্তরের দশটি বিষয় চরিত্রের মাপকাঠি হইবে, কিন্তু কুরআনে চরিত্র সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম হইতে সংগৃহীত হাদীসের শেষ স্তরের সত্তুরটিরও বেশী বিষয় চরিত্রের মাপকাঠি হইবে না। ইহার কোন যৌক্তিকতা

www.pathagar.com

নাই। ইহা আপনার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। অপর কথায় ইহাকে ইসলামের প্রতি আপনার বিদ্বেষও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে আমি ইহাকে আপনার অজ্ঞতাই বলিব। আপনার খেদমতে ইতিপূর্বেও আমি ইহাই নিবেদন করিয়াছি। কারণ আপনি কুরআনের চরিত্র সম্পর্কিত নিরানব্বইটি নাম শুনিয়া অতীব আশ্চর্য বোধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, কমপক্ষে পাঁচ-সাতটি নাম উল্লেখ করিবেন। বলা বাহুল্য, ইহা আপনার অজ্ঞতারই প্রমাণ। পত্র পাঠে মনে হয়, কুরআন চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে কোন বিধান দান করিয়াছে ইহা জানা ত দূরের কথা, আপনার এই নিরানব্বইটি নামও জানা নাই। অন্যথায় এই নিরানব্বইটি নাম শুনিয়া আপনার এত আশ্চর্য্যবোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না। জনৈক বাইবেলবিশারদের এই সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা প্রমাণ করে যে, বাইবেল চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে কোন পরিপূর্ণ বিধান দান করে নাই বরং উহা চুরি করা, ব্যভিচার করা, হত্যা করা ইত্যাদি চরিত্র বিনষ্টকারী কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছে মাত্র। বাইবেলপন্থিগণ উহাকেই চরিত্রের মাপকাঠি মনে করিয়া বাইবেলের শ্রেষ্ঠত্ব গাহিতে শুরু করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আমি বলিয়াছি যে, উহা চরিত্রের মাপকাঠি কিংবা বিধান হইতে পারে না।

মোদ্দাকথা হইল : আপনার পত্র পাঠে মনে হয় ইসলামের চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি কোন সময় কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই বা কাহারও কাছে এই বিষয়ে কোন কিছু শোনেন নাই। কোন্ ইল্‌ম্ বলে ইসলামের চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন আমাদের উহাও জানা নাই। এই সম্পর্কে জানা না থাকিলে প্রতিবাদ না করিয়া আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কারণ কোন বিষয়ে জানা না থাকিলে প্রতিবাদের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না বরং জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কাজেই প্রতিবাদের পথ পরিহার করিয়া আপনার এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন ছিল।

ফলকথা হইল : উপরিউক্ত আলোচনায় আল্লাহ্‌র চরিত্র, তাঁহার নবীর চরিত্র ও উম্মতের দিশারিগণের চরিত্র এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চারিত্রিক বিধান ও প্রণালী আপনার সম্মুখে দিবালোকের

www.pathagar.com

ন্যায় প্রতিভাত হইয়া গেল এবং চরিত্র সম্পর্কিত নিরানব্বইটি বিধানই আপনার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গেল। আপনার অনুরোধে কুরআন হইতেই এইগুলির উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল। অতএব আমার বিশ্বাস, আপনি স্বীয় প্রতিবাদ রহিত করিবেন। এমনকি এই ব্যাপারে কুরআনের বিধান গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করিবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে তাওফীক দান করুন।

★

www.pathagar.com

দুই

দ্বিতীয় প্রতিবাদের উত্তর

আপনার দ্বিতীয় প্রতিবাদের সার হইল ঃ পালকপুত্রের স্ত্রী গ্রহণ করা মানেই ব্যভিচার করা। বলা বাহুল্য, ইহা জঘন্যতম চরিত্র বিনষ্টকারী একটি অপরাধ। আপনার কথামত ইসলাম ইহাকে বৈধ করিয়া দিয়া ব্যভিচারের একটি সমাজ মানানসই পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

আপনি ইহাকে অবৈধ প্রমাণ করার তিনটি পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যথাঃ (১) বাইবেল, (২) সামাজিক রেওয়াজ ও (৩) কুরআন।

আপনার প্রতিবাদের সার বিষয় হইল ঃ (১) ইসলাম কিভাবে পালক-পুত্রের স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমোদন দান করিল এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং কিভাবে স্বীয় পালকপুত্র যায়েদ ইব্নে হারিসার স্ত্রী যয়নব বিন্‌তে উমাইমার পাণি গ্রহণ করিলেন? অথচ বাইবেলে ইহাকে অবৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইলঃ আল্লাহ্ কিভাবে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের নির্দেশকে (অর্থাৎ বাইবেলের) বাতিল করিতে পারেন? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। (২) কুরআন আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে কুরআনপন্থী বাদে বিশ্বের সমস্ত জাতির মতেই পালকপুত্র স্বীয় পুত্রবৎ এবং তাহার পত্নী স্বীয় কন্যাবৎ হইয়া যায়। (৩) এমন কি কুরআনও পালক-পুত্রের স্ত্রীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করা সুনজরে দেখে নাই। পাঠ করুন, সূরায়ে আহযাব "আল্লাহ্-পাক স্বীয় নবীকে বলিতেছেন, "আপনি মনের মণিকোঠায় একটি বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন অথচ আল্লাহ্ পাকের উহা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। আপনি লোকভয় পাইতেছিলেন অথচ আল্লাহ্ ভয় পাওয়া অধিকতর সমীচীন।"

উপরের আয়াত পাঠে অবহিত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর এমন একটি গোপন বিষয় প্রকাশ করিতে চান, যাহা প্রকাশ

www.pathagar.com

করিতে তাঁহার নবী লজ্জিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নবীর মনে উহা পূরণ করার ইচ্ছা ছিল। অথচ লোকভয়ে তিনি উহা পূরণ করিতে হিম্মত পাইতেন না।

ইহার অর্থ হইল ঃ

কুরআন ও রসূলের একটি আপত্তিকর ও প্রতিবাদযোগ্য বিষয়ে যোগসাজশ ছিল। রসূল ইহা করিয়া বসিলেন এবং কুরআনও উহাকে অনুমোদন দান করিল। অথচ কুরআনের বিধান অনুসারেও উহা বৈধ নহে। রসূলের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দেওয়া উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলও সামাজিক রেওয়াজের ন্যায় কুরআনের দৃষ্টিতে ও পালকপুত্র-পত্নীকে বিবাহ করা কোন ভাল কাজ নহে। কিন্তু রসূলের সমমান রক্ষার্থে কুরআন উহাকে বৈধ করিয়া দেয়।

এখন আমি আপনার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিতেছি। আল্লাহ্ রসূল কিংবা দ্বীন কেহই আপনার প্রতিবাদ হইতে বাদ পড়ে নাই।

মূল কথা হইল ঃ কোন জাতির হাতে নির্ভরযোগ্য কিতাব না থাকিলে এবং বিকৃত কিতাবের উপর তাহাদের দ্বীন নির্ভর করিলে সেই জাতির দ্বীনী অনুপ্রেরণা এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার নবিগণের বিষয় সঠিক ও নির্ভুলভাবে বুঝার পরিসীমা কায়েম রাখার এবং সভ্যতা ও শালীনতার সহিত প্রতিবাদ করার মত বিবেক থাকে না। উপরন্তু যে জাতি নিজেদের আসমানী কিতাব পরিবর্তন করিতে ইতস্ততঃ করে না, তাহারা অন্য ধর্মের কোন নির্দেশকে পরিবর্তন করিতে বা উহার কোন সংবাদকে হেরফের করিতে কেন লজ্জাবোধ করিবে ?

সুতরাং আপনি আলোচ্য পালকপুত্রের ঘটনার ব্যাপারে সমস্ত ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে গোপন করিয়া উহার একটি অসম্পূর্ণ অংশ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং উহাতে আপন মনগড়া মত ও ইতিহাস সংযোজন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহাই তাহার উত্তরের জন্য যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু স্বীয় অবান্তর যুক্তি প্রমাণ করার জন্য এই মনগড়া ইতিহাসকে কুরআনের উপর চাপাইয়া দিয়া একটি আয়াতও উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি নিজে কুরআনের উপর কোন প্রতিবাদ করেন নাই

www.pathagar.com

বরং প্রকারান্তরে কুরআনই নিজের উপর প্রতিবাদ করিয়াছে। পক্ষান্তরে আপনার চারিত্রিক ও ধর্মীয় তাগাদা মোতাবেক প্রথমত ইসলামের ইতিহাস হইতে হযরত যয়নাব বিন্‌তে উমাইয়ার বিবাহের ঘটনাটি সঠিক ও অবিকৃতভাবে নকল করা উচিত ছিল। অতঃপর উহার কোন অংশ কুরআনের মূলনীতির ও উহার ইতিহাসের বিপরীত হইল আপনার উহার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কুরআনের আয়াত উল্লেখ করিয়া নিজের মনগড়া মত অর্থ বর্ণনা করা, ঘটনার কিছু অংশ ইতিহাস হইতে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজে গড়া, স্বীয় দাবী প্রমাণ করার জন্য কুরআনের অপব্যাখ্যা করা, বিকৃত মস্তিষ্কের ফলে ভুল বিষয় উদিত হইলে উহাকে কুরআনের উপর চাপাইয়া দেওয়া মোটেই সমীচীন নহে। আপনার চিন্তা করা উচিত ইহা কুরআনের উপর প্রতিবাদ, না নিজের উপর প্রতিবাদ? মস্তিষ্ক বিকৃতের কারণে কেহ কুরআনের উপর প্রতিবাদ করিলে উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কুরআনের উপর প্রতিবাদ নহে বরং নিজের উপরই। এই আলোকেই আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, কোন ধর্মের কোন বিষয় সম্পর্ক চিন্তা করার পূর্বশর্ত হইল ঃ ঐ ধর্মের ইতিহাস জানা। অন্যথায় উহার মূল বিষয়বস্তু উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আপনি এই পন্থা অবলম্বন করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আপনার সঠিক বিবেক বলিতে কিছুই নাই। এই কারণেই আপনার সন্দেহ অপনোদনের জন্য আমি এই ঘটনাকে এতটুকু পরিমাণে পেশ করা জরুরী মনে করি। যতটুকু পরিমাণে কুরআন উহা পেশ করা জরুরী মনে করিয়াছে এবং হাদীস উহার বিশ্লেষণ করিয়াছে—যাহাতে মূলনীতি ও ঘটনার কুরআনী বর্ণনার আলোকে, উহার ঐতিহাসিক পটভূমিকার ভিত্তিতে ও শরীয়তের বর্ণনার মাধ্যমে আপনার দাবীর আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত যায়েদের ঘটনার বিশ্লেষণের পূর্বে আপনার ঐ প্রমাণসমূহ পরখ করা জরুরী মনে করি, যাহা আপনি পালকপুত্রের প্রকৃত পুত্র হইয়া যাওয়া এবং নাম-ডাকা পিতার উপর তাহার স্ত্রী অবৈধ হইয়া যাওয়া প্রসংগে পেশ করিয়াছেন। অতঃপর আমি সংশ্লিষ্ট বিষয় কুরআনের মূলনীতি প্রমাণাদি ও ইতিহাস পেশ করিব। ইহাতে মূল বিষয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

আপনি আপনার দাবীর স্বপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যথা ঃ (১) বাইবেলের উদ্ধৃতি "প্রতিবেশীর স্ত্রীর লোভ করিও না।" (২) অদ্যাবধি সারা বিশ্বের সমস্ত জাতির মতে নামডাকা পুত্র পুত্রবৎ হইয়া যায়, তাহাকে পুত্রই মনে করিতে হয়। ইহাতে কোন জাতির দ্বিমত নাই। কাজেই বাইবেলও সর্বকালের সর্বশ্রেণীর জনমতকে উপেক্ষা করার অধিকার কুরআনের নাই। (৩) স্বয়ং কুরআনও বিষয়টিকে নেক নজরে দেখে নাই। কারণ কুরআন নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ করার অনুপ্রেরণা গোপন রাখার বিষয়টিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে ভাল ভাষা ব্যবহার করে নাই।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে মৌলিক দিক হইতে আপনার প্রথম দুইটি যুক্তির এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে তৃতীয় যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছি।

প্রথম যুক্তির উত্তর ঃ আপনি বাইবেল হইতে যে যুক্তি পেশ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিবেশীর স্ত্রীর লোভ করিও না, এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হইল ঃ ইহা বাইবেলের উক্তি নহে। কারণ, বর্তমান দুনিয়ায় অবিকৃত অবস্থায় কোন বাইবেল নাই। থাকিয়া থাকিলেও উহার কোন হুকুম এই যুগের কোন মানুষের উপর বিশেষ করিয়া বিশ্বনবী (সঃ)-এর উপর প্রযোজ্য হইতে পারে না। উপরন্তু এই বাইবেল যেহেতু বিকৃত, উহাতে বিভিন্ন প্রকার রদবদল করা হইয়াছে, যাহার ফলে বর্তমানে উহা কৃত্রিম দলীল-দস্তাবিজ হইতে বেশী গুরুত্ব রাখে না; ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ ইহাকে সঠিক মানিয়া লয়, তাহা হইলেও উহার কোন হুকুম হযরত মুহাম্মদের (দঃ) উপর প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ তিনি শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন নবীই নহেন বরং শেষনবী ও বিশ্বনবী। তাঁহার শরীয়তও শুধু শেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়তই নহে বরং পূর্বের সমস্ত শরীয়তকে বাতিলকারী। উহার আবির্ভাবের পর নাজাত ও মুক্তি একমাত্র ইহার মধ্যেই নিহিত। সাধারণ বিবেক ও কুরআন সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা স্বস্থানে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা উহার বিশ্লেষণের স্থান নহে।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ জনৈক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শরীয়ত বাতিলকারী নবী কিভাবে অন্য শরীয়তের

www.pathagar.com

অধীন হইতে পারেন ? অন্য শরীয়তের নির্দেশ কিভাবে তাঁহার উপর জারি হইতে পারে ? দ্বিতীয়ত শরীয়ত বাতিলের নিয়মানুসারে পূর্বের বাতিলকৃত ধর্মসমূহ ইসলামের অধীন হইতে পারে বটে, কিন্তু ইসলাম বাতিল কৃত ধর্মসমূহের অধীন হইতে পারে না। যেরূপ নিম্ন আদালত সদাসর্বদা উচ্চ আদালতের অধীন থাকে। উচ্চ আদালত ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় নিম্ন-আদালতের রায়কে নাকচ করিতে পারে কিন্তু নিম্ন-আদালত উহা করিতে পারে না। কাজেই নিম্ন-আদালতের ফায়সালাকে উচ্চ আদালতের মোকাবিলায় পেশ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৃতীয়ত "প্রতিবেশীর স্ত্রীর লোভ করিও না" বাইবেলের এই কথাটিকে প্রমাণ মানিয়া লইলেও উহা দ্বারা পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা কিভাবে অবৈধ হয়, উহা আমার বোধগম্য নহে। কারণ বিষয় দুইটির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। আসল ব্যাপার হইল ঃ বাইবেলে পরস্ত্রীর লোভ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। শুধু গুরুত্বের জন্য প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ প্রতিবেশী না হইলেও পরস্ত্রীর লোভ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। অপরপক্ষে কুরআনে জনৈক ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিবাহের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা সমস্ত দ্বীন ও সমস্ত মিল্লাতেই বৈধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ প্রতিবেশীর স্ত্রী ও তালাকপ্রাপ্তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই আপনার যুক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত বাইবেলে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বলার অপেক্ষা করে না যে, ইহা সমস্ত ধর্মেই অবৈধ। অপরপক্ষে কুরআনে বিবাহের কথা বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিবাহ কোন ধর্মেই অবৈধ নহে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, ব্যভিচার ও বিবাহের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। কারণ ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, একটি জিনিসকে অপর একটি জিনিসের সহিত তুলনা করিয়া একটির হুকুম অপরটির উপর জারি করিতে হইলে উভয়ের মধ্যে সম্পৃক্তকারী কারণ থাকিতে হইবে। অন্যথায় ইহা বৈধ হইবে না।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন দুইটি বিষয়। একটি হইল ব্যভিচার ও অপরটি হইল বিবাহ। কাজেই কোন্ কারণ বলে এই দুইটি বিষয়কে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া একটির হুকুম অপরটির

www.pathagar.com

উপর জারি করা হইবে, ইহা আমার বোধশক্তির বাহিরে। আপনার এই মতকে কাহারও স্ত্রীকে মায়ের সহিত তুলনা করিয়া স্ত্রীর উপর অবৈধের হুকুম জারি করার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্ত্রী ও মাকে পরস্পরের সহিত তুলনা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ ও ভিত্তি নাই। এই তুলনাকে যেরূপ বিবেকের তুলনা বলা হইবে প্রতিবেশীর স্ত্রীকে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত তুলনা করাকেও সেরূপ বিবেকের তুলনা বলা হইবে। বলা বাহুল্য, উভয়ের মধ্যে কোন সম্পৃক্তকারী কোন কারণ নাই। কাজেই একটিকে অপরটির সহিত তুলনা করিয়া একটির হুকুম অপরটির উপর জারি করা আপনার মত সুগবেষকের জন্যই শোভা পায়। ইহা আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট ধরনের গবেষণা। আপনার এই যুক্তিযুক্ত গবেষণা শক্তি দেখাইতে হইলে এবং বাইবেলের দ্বারা ইসলামের নবীর কোন কর্ম প্রমাণ করিতে চাহিলে বাইবেলের দলীল দ্বারাই আপনার পালক-পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম প্রমাণ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে আপনার প্রতিবাদের উত্তর প্রদানের ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা করা যাইত কিন্তু আপনি নবী করীমের বিরুদ্ধে বাইবেল হইতে দলীল পেশ করার পরিবর্তে নিজ গবেষণার আশ্রয় লইয়াছেন। আপনার গবেষণাও আকাশকুসুমবৎ অর্থাৎ আপনি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা কোন দলীলেরই মর্যাদা রাখে না; নবীর বিরুদ্ধে দলীল হওয়া ত দূরের কথা। কারণ ইহাতে কিয়াসের (ইসলামী দলীলের চতুর্থ স্তম্ভের) প্রথম শর্ত তুল্য. ও তুলনাকারী বিষয়দ্বয়ের মধ্যে সম্পৃক্তকারী কোন কারণ নাই। কাজেই বাইবেলের দলীল ও আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত দলীলের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। আপনার দলীল গ্রহণ দৃষ্টে মনে হয়, বাইবেলে পালক-পুত্রের স্ত্রী সম্পর্কে কোন ফায়সালা নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেশীর স্ত্রী সম্পর্কিত নির্দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই আপনার এই কাল্পনিক ও অবান্তর দলীলের কোন গুরুত্ব নাই; বাইবেলের (অবিকৃত) কোন স্পষ্ট নির্দেশ হইলে অবশ্যই উহার গুরুত্ব প্রদান করা যাইত। আমাদের উপরের আলোচনায় আপনার দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর ঃ স্বীয় অবান্তর দাবী প্রমাণ করার জন্য আপনি দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতিকে পেশ করিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি হইল ঃ কাহাকেও পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিলে সে আপন পুত্র হইয়া যায়। তাহার সহিত আপন পুত্রের মতই ব্যবহার করিতে হয়। সারা দুনিয়ার এই রীতিকে উপেক্ষা করিয়া ইসলামের পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহজনিত বিষয়টি কিছুতেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। এই প্রতিবাদের পূর্বে আপনার চিন্তা করা সমীচীন ছিল, দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মের আবির্ভাব কি না যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আপনার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইত। বলা বাহুল্য, এইজন্য ধর্মের আবির্ভাব নহে বরং দুনিয়ার সাধারণ রেওয়াজ ও প্রচলিত ভুল প্রথাকে উচ্ছেদ করিয়া উহার স্থলে আল্লাহ্‌র কানুন প্রতিষ্ঠার জন্যই ধর্মের আবির্ভাব। কারণ রেওয়াজ হইল মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত ও ধর্ম হইল আল্লাহর মনোনীত কানুন। ব্যাখ্যার অপেক্ষা থাকে না যে, মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত বিষয় ও রেওয়াজের মাধ্যমে মানুষের আত্মসংশোধন হইতে পারে না, বরং উহা আল্লাহ্‌র কানুনের উপর নির্ভরশীল। অন্যথায় দুনিয়াতে নবী, রসূল, ধর্ম ও কিতাব পাঠাইবার কোন প্রয়োজনই পড়িত না। কারণ অতীতেও সদাসর্বদাই জাতীয় ও দেশীয় প্রথা চালু ছিল এবং ভবিষ্যতেও চালু থাকিবে। বলা বাহুল্য, দুনিয়ার জাতিসমূহ রেওয়াজ ও প্রথার উপর স্বভাবত যতটুকু মজবুত ও দৃঢ় থাকে, ধর্মীয় কানুনের উপর ততটুকু মজবুত ও দৃঢ় থাকে না। এমনকি ধর্মীয় কানুনকেও উপেক্ষা করিয়া তাহারা নিজেদের প্রথার উপর বদ্ধপরিকর থাকিতে তোয়াক্কা করে না। এইজন্যই তাহাদের সংশোধনের ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কেরামকে যথেষ্ট কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কারণ আম্বিয়ায়ে কেরাম তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহারা নিজেদের প্রথার উপর বদ্ধপরিকর থাকিতে চাহিয়াছে। এই কারণেই আম্বিয়ায়ে কিরামের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ও মোকাবিলা হইয়াছে। তাহাদের সমস্ত সংঘর্ষ ও মোকাবিলার একমাত্র কারণ ইহাই। যদি জাতীয় ও দেশীয় রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা কল্পে ধর্মের আবির্ভাব হইত তাহা হইলে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাহাদের জাতির মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ হইত না এবং এই

www.pathagar.com

সংঘর্ষের ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র গজবও নাযিল হইত না। আম্বিয়ায়ে কেরাম যদি এই রেওয়াজ ও প্রথাকে সমর্থন করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের হুকুম অমান্যের ফলে পূর্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইত না এবং উহার স্থলে অন্য জাতিরও সৃষ্টি হইত না।

ফলকথা হইল ঃ আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত এই নীতি অনুসারে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ধর্মের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ স্বাভাবিক-ভাবেই জাতি ও কওম রেওয়াজ ও প্রথার পাবন্দ থাকে। এই পাবন্দির জন্য নবী ও ধর্মের কোন প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই আপনার মস্তিষ্ক-প্রসূত নীতির ভিত্তিতে নবী প্রেরণ ও ধর্মসৃষ্টি উভয়ই নিরর্থক ও বেহুদা। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া নিঃসন্দেহে এই কথা বলা চলে যে, আপনার যুক্তি সম্পূর্ণ অসার ও অমূলক। কারণ দেশীয় রেওয়াজকে কোন ধর্মীয় নির্দেশের মোকাবিলায় পেশ করা যাইতে পারে না। পূর্বেও এই কথা বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় পালক পুত্রের স্ত্রীর বিবাহজনিত নির্দেশটি সারা দুনিয়ার রেওয়াজের বিরোধী হইলেও উহাতে ইসলামী নির্দেশের উপর কোন আঁচ পড়ে না। সর্বাবস্থাতেই এই নির্দেশটি বলবৎ থাকিবে, জাতীয় ও দেশীয় রেওয়াজ উহাকে বাতিল করিতে পারিবে না। কারণ রেওয়াজ কোন অবস্থাতেই দলীল হয় না। আসলে এই ইসলামী নির্দেশটির মৌলিক উদ্দেশ্যই হইল এই রেওয়াজের উচ্ছেদ। সারকথা হইল ঃ বাইবেলের প্রতিবেশীর স্ত্রী সম্পর্কিত উদ্ধৃতি কিংবা জাতীয় ও দেশীয় রেওয়াজ ও প্রথা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নহে।

তৃতীয় যুক্তির উত্তর ঃ উল্লিখিত দুইটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দলীল পেশ করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনি কুরআন হইতে দলীল পেশ করার অপচেষ্টা করিয়াছেন। আপনি কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের বিরোধী বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন এবং এই পদ্ধতিতে উহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়াছেন।

ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি এই ব্যাপারে যে কোন মন্তব্য করিলে উহা মোটেই অশোভনীয় হইত না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আপনি স্বীয় মস্তিষ্ক-

www.pathagar.com

প্রসূত উদ্ভট যুক্তি অপরের দীনের উপর শাণিত করিতে চাহিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কুরআন এই সমস্ত অবৈধ বিষয়কে সমর্থন করে।

আপনার প্রতিবাদের সারবস্তু হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর মনোকক্ষে স্বীয় পালক পুত্রের স্ত্রীর বিবাহজনিত যে বিষয়টি গোপন ছিল, উহা ত্রুটিজনিত ও পাশবিক ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর ত্রুটির মতই উহাকে গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্ পাক উহাকে প্রকাশ করিয়া দেন। আপনি এই যুক্তিতে কুরআনের নামে নিজের মনগড়া বিষয়কে কুরআনের সহিত সংযোজন করিয়া মূল ঘটনাকে বিকৃত করিতে চাহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা খৃস্টানদের জাতীয় ও মজ্জাগত স্বভাব। নিজেদের আসমানী কিতাবের বেলায়ও তাহাদের এই স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাহারা এই জাতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিতে মোটেই লজ্জাবোধ করে না।

এই সম্পর্কে কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ "তাহারা আল্লাহ্র কালামকে স্বস্থান হইতে পরিবর্তন করে এবং যাহা তাহাদিগকে নসীহত করা হইয়াছিল উহার এক বিরাট অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।"

আপনার ভাষায়ই আপনার প্রতিবাদসমূহের সার নিম্নরূপ ঃ

১। নবী করীম (সঃ)-এর মনে যায়েদ ও যায়নাবের বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ করিয়া যায়নাবকে নিজ পত্নীত্বে গ্রহণ করার দুরভিসন্ধি ছিল।

২। নবী করীম (সঃ) বিষয়টিকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মানুষের ভয়ে উহা বাস্তবায়িত করার হিম্মত পাইতেন না। কারণ উহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

৩। তিনি যায়নাবকে বিবাহ করার সংগে সংগে কুরআন উহাকে বৈধ করিয়া দিয়া আধ্যাত্মিকতা ও চরিত্রের উপর এক বিরাট

www.pathagar.com

কলঙ্ক চিহ্ন অংকন করে। ইহাতে ইসলামের দ্বীনদারীর মুখোশ উন্মোচিত হইয়া যায়। ইহার অর্থ হইল ঃ পূর্বে কার্য সম্পাদিত হয়, অতঃপর উহার বৈধ সংক্রান্ত নির্দেশ নাযিল হয়। মুহম্মদ (সঃ) ইহাকেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন।

৪। মুহম্মদ (সঃ)-এর পূর্ব হইতেই দশজন পত্নী ছিল। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক কেন যায়নাবকে তাঁহার পত্নীত্বে প্রদান করার জন্য ব্যাকুল হইলেন, ইহা আমার বোধগম্য নহে।

৫। আল্লাহ্ পাক পালক পুত্রের পত্নীকে পিতার জন্য বৈধ না করিলে দুনিয়াতে কোন পুণ্যের অভাব পড়িত?

হযরত যায়নাবের বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ অবান্তর ও অমূলক। উহাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কোন ভদ্রলোক ইহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতে পারেন না। যেহেতু আপনি সম্পূর্ণ দোষ কুরআনের উপর বর্তাইয়া দুনিয়াবাসীকে প্রতারিত করার অপচেষ্টা করিয়াছেন, কাজেই উহার উত্তর প্রদানের জন্য কলম ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম যাহাতে দুনিয়াবাসীদের সম্মুখে আল্লাহ্র কালামের ত্রুটিহীনতা ও পবিত্রতা স্পষ্ট হইয়া যায় এবং সংগে সংগে আপনার ভুল বুঝেরও অবসান হয়। আপনার এই অমূলক প্রতিবাদসমূহ যেহেতু ঐতিহাসিক দিক হইতে কুরআনকে আক্রান্ত করে, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনি কুরআনকে কলঙ্কিত করার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন, কাজেই প্রতিবাদসমূহের উত্তর প্রদানের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া এবং এতদ্ বিষয়ক কুরআনের আয়াতটি উল্লেখ করিয়া দেওয়া জরুরী মনে করি যাহাতে নবী করীম (সঃ)-এর মনে হযরত যায়নাবকে বিবাহ করার ধারণা কখন এবং কেন জন্মিয়াছিল? পূর্বেই তিনি ইহা কেন প্রকাশ করেন নাই? ইহা প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁহার কিসের ভয় ছিল? যে বিষয়টি তিনি গোপন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, উহা কি ছিল? উহা ন্যায় ছিল, না অন্যায় ছিল? ন্যায় থাকিয়া থাকিলে উহা গোপন করার মধ্যে কি মংগল নিহিত ছিল এবং আল্লাহ্ পাক কি উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করিলেন? উপরন্তু নবী করীম (সঃ)-এর এই বিষয়টিকে গোপন করায়

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ্ পাকের উহা প্রকাশ করায় ঐ যুগের মানুষের উপর কি প্রভাব পড়িয়াছিল—এই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হইয়া যায়।

যেহেতু এইগুলি অতীতের ঘটনা এবং অনুমান ও কল্পনার মাধ্যমে অতীতের ঘটনা উদ্‌ঘাটন করা যায় না, বরং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসই উহার একমাত্র বাহন। কাজেই বাধ্য হইয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ঘটনার সম্পর্ক যেহেতু কুরআনের সহিত, দুনিয়াবাসী যাহার নকল ও রেওয়ায়েতের ত্রুটিমুক্ততার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে অক্ষম, কাজেই উহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাধারণ ইতিহাস হইতে অধিক স্পষ্ট ও নির্ভর-যোগ্য হইতে হইবে। উহার সনদ ও রেওয়ায়েত কুরআনের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, উহা একমাত্র নবী করীম (সঃ)-এর ও সাহাবায়ে কেরামের ঐ সমস্ত হাদীসের মাধ্যমেই সম্ভব, যাহা মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের পবিত্র শ্রেণী বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যার অপেক্ষা থাকে না যে, তাঁহাদের রেওয়ায়েতের ত্রুটিহীনতা, সনদ ও রেওয়ায়েত প্রণালীর নজিরও দুনিয়াবাসী পেশ করিতে অক্ষম। কাজেই আপনার প্রতিবাদসমূহের উত্তর প্রদানের পূর্বে ইহার ইতিহাসের প্রতি কুরআন যে নির্ভুল ও সংক্ষিপ্ত ইংগিত দিয়াছে প্রথমত উহা বর্ণনা করিব, অতঃপর হাদীসের আলোকে উহার বিশ্লেষণ করিব যাহাতে কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই কুরআনের ইংগিত দেওয়া ঘটনার ঐতিহাসিক দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। ঘটনার প্রকৃত ঐতিহাসিক দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেলে আপনা-আপনিই আপনার অমূলক ও অবান্তর প্রতিবাদসমূহের মুখোশ খুলিয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে আপনার প্রতিবাদসমূহের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করিতেছি যাহাতে স্বীয় প্রতিবাদের জোশে আপনি যে সমস্ত জায়গায় মূল ঘটনা বিকৃত করিয়াছেন, উহা চিহ্নিত হইয়া যায়। সংগে সংগে আপনি কুরআনের নির্ভুল এ সঠিক শিক্ষাকে দুর্নাম করার যে ঘৃণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন উহাও স্পষ্ট হইয়া যায়। হাদীসের আলোকে কুরআনের সন্নিবেশ অনুসারে এই ঘটনার সার-সংক্ষেপ হইল ঃ আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ হইতে হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) কয়েকটি নেয়ামত লাভ করেন।

www.pathagar.com

(ক) হযরত যায়েদ আরবের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক ছিলেন। শৈশবকালে কেহ তাঁহাকে গ্রেফতার করে এবং ক্রীতদাস হিসাবে মক্কার বাজারে বিক্রয় করে। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে ক্রয় করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, স্বয়ং নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে ক্রয় করেন। যতদূর সম্ভব, হযরত খাদিজার প্রতিনিধি হিসাবেই নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই ক্রয়কে তাঁহার প্রতি সম্পর্ক করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, নবী করীম (সঃ) হযরত খাদীজার পক্ষ হইতে ব্যবসাও করিতেন। অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। *

ফলকথা হইল ঃ এই গ্রেফতারির কারণেই তাঁহার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

(খ) কিছুদিন পর হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে নবী করীমর (সঃ)-এর হস্তে অর্পণ করেন এবং তিনি তাঁহার দাস হইয়া যান। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় নিয়ামত।

---

* আরবের মায়ান বংশের যায়েদ-বিন-হারেসা আট বৎসর বয়ক্রম-কালে মাতার সহিত মাতুলালয়ে গমন পথে দুষ্কৃতকারীর কবলে পতিত হন। তাহারা তাঁহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া মক্কাশরীফের উকায মেলায় হাকীম-বিন-হাযাম-বিন-খুয়াইলদের নিকট চারিশত দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করে। হাকীম যায়েদকে ফুফু খাদীজা তাহেরার খেদমতে দান করেন। হযরতের সহিত বিবাহের পর খাদীজা (রাঃ) যায়েদকে হযরতের খিদমতে সোপর্দ করেন। হযরত তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। সংবাদ পাইয়া তাহার পিতা হারেসা ও চাচা কায়াব তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করেন। হযরত (সঃ) যায়েদকে অধিকার দেন। সে ইচ্ছা করিলে হযরতের পরিবারের সঙ্গী হইয়া থাকিতে পারে, অন্য-থায় সে পিতৃগৃহে গমন করিতে পারে। যায়েদ স্বেচ্ছায় নবীগৃহে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। হযরত তৎক্ষণাৎ খানায়ে কাবায় উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করেন, "যায়েদ আমার সন্তান, আমার উত্তরাধিকারী"—ইত্যাদি। হযরতের নবুয়ত ঘোষিত হওয়ার পর যায়েদ প্রথম পুরুষ (যুবক) ইসলাম গ্রহণ করেন। ৮ম হিজরী জমাদিউলউলা মাসে ৫৫ বৎসর বয়সে মুতার যুদ্ধে যায়েদ (রাঃ) শহীদ হন। উসামা তাঁহার বীরপুত্র। —সম্পাদক

www.pathagar.com

(গ) অতঃপর নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া দেন এবং তাঁহার লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় নিয়ামত।

(ঘ) অতঃপর নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে পালকপুত্র বানান। ইহা তাঁহার চতুর্থ নিয়ামত। বলা বাহুল্য, লালন-পালনের কারণেই তিনি এই নিয়ামত লাভ করেন এবং ঐ যুগের প্রথানুসারে তাঁহাকে মুহম্মদ (সঃ)-এর পুত্র বলা হয়। বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ঐ যুগে অন্য কাহাকেও মুহম্মদ (সঃ)-এর পুত্র বলা হইত না।

(ঙ) আরেকটি বিশেষ নিয়ামত তিনি এই লাভ করেন যে, যৌবনে পদার্পণ করিলে নবী করীম (সঃ) হযরত যায়নাবকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন। হযরত যায়নাব আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা, উমাইমার মেয়ে এবং নবী করীম (সঃ)-এর ফুফাতো বোন ছিলেন। কুরায়েশর উচ্চবংশীয়া, সুদর্শনা ও উচ্চমর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তিনি সর্বদিক হইতেই সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। বলা বাহুল্য, হযরত যায়েদ এই স্তরের লোক ছিলেন না। কিন্তু ইসলামী সাম্যের ভিত্তিতে নবী করীম (সঃ) হযরত যায়নাবকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন। ইহা তাঁহার পঞ্চম নিয়ামত। নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে তিনি এই নিয়ামত লাভ করেন। শ্বশুর গোষ্ঠীর দিক হইতে তিনি নবী করীম (সঃ)-এর আত্মীয়ের মর্যাদা এবং হাশেমী বংশের জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা পালক পুত্র হইতে অনেক উন্নত স্তরের নিয়ামত।

(চ) নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষ হইতে যখন হযরত যায়নাবের নিকট বিবাহের এই পয়গাম প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি ইহাকে স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর পয়গাম মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইহা নবী করীম (সঃ)-এর পয়গাম নহে, বরং হযরত যায়েদের পয়গাম, তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় উহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের ফয়সালায় কোন মুমিন নরনারীর কোন অধিকার নাই জানিতে পারিয়া সম্পূর্ণ মেযাজবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি ইহাতে সম্মতি দান করেন।

www.pathagar.com

ফল কথা হইল ঃ একমাত্র নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমেই হযরত যায়েদ (রাঃ) বিবাহের এই পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহা তাঁহার প্রতি একটি বিশেষ নিয়ামত। অতঃপর জাহিলিয়্যাতের কুপ্রথা বর্জনের জন্য তাঁহার কোন কোন নিয়ামত ছুটিয়া গেলেও উহার পরিবর্তে তিনি উৎকৃষ্ট নিয়ামত লাভ করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাহিলিয়্যাতের এক বিশেষ প্রথা এই ছিল যে, কাহাকেও লালন-পালন করিয়া পালক পুত্র বানাইয়া লইলে সে আসল পুত্রের মর্যাদা লাভ করিত এবং তাঁহার উপর আসল পুত্রের সমস্ত হুকুম জারি হইত। এই প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, অপর কথায় পালক পুত্র ও আসল পুত্রের মধ্যে তারতম্য রহিত করার উদ্দেশ্যে তখন কুরআনের এই নির্দেশ জারি হয় ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ

تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ

"পালক পুত্রদিগকে তাহাদের আসল পিতার নামে ডাকা অর্থাৎ (ডাকপিতার মুখবলা) নামে ডাকিও না। ইহাই আল্লাহ্‌র নিকট যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সংগত। কারণ তাহাদের পিতা অজানা থাকিলেও তাহারা তোমাদের ভ্রাতা ও বন্ধু।"

এই আয়াতের সারার্থ হইল ঃ তাহাদিগকে ডাকপিতার পুত্র বলিয়া ডাকিও না। কারণ ইহাতে মানুষ তাহাদিগকে ডাকপিতার পুত্র মনে করিবে এবং ডাকপুত্র ও আসল পুত্রের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সংগে সংগে মুসলমানগণ যায়েদ ইব্‌নে হারিসা (রাঃ)-কে যায়েদ ইব্‌নে মুহাম্মদ (সঃ) ডাকা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এই প্রসংগে ঘোষণা করেন, اَنْتَ اَخُوْنَا وَ مَوْلٰنَا "তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু।"

উপরিউক্ত নির্দেশের পর মুসলমানগণ হযরত যায়েদকে তাঁহার আসল পিতার প্রতি সম্বন্ধ করিয়া যায়েদ ইব্‌নে হারিসা ডাকিতে শুরু

www.pathagar.com

করে। বলা বাহুল্য, ইহা হযরত যায়েদের জন্য অত্যন্ত ব্যথাদায়ক ও পীড়াদায়ক ছিল। অপরদিকে হযরত যায়েদ ও হযরত যায়নাবের মেযাজে অসাধারণ তারতম্য ও প্রতিকূলতার কারণে হযরত যায়েদ হযরত যায়নাবকে তালাক দিয়া দিলে নবী করীম (সঃ) ও তাঁহার খান্দানের সহিত হযরত যায়েদের শ্বশুরালী (বৈবাহিক) সম্পর্কের অবসান ঘটে। ইহা হযরত যায়েদের জন্য আঘাতের পর আঘাতের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার কোনরূপ দোষ ছিল না। ডাকপুত্র ও ডাক জামাতার উভয় নিয়ামতই তাহা হইতে ছুটিয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার জন্য আকস্মিক বিপদ ও বিরাট পরীক্ষা ছিল। ইহার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে তিনি এমন নিয়ামত লাভ করেন, যাহা অন্য কোন সাহাবীই লাভ করিতে পারেন নাই। উহা হইল ঃ এই বিবাহ প্রসংগে সমস্ত সাহাবীদের মধ্য হইতে একমাত্র তাঁহার নামই আল্লাহ্ পাক কুরআনে উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য, অন্য কাহারও নাম কুরআনে উল্লেখ নাই।

আল্লাহ্ পাক فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ "অতঃপর যায়েদ যখন (যায়নাবকে) তালাক দিলেন বলিয়া কুরআনে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে চিরস্থায়ী সম্মান দান করেন।" অর্থাৎ তাঁহার এক সাময়িক সম্মান [নবী করীম (সঃ)-এর জামাতা হওয়ার সম্মান যাহা ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে যে কোন সময় ছুটিয়া যাইতে পারিত।] ছিনাইয়া লইয়া উহার স্থলে কুরআনে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে চির স্থায়ী সম্মান দান করেন। বলা বাহুল্য, কুরআন শুধু কিয়ামত পর্যন্তই বিদ্যমান থাকিবে না, বরং কিয়ামতের পরেও বিদ্যমান থাকিবে। বেহেশ্‌তেও উহা পাঠ করা হইবে। শুধু পাঠ করাই হইবে না, বরং পাঠের সংগে সংগে বেহেশতের দরওয়াজাও বাড়িতে থাকিবে। এই হিসাবে فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

আয়াত পাঠের সংগে সংগে হযরত যায়েদের ঘটনা ও তাঁহার নাম সবসময় সমস্ত বেহেশতবাসীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে থাকিবে। অনন্তকাল উহার পাঠ চলিতে থাকিবে। উপরন্তু তাঁহার নামের

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি অক্ষরে কুরআনের অক্ষরের ন্যায় দশটি করিয়া নেকী হইবে। ফলকথা হইল ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পুত্র কিংবা হাশেমী বংশের জামাতা হওয়ার সাময়িক সম্মান তাহা হইতে ছিনাইয়া লইয়া উহার পরিবর্তে তাঁহাকে চিরস্থায়ী সম্মান দান করা হয়। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই নিয়ামত পূর্ববর্তী নিয়ামত হইতে শতগুণে ভাল। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। পূর্ববর্তী নিয়ামতটি যে কোন সময়ই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু পরবর্তীটি বিনষ্ট হওয়ার কোন আশংকা নাই, অনন্তকালই উহা থাকিবে।

উপরিউক্ত আলোচনার সার হইল ঃ হযরত যায়েদ সর্বপ্রথম ইসলামের নিয়ামত লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ইহা সমস্ত নিয়ামতের মূল। অতঃপর নবী করীম (সঃ)-এর দাস হওয়ার নিয়ামত, স্বাধীনতার নিয়ামত, নবী করীম (সঃ)-এর পালক পুত্র হওয়ার নিয়ামত এবং অবশেষে নবী বংশের আত্মীয়তার নিয়ামত লাভ করেন।

অতঃপর কিছু নিয়ামত রহিত হইয়া যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম কুরআনে পাকে তাঁহার নাম উল্লেখের নিয়ামত, দুনিয়াবাসীদের কুরআন পাঠের সংগে সংগে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার নাম উচ্চারিত হওয়ার নিয়ামত এবং বেহেশতবাসীদের মুখে তসবীহ্‌র ন্যায় অনন্তকাল তাঁহার নাম উচ্চারিত হওয়ার নিয়ামত লাভ করেন। উপরন্তু তাঁহার নাম পাঠ করিলে প্রত্যেকটি অক্ষরে দশটি করিয়া নেকী হওয়ার মত বিরাট নিয়ামত লাভ করেন। ফলে চিরকালের জন্য তাঁহার নাম বিশ্ববাসীর প্রিয় হইয়া যায়। ইহাই আল্লাহ্ পাক ও নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার নিয়ামতসমূহের বিবরণ, যেগুলির প্রতি পবিত্র কুরআন ইংগিত প্রদান করিয়াছে। কুরআন এই প্রসঙ্গে বলিতেছে, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ "(হে নবী! আপনি স্মরণ করুন) এবং যখন আপনি ঐ ব্যক্তিকে, যাহার উপর আল্লাহ্ পাক ও আপনি নিয়ামত দান করিয়াছেন, বলিতেছিলেন"। এই নিয়ামতসমূহের মধ্য হইতে হযরত যায়নাবের বিবাহ একটি

www.pathagar.com

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। কারণ ইহাই শত্রুদের সমালোচনার একমাত্র উপলক্ষ হইতে পারে। এইজন্যই কুরআনে করীম ঘটনার ভূমিকা হিসাবে সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকভাবে ইহার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিয়াছে, "হে নবী! আপনি যখন ঐ ব্যক্তিকে, যাহার উপর আল্লাহ্ ও আপনি নিয়ামত দান করিয়াছেন, বলিতেছিলেন"। বলা বাহুল্য, বিবাহও এই নিয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই পরোক্ষ-ভাবে এই আয়াতে উহারও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর পৃথক করিয়া বিশেষভাবে এই নিয়ামতের আলোচনা করা হইয়াছে। কুরআন বলিতেছে ঃ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (হে ঐ ব্যক্তি, যাহার উপর রসূল কৃপা করিয়াছেন) "তোমার স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখ।" ইহাতে কুরআনে এই বিবাহের প্রমাণ আছে বলিয়া প্রমাণিত হয়।

সারকথা হইল ঃ দম্পতি হওয়ার আলোচনা বিবাহের বিশেষ আলোচনা। কারণ বিবাহ ভিন্ন দম্পতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতঃপর স্ত্রী রাখা ও বর্জন না করার নির্দেশ দান এই বিবাহের দ্বিতীয় প্রমাণ। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীকেই বর্জন না করার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, অবিবাহিতা স্ত্রীকে বর্জন না করার নির্দেশের কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ তাহার উপর বর্জন প্রযোজ্য হইবে না। উল্লিখিত দুইটি বিষয়ের প্রতি কুরআনের ইংগিত প্রদান হযরত যায়েদ ও যায়নাবের দাম্পত্য ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিশিষ্ট প্রমাণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোল্লিখিত সাতটি নিয়ামতের মধ্যে বিবাহ একটি বিশেষ নিয়ামত। এইজন্যই ভিন্নভাবে উহার আলোচনা করা হইয়াছে যাহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই নিয়ামতসমূহ আলোচনা করার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল বিবাহের ঘটনার আলোচনা। কারণ ইহাই বিবেকহীনদের একমাত্র সমালোচনার উপলক্ষ। উপরে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ফলকথা হইল ঃ কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা আলোচ্য বিষয়ের ঐতিহাসিক দিক বিশ্লেষণ করিব বলিয়া ইতিপূর্বে যে ওয়াদা করিয়াছিলাম, এখানে উহা পালন করিলাম।

www.pathagar.com

ইহার পরের ঘটনা হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেলেও হযরত যায়নাবের বংশমর্যাদা হযরত যায়েদের বংশের তুলনায় বেশী ছিল। উপরন্তু হযরত যায়েদ দাসও ছিলেন। স্বাধীনতা লাভ করার পরও তাঁহার এই দাসত্বের অপবাদ দূর হয় নাই। এই হিসাবে হযরত যায়নাবের নজরে তাঁহার কোন গুরুত্বই ছিল না। হযরত যায়নাব তাঁহার কোন মূল্যই দিতেন না। উপরন্তু এই বিবাহ তাঁহার মর্জির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একমাত্র নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বভাব একটি ভিন্ন জিনিস। ইহাতে মানুষের কোন ইখতিয়ার নাই। এই ব্যাপারে শরীয়তেও কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ফলে তাঁহাদের মধ্যে কোন সময়ই সমঝোতা হয় নাই, বরং বরাবরই ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। উত্তরোত্তর ইহা বাড়িতে থাকে। হযরত যায়েদ তাঁহাকে আয়ত্তে না রাখিতে পারিয়া প্রায়শই তাঁহার অভিযোগ লইয়া নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঃ হযরত যায়নাবকে বর্জন করিবেন, কিন্তু নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে বারবার বুঝাইতেন এবং বলিতেন, "সাবধান! যায়নাবকে বর্জন করিও না। সে নিজের মেযাজের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাকে বর্জন করিলে সে ও তাহার আত্মীয়-স্বজন অপমান বোধ করিবে। কাজেই তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ কর এবং ধৈর্যের মাধ্যমে তাঁহার সহিত সমঝোতার চেষ্টা কর।"

কুরআনে হাকীম স্বীয় বিজ্ঞোচিত বর্ণনা ভংগিমায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া নবী করীম (সঃ)-এর হযরত যায়েদকে সম্বোধনের বিষয়টিকে এইভাবে বর্ণনা করে ঃ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ

"তোমার স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।"

কিন্তু এই সমস্ত ধর্মীয় ও বিবেকসম্মত উপদেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে বিরোধিতা বাড়িতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সংঘটিত হইতে থাকে। ফলে পরস্পরের বিচ্ছেদ প্রায় নিশ্চিত হইয়া

www.pathagar.com

যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে এই কথা উদিত হয়ঃ যদি যায়েদ আপনার উপদেশ সত্ত্বেও স্বভাবের তাগাদায় বাধ্য হইয়া যায়নাবকে তালাক প্রদান করে, তাহা হইলে যায়নাব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অপমান হইবে এবং তাঁহাদের মনও ভাংগিয়া যাইবে। ইহাতে তিনি নিজেই দোষী হইবেন। কারণ তিনিই বিবাহের পয়গাম দান করেন। কাজেই যায়নাব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মান ও মন রক্ষা করিতে হইলে আপনি যায়নাবকে বিবাহ করুন। কিন্তু মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ হইতে নবী করীম (সঃ)-এর এই আশংকা ছিল যে, জাহিলিয়্যাতের প্রথানুসারে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিবে। বলা বাহুল্য, জাহেলিয়্যাতে ইহা সম্পূর্ণ অন্যায় ও দোষণীয় কাজ ছিল। অবশ্য, ইসলাম ও আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুসারে ইহা একটি বৈধ কাজ ছিল; কোন দোষের কাজ ছিল না; বরং জাহিলিয়্যাতের একটি কুপ্রথার উচ্ছেদ হইবে বলিয়া উহাতে মংগল নিহিত ছিল।

ফলকথা হইল: নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে যায়নাবের বিবাহের ধারণা এবং বর্বরদের পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার ভয় জাগরূক ছিল যাহার ফলে সাধারণ মুসলমানগণের মনে তাঁহার প্রতি কু-ধারণার সৃষ্টি হইয়া সমূলে তাহাদের ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল।

কুরআনে করীম এই বিষয়ে দুইটি সম্পর্কেও উক্তি করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। যথা—কুরআন উক্তি করিতেছেঃ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

"এবং আপনি (যায়নাবের তালাকের সময় তাঁহাকে বিবাহ করার বিষয়টি) হৃদয়ে গোপন রাখিয়াছিলেন।" উহার পর বলা হইতেছেঃ وَتَخْشَى النَّاسَ "এবং আপনি মানুষকে ভয় করিতেছিলেন।" অর্থাৎ যায়নাবের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার হৃদয়ে মানুষের ভুল অপপ্রচার ও মিথ্যা অপবাদের ভয় ছিল।

ফলকথা হইল: কুরআনে হাকীম এই দুইটি বিষয়কে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছে এবং হাদীস উহাকে বিশ্লেষণ করিয়াছে। উপরে আমি ইহাই ব্যক্ত করিয়াছি।

www.pathagar.com

একদিকে নবী করীম (সঃ)-এর মনে বর্বরদের পক্ষ হইতে এই ভয় ছিল এবং অপরদিকে আল্লাহ্‌র এই কুপ্রথা উচ্ছেদ করার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং তাঁহার নবীর মাধ্যমে তিনি ইহা উচ্ছেদ করেন। বলা বাহুল্য, কানূনের দিক হইতে ইহা পূর্বেই উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর নবী করীম (সঃ) কার্যত উহা উচ্ছেদ করেন যাহাতে এই ধরনের বিষয়ে ভবিষ্যতে মুসলমানদের হৃদয়ে কোন সংকোচ না থাকে এবং নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার পর তাহাদের হৃদয়ে ইহার বিরোধী ভাব না জাগে। কাজেই হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা পত্নীকে বিবাহ করার যে ইচ্ছা নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে গোপন ছিল, আল্লাহ্ পাক শুধু কথা ও কানূনের মাধ্যমেই উহা প্রকাশ করেন নাই, বরং কার্যকরী করিয়াও দেখান। উহার বিবরণ হইল ঃ একদিকে শত নসীহত ও উপদেশ সত্ত্বেও হযরত যায়েদের হৃদয়ে হযরত যায়নাবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা মজবুত ও দৃঢ় করিয়া দেন এবং অপরদিকে নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে তাঁহাকে বিবাহ করার আগ্রহ জাগাইয়া দেন যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে হযরত যায়নাবের তালাক হইলে আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নবী করীম (সঃ)-এর পত্নীত্বে প্রদান করেন। বলা বাহুল্য এতদিন পর্যন্ত এই বিষয়টি নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে গোপন ছিল। যাহাতে ইহার পর কোন প্রবৃত্তির অনুসারী বিষয়টিকে দোষণীয় মনে না করে। ইহাই নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ের গোপনীয় বিষয় ও উহা প্রকাশ করার ইতিহাস। কুরআনে করীম নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত আয়াতের মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রকাশ করিতেছে ঃ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ "হে নবী! আপনি হৃদয়ে যে বিষয়টি গোপন করিতেছিলেন, আল্লাহ্ পাক উহা প্রকাশ করিতে চান।" কুরআনে করীম এই গোপন বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বিশ্লেষণ করে নাই যে, এই বিষয়টির মূলে কি ছিল এবং কি ধরনের ছিল? হাদীস ও অন্যান্য রেওয়ায়েতসমূহ ইহা যায়নাবের বিবাহের ধারণা ছিল বলিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছে। ইহাকে আল্লাহ্ পাক শুধু প্রকাশই করেন নাই, বরং পূর্ণ একটি ঘটনার রূপদান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে। কুরআন উহার হিকমত পূর্ণ ইশারা দ্বারা ইহাকেই দৃঢ়তর করিয়াছে। কারণ কুরআন যে

www.pathagar.com

বিষয়টি নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে গোপন ছিল বলিয়া দাবী করিয়াছে, আল্লাহ্ পাক উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, আল্লাহ্ পাক যায়নাবের বিবাহের বিষয়টিকেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নাই। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে বিষয়টি নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে গোপন ছিল উহা যায়নাবের বিবাহের ধারণা ছিল। ইহাতে কুরআনের দৃষ্টিতেও গোপনীয় বিষয়টি যায়নাবের বিবাহ ও উহার ধারণা ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইল ঃ এই বিবাহ ও এতদ্‌সম্পর্কিত গোপন ধারণা কিরূপ ছিল? ন্যায় ছিল, না অন্যায় ছিল? ইতিহাস ইহার একটি জায়েয ও উত্তম দিক বর্ণনা করিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কুরআনের দৃষ্টিতেও এই দুইটি বিষয় নিষ্কলুষ, জায়েয ও উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হয়। কারণ কুরআনের দাবী হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর এই বিষয়টি গোপন করিয়াছিলেন। যেমন বলিতেছে, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ "এবং আপনি হৃদয়ে একটি বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" ও وَاللّٰهُ مُبْدِيهِ "যে বিষয়টিকে আল্লাহ্ পাকের প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল।" বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের কোন জিনিস বলা বা করা মানেই উহার ন্যায্যতা ও সত্যতা।

আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যদি অন্যায় ও অসত্য বলেন ও করেন তাহা হইলে ন্যায় ও সত্য কোথায় পাওয়া যাইবে? এইজন্যই কুরআন এই বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি সম্পর্কিত করিয়াছে। ইহাই উহার ন্যায্যতা ও সত্যতার প্রমাণ।

উপরের আলোচনায় আমরা কুরআনের আলোকে এই বিষয়টি এবং উহার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম অর্থাৎ উহার ন্যায্যতা ও নির্দোষিতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিলাম। এইজন্যই এই বিবাহ ও উহার ধারণাকে কুরআনের প্রমাণিত কোন বিষয় নয় বলিয়া উহাকে একটি অজ্ঞাত বিষয় বলা কিংবা গোপন করার চেষ্টা করার কারণে উহাকে কোনরূপ ষড়যন্ত্র কিংবা হৃদয়ের অপবিত্র ধারণা বলা মূর্খতা ও কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার প্রমাণ।

www.pathagar.com

ইহার পর আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে রসূল! আপনি হৃদয়ে একটি বিষয় গোপন করিয়া মানুষকে ভয় পাইতেছিলেন; অথচ আল্লাহ্কে ভয় করা বেশী সমীচীন ছিল।" আল্লাহ্পাকের এই কথায় শত্রুদের তাঁহার নবী (সঃ) সম্পর্কে এই মন্তব্য করার সুযোগ লাভ ঘটে যে, তাঁহার নবী (সঃ) আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে মানুষকে ভয় করে। তাহাদের মন্তব্যের সার ছিল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয় অপবিত্র ছিল। তিনি স্বীয় পালক পুত্রের পত্নীকে বিবাহ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সঃ) যায়নাবের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি এইজন্যই গোপন করিয়াছিলেন, যাহাতে মূর্খ জনসাধারণ প্রথার প্রশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার না করে এবং রসূলের প্রতি কুধারণার সৃষ্টি করিয়া মানুষের ঈমানের পথ রুদ্ধ না করে। কারণ ইহাতে দ্বীন প্রচারের পথে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে রসূলুল্লাহর এই গবেষণামূলক মঙ্গলের মোকাবেলায় আল্লাহ্ পাকের নিকট এই মংগল বেশী লক্ষণীয় ছিল যে, বিবাহের ধারণা ধামাচাপা দেওয়ার পরিবর্তে প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে পালক পুত্রের বিবাহজনিত বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়টি পূর্ব হইতেই উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং সংগে সংগে জাহিলিয়্যাতের অন্ধবিশ্বাসেরও অবসান ঘটে। ইহার অর্থ হইল ঃ আল্লাহ্ পাকের নিকট নবী করীম (সঃ)-এর জন্য এই বিবাহজনিত বিষয়টি গোপন রাখার পরিবর্তে জাহিলিয়্যাতের প্রথা উচ্ছেদকল্পে ও শরীয়তের মংগলের তাগাদায় উহা প্রকাশ ও কার্যকরী করা উচিত ছিল যাহাতে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং চিরতরে জাহিলিয়্যাতের এই কুপ্রথাটির উচ্ছেদ হইয়া যায়। ইহার মোকাবেলায় কাহারও মনে কু-ধারণার সৃষ্টি হইয়া এবং বিষয়টিকে অন্যায় মনে করিয়া ঈমান বিনষ্ট হইয়া যাওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। কারণ কোন যুগেই কোন নবীর উপর সমগ্র মানুষ ঈমানও আনে নাই কিংবা তাঁহাকে অস্বীকারও করে নাই। ইসলামের ও কুফুরীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সর্ব যুগেই বিদ্যমান থাকিবে। এইজন্যই উহাকে ভয় পাইয়া দ্বীনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হৃদয়ে গোপন রাখার মধ্যে কোন মঙ্গল

www.pathagar.com

নিহিত ছিল না। বরং জাহিলিয়্যাতের এই প্রথা উচ্ছেদ ও নামডাকা পিতার উপর পালক পুত্রবধূর বিবাহ অবৈধ হওয়ার অন্ধবিশ্বাস রহিত করা সময়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও ইহাতেই সমকালের মঙ্গল নিহিত ছিল।

সারকথা হইল ঃ নবীর নবুয়তের প্রতি কুধারণা হইতে রক্ষা করা এবং দ্বীনের সীমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে সৃষ্টিকে ভয় করা মঙ্গল-জনক ও বিবেকসম্মত হইলেও তখন জাহিলিয়াতের এই কুপ্রথাটি উচ্ছেদ ও শরীয়তের নিয়ম জারি করার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত ছিল। কাজেই আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর এই ভয়কে সমর্থন করেন নাই, বরং এই ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অপর কথায় নবী করীম (সঃ)-এর এই গবেষণামূলক ভয়কে সমর্থন করেন নাই, বরং উহার স্থলে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্র ভয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আল-কুরআন নিম্নের আয়াতে এই তত্ত্বটির প্রতিই ইংগিত দান করিয়া ইরশাদ করিয়াছে ঃ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ "এবং আল্লাহ্কে ভয় করাই বেশী সমীচীন।"

এই আয়াতে اَحَقُّ আহাক্কু শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর মানুষের ভয় নিসন্দেহে হক্ ও সত্য ছিল, কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ই অধিকতর হক্ ও সত্য ছিল। এই শব্দে মুশরিক-দের সমালোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই, বরং দ্বীনী মাসয়ালা অর্থাৎ কুপ্রথা উচ্ছেদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সঃ)-এর মানুষকে ভয় করা কোন অন্যায় বিষয় ছিল না, বরং ন্যায়ই ছিল। কারণ উহাতে মংগল নিহিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ই অধিক ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। اَحَقُّ (আহাক্কু) শব্দ ইহার প্রমাণ। কারণ আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বাতিলের মোকাবেলায় اَحَقُّ শব্দ ব্যবহার করা হয় না, বরং হকের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, বাতিলের মোকাবেলায় حَقٌّ হক্ শব্দ ব্যবহার করা হয় اَحَقُّ (আহাক্কু) শব্দ ব্যবহার করা হয় না। কারণ আরবী ব্যাকরণ অনুসারে اَحَقُّ শব্দটি ইসমে

www.pathagar.com

তফযীল। উহাতে বেশীর ভাগ হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, হকের বিপরীত দিক অর্থাৎ বাতিলের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। ইহার অর্থ হইল ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অধিকতর হক্ ও উৎকৃষ্ট। অবশ্য, উহার বিপরীত দিকও হক্ এবং উৎকৃষ্ট। ইহা উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতরের মধ্যে মুকাবিলা, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে মুকাবিলা নহে। এই পরিপ্রেক্ষিতে وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ "এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করাই বেশী সমীচীন ছিল"-এর সারার্থ হইল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দ্বীনী মংগলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানুষকে ভয় করিয়াছিলেন এবং বিবাহের ধারণা প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা তাহার জন্য অন্যায় ছিল না। পূর্বেও এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ করাই তাঁহার জন্য অধিকতর সমীচীন ছিল। ইহাতে বোঝা যায় যে, আরবী ব্যাকরণ অনুসারে নিঃসন্দেহে উভয় প্রকার ভয়ই সত্য ও হক্ ছিল। একমাত্র হক্ ও অধিকতর হকের মধ্যেই তারতম্য ছিল। ইহাতে শুধু হকের স্তরের তারতম্য বিশ্লেষণ করা উদ্দেশ্য ছিল না অর্থাৎ নবীর কোন কার্যকে অন্যায় ও নাজায়েয বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার মানে হইল ঃ নবুয়তের পর এই পদ্ধতিটি নাজায়েয হইবে, এমন কিছু বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না।

ফলকথা হইল ঃ ইহা হক্ ও বাতিলের আলোচনা নহে যে, নবীর ভয়কে বাতিল বলিয়া শত্রুদিগকে সমালোচনা করার সুযোগ প্রদান করা হইবে। বরং ইহা ইজতিহাদের (গবেষণা) ভুল ও শুদ্ধের আলোচনা। বলা বাহুল্য, উহাতে একদিক থাকে মূল হকের ও অপরদিক থাকে তুলনামূলক হকের। উভয় দিকের উপরই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে সওয়াব ও নেকীর ওয়াদা প্রদান করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য নাজায়েয ও বাতিলের উপর সওয়াব ও নেকীর কোন ওয়াদা প্রদান করা যাইতে পারে না। এইজন্য এইখানে বাতিল ও অন্যায়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই শত্রুদের وَتَخْشَى النَّاسَ "এবং আপনি মানুষকে ভয় করেন" আয়াত দ্বারা এই ভয়কে অন্যায় প্রমাণ করা—বিশেষ করিয়া কুরআন হইতে উহা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করা শুধু কুরআনের

www.pathagar.com

উপরই নহে, বরং আরবী ভাষার উপরও, মিথ্যা আরোপ করার শামিল। সংগে সংগে ইহা একটি সঠিক ঘটনার ইতিহাসকে নিজের মনগড়া বিষয় দ্বারা বিকৃত করার অপবিত্র চেষ্টা। ইহা ইতিহাসের সহিত স্পষ্ট খেয়ানত বৈ আর কিছুই নহে। মোটকথা হইল ঃ উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা যখন এই বিষয়টি প্রমাণিত হইল যে, যায়নাবের বিবাহের ধারণা কোন অন্যায় ও অপরাধ ছিল না, বরং ইহা দ্বীনের উদ্দেশ্যে জায়েয, বিবাহের ধারণা ছিল [অবশ্য উহাতে পালক পুত্রের প্রশ্ন আসার কারণে নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ হইতে মিথ্যা অপপ্রচারণার সন্দেহ উদ্রেক হইয়াছিল] তখন আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট করিয়া দিলেন যে, তিনিও এই বিবাহের পক্ষে।

উপরন্তু ইহাও স্পষ্ট করিয়া দিলেন যে, বিবাহকে অপসন্দ করা তো দূরের কথা, আল্লাহ্ পাক বিবাহের বিষয়টি গোপন রাখাকেও পসন্দ করেন নাই।

নবী করীম (সঃ) স্বীয় গবেষণামূলক মংগলের ভিত্তিতে বিষয়টি প্রকাশ না করিলেও আল্লাহ্ পাক উহা প্রকাশ করিয়া দেন।

সুতরাং আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে প্রকাশ করিয়া দিয়া স্বীয় রসূল (সঃ)-কে জানাইয়া দেন যে, যায়েদ যায়নাবকে তালাক প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে আপনার নিকট বিবাহ দিব। যাহাতে জাহেলিয়াতের কাহাকেও পুত্র ডাকার সংগে সংগে পুত্র হইয়া যাওয়ার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিতা হইয়া যাওয়ার ভিত্তিহীন ধারণা ও মূল্যহীন সামাজিক কুপ্রথাটি উচ্ছেদ হইয়া যায়। উপরন্তু তাঁহার স্ত্রী ও নামডাকা পিতার উপর আসল পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় হারাম হইয়া যায়।

আল-কুরআন এই তত্ত্বটিকে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْلَا
يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

www.pathagar.com

"অতঃপর যায়েদ এই মেয়েলোকটির (যায়নাব) সহিত স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করার পর আমি তাহাকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম, যাহাতে পালক পুত্রদের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করার পর মুসলমানগণ তাহাদের পত্নীদিগকে বিবাহ করায় সংকোচ বোধ না করে (অর্থাৎ পালক পুত্রগণ স্বীয় পত্নীদের সহিত সহবাস করার পরও তাহাদের পত্নিগণ তাহাদের ডাকপিতাদের জন্য হারাম হইবে না। কারণ তাহারা পালক পুত্রদের প্রকৃত পিতাই নহে যে, তাহাদের পত্নিগণ তাহাদের জন্য হারাম হইয়া যাইবে) এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অটল।" (তাঁহার নিকট যে কথা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে অবশ্যই উহা হইবে। কাজেই তাঁহার নবীর উহাতে কোনরূপ ইতস্তত করা উচিত নহে)

উপরের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সঃ)-এর হযরত যায়নাবকে বিবাহ্ করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ তাঁহার আরও পত্নী ছিলেন। বরং কার্যত জাহেলিয়াতের উপরিউক্ত কুপ্রথাটি উচ্ছেদই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, বিবেক-বিরোধী ও মূল্যহীন এই প্রথাটির উচ্ছেদ এই দুই বিবাহ ভিন্ন সম্ভব ছিল না। প্রথমটি হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর পালক পুত্র হযরত যায়েদের সহিত হযরত যায়নাবের বিবাহ এবং দ্বিতীয়টি হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর হযরত যায়নাবের সহিত বিবাহ। বলা বাহুল্য নবী করীম (সঃ) হযরত যায়নাবের নামডাকা শ্বশুর এবং হযরত যায়েদের নামডাকা পিতা ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথম বিবাহ মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না বরং দ্বিতীয় বিবাহ মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ হযরত যায়নাবকে নবী করীম (সঃ)-এর পালক পুত্রের বিবাহ প্রদান মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁহাকে তাঁহার পালক পুত্রের সঙ্গে বিবাহ প্রদান করিয়া অতঃপর নবী করীম (সঃ)-এর তাঁহাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা পত্নী এবং জাহেলিয়াতের রেওয়াজ অনুসারে পুত্রের পত্নীর সহিত বিবাহ জায়েয হওয়ার নীতিটি চালু হইয়া যায় এবং নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ হিসাবে বিষয়টি দুনিয়াবাসীদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া যায় যেন ইহাতে দুনিয়াবাসীদের কোনরূপ সন্দেহ বা ইতস্তত না থাকে। কারণ নবীর বাণীতে বিকৃত অর্থ করার সুযোগ

www.pathagar.com

থাকে বটে, কিন্তু তাঁহার কার্যে বিকৃত অর্থ করার সুযোগ থাকে না। কাজেই স্বাভাবিকভাবে নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে এই দুইটি বিবাহের প্রেরণা আসাই উচিত ছিল। প্রথমটি হইল হযরত যায়নাবের সহিত হযরত যায়েদের বিবাহের প্রেরণা এবং দ্বিতীয়টি হইল ঃ হযরত যায়নাবের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রেরণা। সুতরাং প্রথমটির ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি স্বয়ং হযরত যায়েদ ও যায়নাবের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। হযরত যায়নাবের নবী করীম (সঃ)-কে বিবাহ করার ইচ্ছা থাকিলেও তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। অপরপক্ষে হযরত যায়েদের সহিত হযরত যায়নাবের বিবাহের এতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেন যে, যায়নাব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তিনি এই বিবাহ সম্পন্ন করেন। এই বিবাহটিকে তিনি এত গুরুত্ব প্রদান করেন যে, প্রথমত হযরত যায়েদ ও যায়নাবের পারস্পরিক অসমঝোতা সত্ত্বেও তিনি এই বিবাহ সম্পন্ন করেন। এমনকি যায়েদ যায়নাবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তিনি اِتَّقِ اللّٰهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) বলিয়া তাঁহাকে হযরত যায়নাবকে বর্জন না করার উপদেশ দেন। দ্বিতীয়টির ফলশ্রুতি হিসাবে হযরত যায়নাবের তালাক হইয়া গেলে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিষয়টিকে তিনি এতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাইয়া দুনিয়াবাসীদের সমস্ত সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া এবং বর্বরদের সমস্ত অপপ্রচারণার মুখে তিনি এই বিবাহ সম্পন্ন করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, উল্লিখিত প্রেরণা দুইটি ভিন্ন বিবাহ দুইটি হওয়ার মোটেই সম্ভাবনা ছিল না এবং এই বিবাহ দুইটি ভিন্ন আল্লাহ্‌র মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ পালক পুত্রবধূকে বিবাহজনিত রেওয়াজটি উচ্ছেদ হওয়ার অন্য কোন পথ ছিল না।

এই কারণেই হযরত যায়নাব রূপবতী হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কোনরূপ আসক্তি ছিল না, বরং অন্যের নিকট বিবাহ প্রদান করিয়া নিজের উপর তাঁহাকে হারাম করার প্রেরণা জাগরুক ছিল, কিন্তু হযরত যায়নাবের তালাক হইয়া গেলে তাঁহার সৌন্দর্যের প্রতি নবী করীম (সঃ)-এর আকর্ষণ জন্মে। নবী

www.pathagar.com

করীম (সঃ) অতীব আশ্চর্যের সহিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিষয়টিকে এইভাবে ব্যক্ত করেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ "আমি ঐ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি সর্বপ্রকার দোষারোপ ও দোষ হইতে এক মুহূর্তেই হৃদয় পরিবর্তন করেন।" গতকাল পর্যন্ত যায়নাবের সৌন্দর্যের প্রতি আমার কোনরূপ আসক্তি ছিল না। কারণ তিনি হযরত যায়েদের পত্নী ছিলেন। কিন্তু আজকে তালাক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়া গিয়াছে এবং দ্বীনী স্বার্থে তাঁহাকে বিবাহ করার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। নবী করীম (সঃ)-এর উপরিউক্ত বাণীর سُبْحَانَ 'সুবহানা' শব্দ দ্বারা আশ্চর্য প্রকাশ করার কারণ, ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। قُلُوْبٌ 'কুলুবুন্' শব্দ হৃদয়ের পরিবর্তনকে প্রকাশ করে। কারণ قُلُوْبٌ শব্দের একবচন ও ধাতু হইল قَلْبٌ (কাল্‌বুন্) শব্দ। উহার অর্থ হইল ঃ হৃদয়ের পরিবর্তন। مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ (মুকাল্লিবুল কুলুবি) শব্দ প্রকাশ করে যে, উহা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে। বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরিউক্ত উভয় প্রকারের দুইটি উদ্দেশ্য ও দুইটি অনুপ্রেরণা ভিন্ন জাহেলিয়াতের এই রেওয়াজ রহিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কারণ দীর্ঘদিন যাবত ইহা চলিয়া আসিতেছিল। এইজন্যই এই দুইটি অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে হযরত যায়নাবের এই দুইটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে উহার অনুপ্রেরণা জাগরিত হয়। ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের হৃদয় যে মংগল গ্রহণের জন্য সদা-সর্বদাই প্রস্তুত থাকে ঐ মংগলের ভিত্তিতেই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছিল। আল-কুরআন উপরিউল্লিখিত আয়াতে এই দুইটি অনুপ্রেরণার প্রতিই ইংগিত প্রদান করিয়াছে। قَضٰى زَيْدٌ (কাযা যায়দুন) প্রথম অনুপ্রেরণাকে

www.pathagar.com

প্রকাশ করে এবং زَوَّجْنَاكَهَا (যাওয়াজনাকাহা) দ্বিতীয় অনুপ্রেরণাকে প্রকাশ করে। لِكَيْلَا يَكُونَ (লিকায়লা ইয়াকুনা) এই উভয় প্রকারের অনুপ্রেরণার পবিত্র উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ জাহেলিয়াতের রেওয়াজ উচ্ছেদ ও ইসলামী রেওয়াজ প্রতিষ্ঠাকে বিশ্লেষণ করে।

অবশেষে আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক পন্থায় এই নির্দিষ্ট ঘটনার গুরুত্বের পূর্ণ ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিয়া এই আয়াতের শেষেই উহার মৌলিক ভিত্তিসমূহকে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, মানুষ হযরত যায়েদ ইবনে হারিসাকে নবী করীম (সঃ)-এর ঔরসজাত পুত্র মনে করে, কিন্তু আসল ব্যাপার হইল ঃ মুহম্মদ (সঃ) তোমাদের মধ্যে কাহারও পিতা নহেন।

যথা—ফরমাইতেছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۔

(سورة الاحزاب)

"মুহম্মদ (সঃ) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নহেন বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও সমস্ত নবীর সীলমোহর। কারণ তিনি শেষ নবী এবং সর্বশেষেই সীলমোহর মারা হয়।" বলা বাহুল্য সীলমোহর মারার পর কোন জিনিস বাড়িতে বা কমিতে পারে না। এই হিসাবে তাঁহাকে সীলমোহরযুক্ত ও শেষ নবী বলা হয়। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হইল ঃ তাঁহার কোন প্রকৃত পুত্র থাকিলে তৎকালীন আরববাসিগণ তাঁহাকে নবী বানানোর চেষ্টা করিত। ফলে খতমে নবুয়তের অবসান হইয়া যাইত। এইজন্যই আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে পুরুষদের পিতা বানান নাই। কারণ ইহাতে খতমে নবুয়তের উপর দাগ পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এই নীতির ভিত্তিতেও তিনি যায়েদ ইবনে হারিসার পিতা হইতে পারেন না। কাজেই তাঁহার যায়েদের

www.pathagar.com

পত্নীকে বিবাহ করার ব্যাপারে তোমাদের দোষারোপ করার কোন অধিকার নাই। এই ব্যাপারে তোমরা যাহা কিছু বলিবে উহা জাহেলিয়াতের কথা হইবে, গ্রহণযোগ্য হইবে না।

উপরের আলোচনা প্রমাণ করে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার নবী করীম (সঃ)-এর পুত্র হওয়ার ব্যাপারটি যেরূপ ঘটনার বিপরীত, তদ্রূপ খতমে নবুয়তেরও বিপরীত। কাজেই নবী করীম (সঃ) তাঁহার পত্নীকে গ্রহণ করায় কোনরূপ প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে পারে না।

আল-কুরআন এই ঘটনার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী ছাড়া পালক পুত্র সম্পর্কে এমন কতকগুলি মৌলিক হেদায়াত বর্ণনা করিয়াছে, যাহার মাধ্যমে আমরা অবহিত হইতে পারি যে, পালক পুত্র আসল পুত্র হইতে পারে না। কাজেই তাহার উপর আসল পুত্রের হুকুমও জারি হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বের জাতিসমূহে যে ভুল ও ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, আল-কুরআন মৌলিক দিক হইতে উহাদেরও উচ্ছেদ করিয়াছে যাহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, হযরত যায়নাবের দুই বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়টি দ্বীনের কোন শাখা বিষয় নহে বরং তমদ্দুন ও সামাজিকতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। কাজেই এই ব্যাপারে চিন্তাক্ষেত্রে ও কার্যক্ষেত্রে সংশোধন একান্ত জরুরী। আল-কুরআন প্রথমত পালক পুত্রের পুত্র হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করিয়াছে এবং স্রষ্টার বাণীকে নকল করিয়াছে যে, আমি পালক পুত্রকে পুত্র বানাই নাই যে, তোমরা তাহাকে পুত্র বলিবে। যদি তোমরা পুত্র বল, তাহা হইলে উহা শুধু তোমাদের মৌখিক কথা হইবে।

এই প্রসংগে আল-কুরআন বলিতেছে ঃ

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ - (الاحزاب)

"আল্লাহ্ পাক তোমাদের পালক পুত্রদিগকে পুত্র করেন নাই। ইহা তোমাদের মুখের কথা এবং আল্লাহ্ পাক বলেন এবং তিনিই সরল পথে চালিত করেন।" (সূরায়ে আহ্যাব)।

www.pathagar.com

আল-কুরআন পালক পুত্রের মৌখিক ও শুধু সৌহার্দমূলক সম্পর্ককে ঔরসজাত ও প্রকৃত সন্তানের মৌলিক সম্পর্ক হইতে পৃথক রাখার জন্য দ্বিতীয় হেদায়াত এই প্রদান করিয়াছে যে, পালক পুত্রকে তাহার আসল পিতার প্রতি সম্বন্ধ করিয়া ডাকিতে হইবে এবং ডাক-পিতার প্রতি সম্বন্ধ করিয়া ডাকা যাইবে না যাহাতে এই মৌখিক ও ডাক পুত্রকে মানুষ প্রকৃত পুত্র মনে না করে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে নিজের সন্তান ও অপরের সন্তানের তারতম্যের ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। ইহার ফলে বর্বরগণ একের হুকুম অপরের উপর জারি করার হিম্মত পাইতে পারে। কারণ এইভাবে হুকুম-আহ্‌কামের সীমারেখা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আল-কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ - (الاحزاب)

"পালক পুত্রদিগকে তাহাদের প্রকৃত পিতার নামে ডাক। ইহাই আল্লাহ্‌র নিকট সুবিচার ও ইন্‌সাফের কথা।"

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সংগে সংগে মুসলমানগণ হযরত যায়েদকে যায়েদ ইব্‌নে মুহম্মদ ডাকা বর্জন করে। স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-ও তাঁহাকে বলেন যে, "তুমি আমাদের ধর্মীয় ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। আমি তোমার অভিভাবক মাত্র, তুমি আমার পুত্র নও।"

ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, পালক পুত্রকে ডাকপিতার সম্বন্ধ করিয়া ডাকা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে তাহার উপর কিছুতেই ঔরসজাত সন্তানের হুকুম জারি হইতে পারে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআন পালক পুত্রদিগকে ঔরসজাত পুত্রদের হুকুম হইতে খারিজ করার ব্যাপারে একটি বুনিয়াদি ও গুরুত্বপূর্ণ হুকুম এই জারি করিয়াছে যে, পালক পুত্রের পত্নী বিধবা হইয়া গেলে সে নামডাকা শ্বশুরের জন্য হারাম হইতে পারে না। কারণ সে তাহার পুত্রবধূ নহে। পালক পুত্র তাহার ঔরসজাত পুত্র ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার প্রকৃত পিতা নহে।

www.pathagar.com

সুতরাং আল-কুরআনে যেখানে পুত্র পত্নীদিগকে তাহাদের শ্বশুরদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছে, সেখানে পুত্রদের সহিত مِنْ أَصْلَابِكُمْ 'মিন্ আসলাবিকুম' শব্দটি সংযোজন করিয়া দিয়াছে।

ইহার অর্থ হইল, যে পুত্রগণ প্রকৃত ও তাহাদের ঔরসজাত হইবে তাহাদের স্ত্রীগণও তাহাদের পিতাদের জন্য হারাম হইবে। ইহাতে বোঝা গেল যে, যে পুত্রগণ প্রকৃত ও ঔরসজাত হইবে না শুধু ডাকপুত্র হইবে, তাহাদের স্ত্রীগণও হারাম হইবে না। কারণ তাহারা পুত্রই নহে যে, তাহাদের উপর পুত্রের হুকুম জারি হইবে।

এই প্রসংগে আল-কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ "এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছে।" ইহার অর্থ হইল, যাহারা ঔরসজাত পুত্র নহে বরং ডাকপুত্র, যাহাদিগকে আমরা পালক পুত্র বলিয়া থাকি, তাহারা এই হুকুমের মধ্যে শামিল নহে। কারণ তাহারা পুত্রই নহে। ফলকথা হইল ঃ مِنْ أَصْلَابِكُمْ 'মিন্ আসলাবিকুম' শব্দটি সংযোজনের কারণে ডাকপুত্রদের হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে এবং ইহাও স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের স্ত্রীগণ ইহাদের ডাক পিতাগণের জন্য হারাম নহে। কারণ ইহারা তাহাদের পুত্র নহে এবং তাহারাও ইহাদের পিতা নহে। কাজেই ইহাদের স্ত্রীগণ ইহাদের প্রকৃত বধূ নহে যে, ইহাদের উপর প্রকৃত বধূর হুকুম জারি হইবে।

সারকথা হইল ঃ আল্লাহ্‌র মৌলিক বিধান ও স্বাভাবিক কানূন সুস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার পর ইহার বিরোধী দুনিয়ায় প্রচলিত যে কোন রেওয়াজই লক্ষণীয় নহে। সুতরাং এই ধরনের যে কোন রেওয়াজই প্রত্যাখ্যাত হইবে এবং উহার মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র কানূনই গৃহীত হইবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কানূন, যাহা প্রত্যাদেশ এবং বিবেকসম্মত ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রমাণিত, উহা রেওয়াজের অচল দলীল

www.pathagar.com

দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। বরং আইনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কানূনের বিরোধী এই রেওয়াজকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। "কারণ আল্লাহ্‌র কানূনের বিরোধী হওয়াই এই রেওয়াজ ভুল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্‌র শরীয়তের গুরুত্ব ও ইহা অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নহে, তাহারাই একমাত্র রেওয়াজের মাধ্যমে শরীয়তকে বিনষ্ট ও উৎখাত করার হিম্মত পাইতে পারে। ইহা একমাত্র তাহাদের দ্বারাই সম্ভব, যাহারা কমিশন বসাইয়া রেওয়াজ ও প্রথার দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাবে সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে লজ্জা বোধ করে না। বলা বাহুল্য রেওয়াজ মানুষের তৈরী ও শরীয়ত আল্লাহ্‌র তৈরী। যেহেতু আল্লাহ্ পাক মানুষের অনুগত হইতে পারেন না, সেহেতু তাঁহার কানূনও মানুষের তৈরী কানূনের অনুগত হইতে পারে না। এইজন্যই আল-কুরআন মৌলিকভাবে রেওয়াজ ও আল্লাহ্‌র কানূনকে নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছে, যাহাতে নবী করীম (সঃ) আল্লাহ্‌র কানূনের মুকাবিলায় মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত রেওয়াজকে গ্রহণ না করেন।

আল-কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

(ওয়ালা তাত্তাবে আহ্‌ওয়াহুম বাঅদা মা-জায়াকা মিনাল্‌হাক্কি) "এবং সত্য আসার পর আপনি তাহাদের (এই মূর্খদের) প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেন না।"

অন্যত্র আল-কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ
يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

www.pathagar.com

(ওয়ালাতাত্তাবেয়ু আহ্ওয়া আহমু ল্লাযীনা লাইয়া'লামূনা ইন্নাহুম লাঁ ইউগ্নূ আন্কা মিনাল্লাহি শাইয়াউ ওয়া ইন্নাযযালিমীনা বা'দুহুম আউলিয়াউ বায়দিন ওয়াল্লাহু ওয়ালিউল মুত্তাকীন্)

"(আল্লাহ্কে বাদ দিয়া) অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। এবং নিঃসন্দেহে অত্যাচারিগণ একে অপরের সাহায্যকারী এবং আল্লাহ্ মুত্তাকিদের বন্ধু ও অভিভাবক।"

এই প্রসংগে হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) ফেরাউনের মুকাবিলায় প্রেরণ করার সময় আল-কুরআন তাঁহাদিগকে যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল, উহা হইল ঃ

وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

(ওয়ালা তাত্তাবিয়ান্নে ছাবিলাল্লাযীনা লাইয়ালামূন) "এবং তোমরা কেহই অজ্ঞদের মত তাহাদের পথের অনুসরণ করিবে না।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সঠিক ইল্ম্ ও আল্লাহ্র শরীয়তের মুকাবিলায় অজ্ঞদের পথে চলা নিষেধ, প্রকারান্তরে ঐ সমস্ত জাতীয়, দেশীয় ও গোত্রীয় রেওয়াজ ও প্রথার অনুসরণের নিষেধ, পুঁজিপতিগণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া যাহা সমাজে চালু করে এবং সমাজের সাধারণ শ্রেণীর লোকগণও বাধ্য হইয়া তাহাদের অন্ধ অনুসরণ করে। কিছুদিন পর এই রেওয়াজ ও প্রথাসমূহ ফুলিয়া-ফাঁপিয়া জাতীয় কানূনের মর্যাদা লাভ করে। ইহাদের ক্ষতি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রেওয়াজী অক্টোপাশ ও সামাজিক নাগপাশে আবদ্ধ মানুষ ইহাদের প্রতি সংকীর্ণ ও সংকোচ মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে এই সমস্ত শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে ইহাদের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করেন, ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করেন। তাঁহাদের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের যোগ্য প্রতিনিধিগণ এই মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন যাহাতে ন্যায় ও সত্য দ্বীন অন্যায় ও অসত্য রেওয়াজসমূহের উপর প্রবল থাকে এবং মানুষের কানূনের পরিবর্তে দুনিয়াতে আল্লাহ্র কানূন চালু হয়।

www.pathagar.com

জাহেলিয়াতে পালক পুত্র প্রসংগে এমনিভাবে ডাক পিতা-পুত্র ও ডাক পুত্রবধূকে প্রকৃত পিতা-পুত্র ও প্রকৃত বধূ মনে করার একটি ভুল ধারণা ও ত্রুটিযুক্ত রেওয়াজ সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং উহা কানূনের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। রসূল (সঃ) যেরূপ উহাকে দলীলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত প্রমাণ করেন, স্বীয় উত্তম আদর্শ দ্বারাও সেরূপ উহার ভিত্তিহীন মূলকে উৎপাটন করিয়া দেন যাহাতে শত শত বৎসরের মানুষের মন-মগজে প্রবিষ্ট এই ভূত বাহির হইয়া যায় এবং উহার স্থলে সরল পথ স্পষ্ট হইয়া যায়। বলা বাহুল্য এই পথ ভিন্ন উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। ইহাকে আরববাসী মুশরিকদের হৃদয়ে বিধবা নারীর বিবাহ সম্পর্কে জমাট কু-ধারণার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য বর্তমানে হিন্দু সমাজ বিধবা নারী সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। ইহাকে উৎপাটনের জন্য নবী করীম (সঃ) মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ (ওয়াআন্‌কিহুল আয়ামা মিন্‌কুম্‌) "এবং তোমাদের মধ্যে বিধবাদিগকে বিবাহ কর।"

নবী করীম (সঃ) কার্যতও ইহার আদর্শ পেশ করেন। সুতরাং একজন ছাড়া তাঁহার সমস্ত পত্নীই বিধবা ছিলেন। ইহার ফলে বিধবা নারী সম্পর্কে মুসলমানদের হৃদয় হইতে এই ধারণা ঘুচিয়া যায় এবং তাহারা ইবাদত মনে করিয়া ইহা করিতে শুরু করে। ইহাকে আরববাসীদের নারী সন্তান জন্মলাভ করার সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যাখ্যার অপেক্ষা থাকে না যে, তাহারা ইহাকে অত্যন্ত দোষ ও লজ্জার বিষয় মনে করিত। কাজেই নারী সন্তান জন্মলাভ করিলে তাহারা ইহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া রাখিত। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে এই রেওয়াজ চালু ছিল। আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে যেখানে এই রেওয়াজ কুরআনের শিক্ষার ও শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী বলিয়া জানাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার নবীকে সমস্ত নারী সন্তান দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য নবী করীম (সঃ)-এর একজন পুরুষ সন্তানও ছিল না, যাহাতে নারী সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে মানুষ দোষের বিষয় মনে না করিয়া সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে।

www.pathagar.com

সুতরাং এই প্রসংগে পুরুষ সন্তানের পিতা না হওয়াকে আল-কুরআন নবী করীম (সঃ)-এর গৌরবের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সুতরাং আল-কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -

(মা-কানা মুহম্মাদুন্ আবা আহাদিম মির্‌রিজালিকুম্ ওয়ালা-কির্ রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন্)।

"মুহম্মদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহেন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ও শেষ নবী।"

উপরের আলোচনায় আমরা অবহিত হইলাম যে, হযরত যায়েদকে নবী করীম (সঃ) পালক পুত্র করিয়াছিলেন। এই হিসাবে তাঁহাকে মুহম্মদ ইব্‌নে যায়েদও বলা হইত। অতঃপর নবী করীম (সঃ) তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, যাহার ফলে তাঁহার 'মুহম্মদ ইবনে যায়েদ' নাম লোপ পায়। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, যাহাতে মানুষ নারী সন্তানের পিতা হওয়াকে দোষের বিষয় মনে না করিয়া উহাকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। এই সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেও আলোকপাত করিয়াছি।

ফল কথা হইল ঃ ইসলামী কানূন ও নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ পালক পুত্রের রেওয়াজী গুরুত্বের অবসান করিয়া উহার স্থলে তাহার মৌলিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, ইহা একটি মৌখিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা বা আত্মীয়তার হুকুমের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কারণ মৌখিক সম্পর্ক একটি ঐচ্ছিক বিষয় এবং আত্মীয়তা অনৈচ্ছিক বিষয়। বলা বাহুল্য ঐচ্ছিক বিষয় অনৈচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক বিষয় কখনও ঐচ্ছিক হইতে পারে না। ধরিয়া লইলে ইহার বিপরীত হইতে পারে না। রেওয়াজ বা প্রথা যে কোন নামেই উহাকে চালু করা হউক না কেন, উহা মূলবস্তু, বিবেক ও শরীয়তের উপর হাকীম হইতে পারে না, দ্বীনই উহার উপর প্রবল ও অবশ্য পালনীয় হাকীম থাকিবে।

www.pathagar.com

পূর্বে বর্ণিত ঘটনাসমূহ আলোচ্য বিষয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও উহার বিশ্লেষণ ঃ

আল-কুরআন সংক্ষিপ্তভাবে ইহাদের ভিত্তিসমূহকে ও আল-হাদীস এই ভিত্তিসমূহের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদিগকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছে। উভয়ের সমষ্টিই এই ঘটনাসমূহের নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস। এই সন্নিবেশিত ও অকাট্য ঘটনাসমূহের মধ্যে আপনি কোথায় ও স্বীয় মস্তিষ্কপ্রসূত অলীক বিষয়সমূহ সংযোজন করিয়া বাইবেলের ইতিহাসকে বিকৃত করার এবং উহাকে কুরআনের উপর বর্তাইবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। উপরের আলোচনায় আপনার অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে বৃথা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও উল্লিখিত ঘটনাসমূহের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে আপনার সন্দেহসমূহের মুখোশ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেওয়া জরুরী মনে করি যাহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই সন্দেহসমূহকে কুরআনের উপর বর্তানোর ব্যাপারে কতটুকু প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বিশেষ করিয়া যে সমস্ত বিষয় কুরআনে নাই, উহাদিগকে কুরআনের উপর বর্তানোর ব্যাপারে কতটুকু ধৃষ্টতা অবলম্বন করা হইয়াছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ

১। আপনি কুরআনের বরাত দিয়া দাবী করিয়াছেন যে, রসূল (সঃ) একটি উপযুক্ত দম্পতির (অর্থাৎ যায়েদ ও যায়নাবকে) বিচ্ছেদ করিয়া তিনি নিজে যায়নাবকে বিবাহ করেন। কারণ যায়েদ একজন পূর্ণ স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ও শিক্ষিত যুবক ছিলেন। তাঁহার পত্নী হযরত যায়নাবও পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী, সুদর্শনা যুবতী ছিলেন। কিন্তু মুহম্মদ (সঃ) অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। আপনার কথার সারার্থ হইল ঃ যায়েদ ও যায়নাবের উপর সরাসরি যুলুম করা হয়। এই প্রসংগে আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য, কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়? কুরআনের মাধ্যমে বরং ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই দম্পতির বিবাহের স্থলেই ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল। কুরআনে কি স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হযরত যায়েদকে বিরাট নিয়ামত প্রদান করা হয়? তন্মধ্যে বিবাহ একটি বিশেষ নিয়ামত। কুরআনের

www.pathagar.com

أَنْعَمْتَ (আন্আমৃতা) ও أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (আন্আমাল্লাহু 'আলাইহি) উহার সংক্ষিপ্ত অথচ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর হাদীস উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছে। উপরে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আপনিই বলুন, বিবাহের নিয়ামত উপযুক্ত দম্পতির মিলনের জন্য প্রদান করা হয়, না বিচ্ছেদের জন্য?

দ্বিতীয়ত, হাদীসে ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, রসূল (সঃ) স্বয়ং হযরত যায়নাবের নিকট হযরত যায়েদের বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত যায়নাবের পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশেই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য হইল ঃ বিবাহের পয়গাম দাম্পত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করা হয়, না উহা বিচ্ছেদের জন্য?

তৃতীয়ত, যায়েদ ও যায়নাবের উপর বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এই জবরদস্তি করা হইয়াছিল, না বিবাহ সম্পন্নের উদ্দেশ্যে? চতুর্থত, হযরত যায়েদের রসূল (সঃ)-এর দরবারে হযরত যায়নাবকে তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারবার উপনীত হওয়া এবং রসূল (সঃ)-এর উহা হইতে বিরত থাকার উপদেশ দান, যে বিষয়টিকে আল-কুরআন, أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (আম্ছিক আলাইকা যাওজাকা) 'তোমার পত্নীকে রাখ' বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, ইহা দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছেদের প্রচেষ্টা, না দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা?

ফলকথা হইল ঃ (ক) কুরআনের বর্ণনামতে স্বয়ং রসূল (সঃ) এই বিবাহ সম্পন্ন করেন, কিন্তু আপনার বর্ণনামতে তিনিই ইহা বিচ্ছিন্ন করেন। (খ) কুরআনের বর্ণনামতে এই দম্পতির মিলন এবং এই মিলনকে বজায় রাখার ব্যাপারে রসূল (সঃ) জবরদস্তির পথ অবলম্বন করেন, কিন্তু আপনার বর্ণনামতে কুরআনের দৃষ্টিতে রসূল (সঃ) এই মিলনকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে জবরদস্তির পথ অবলম্বন করেন। অবশেষে বিকৃত বর্ণনারও একটি সীমা আছে। তরি-তরকারিতে লবণ দেওয়া অতি সহজ কাজ, কিন্তু তরকারি পাক করা

www.pathagar.com

অতি কঠিন কাজ। নিজে দোষ করিয়া অপরের ঘাড়ে চাপানো অতি সহজ বিষয়।

আপনি কুরআনের উপর দোষ বর্তাইয়া বলিয়াছেন যে, কুরআন একটি আশ্চর্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। কারণ উহা স্বীয় পুত্রবধূকে বিবাহ করার অনুমোদন দান করিয়াছে। রসূল (সঃ) স্বীয় পালক পুত্রবধূ হযরত যায়নাবকে বিবাহ করা উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর আসমানী ওহী অর্থাৎ কুরআন উহাকে অনুমোদন দান করিয়া আধ্যাত্মিকতা, পূত ও পবিত্রতার উপর এমন মোটা আবরণ ফেলিয়াছে, যাহার ফলে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে এবং ইসলামে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে স্বীয় পুত্রবধূকে বিবাহ করার অধিকার অর্জিত হইয়া গিয়াছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য হইল ঃ অপরের প্রতি আকর্ষণের অর্থ কি এই যে, তাহাকে অপরের পত্নীত্বে প্রদান করিয়া নিজের উপর তাহাকে অবৈধ করা? উহার কি এই পন্থা হইতে পারে যে, যায়েদকে তালাক হইতে বাধা দান করিয়া নিজের আকর্ষনের সমূহ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া?

যদি নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে যায়নাবের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া হযরত যায়েদকে তালাক প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের ভয় না দেখাইয়া বরং তালাক দিতে উৎসাহিত করিতেন। উপরন্তু হযরত যায়নাব যেহেতু নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, সেইহেতু তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে অবাধে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। কারণ উহার পথে কোন কন্টক ছিল না।

উপরে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ মনে করিয়াই হযরত যায়নাব এই পয়গাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের আলোচনায় বোঝা গেল যে, হযরত যায়নাবের বিবাহের ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাদেশ ও আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছার অনুসরণ করেন। ইহাতে তিনি ব্যক্তিগত মতেরও অনুসরণ করেন নাই। পক্ষান্তরে আপনি কুরআনে মিথ্যা আরোপের প্রশ্রয় গ্রহণ করিয়া হযরত যায়নাবের বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া

www.pathagar.com

নবী করীম (সঃ)-এর উপর নানা ধরনের মিথ্যা আরোপ করিয়া বিশ্ব-বাসীকে প্রবঞ্চিত করার অপপ্রয়াস পাইয়াছেন। এই অসৎ উদ্দেশ্যে আপনি মূল ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া উহার বিপরীত দিক প্রমাণ করার অপচেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা দিনকে রাত্র ও রাত্রকে দিন করার অপপ্রয়াসের শামিল। ইহা একমাত্র আপনার মত বীর পুরুষদেরই (?) কাজ—ইহাই আপনার জ্ঞানের পরিধি। আপনার মত লোক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ হযরত যায়নাবের তালাক স্থির নিশ্চিত হওয়ার পর নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে তাঁহার প্রতি যে আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, উহাকে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে স্বীয় হৃদয়ের পরিবর্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বাণী سُبْحَانَ اللّٰهِ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ

(সুবহানাল্লাহি মুকাল্লিবাল কুলুব) "আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি হৃদয় পরিবর্তন করেন" ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার অর্থ হইল ঃ হযরত যায়নাবের তালাক স্থির নিশ্চিত হওয়ার পরও যদি নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয় পূর্বের ন্যায় তাঁহার ভালবাসাশূন্য হইত, তাহা হইলে এই বিবাহ বন্ধন কিছুতেই সম্ভব হইত না। ফলে পালকপুত্র বধূর ডাক শ্বশুরের সহিত বিবাহ সম্পর্কিত কুপ্রথাটির উচ্ছেদ হইত না। ইহাতে উত্তম আদর্শের পথে এক বিরাট ছিদ্র থাকিয়া যাইত। এই কারণেই আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর হৃদয় পরিবর্তন করিয়া দেন। এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল ঃ নির্বোধরা এই বিবাহকে হযরত যায়নাবেব প্রতি নবী করীম (সঃ)-এর স্বভাবগত আকর্ষণের ফল বলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা এইরূপ ছিল না বরং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ছিল।

উপরোল্লিখিত হাদীস, سُبْحَانَ اللّٰهِ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ

(সুবহানাল্লাহি মুকাল্লিবাল কুলুবি) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, নবীর আত্মা পবিত্র ও শান্ত হইয়া থাকে। অবশ্য, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আত্মপ্রকাশ করার সময় স্বভাবের পথ দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। নবীর অনুপ্রেরণা ও সাধারণ মানুষের অনুপ্রেরণা একই পথ দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। তত্ত্ব ও কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হইয়া থাকে। যেখানে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক কার্য প্রবৃত্তির তাগাদায় সম্পাদিত হয়, সেখানে নবীর স্বাভাবিক কার্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়। মানুষ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বাহ্যিক কার্যদৃষ্টে আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিজেদের সমতুল্য মনে করে অথচ কার্যের মৌলিক উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ হইয়া থাকে।

জনৈক পার্সী কবি যথার্থই বলিয়াছেন ঃ

کاریاکان راقیاس از خود مگیر
گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر

"যদিও লেখার মধ্যে 'শীর ও শের' হয় অর্থাৎ কোন পার্থক্য না হয় ('শীর ও শের' পার্সী ভাষার দুইটি শব্দ। বাহ্যত উহাদের লেখার মধ্যে কোন তারতম্য নাই। 'শীর' অর্থ দুধ ও 'শের' অর্থ ব্যাঘ্র। তাহা হইলেও কর্মীদিগকে (বুযুর্গানে দীনকে) নিজেদের মত মনে করিও না।" চিন্তা করিলে অনুধাবন করা যায় যে, এই বিবাহকে প্রবৃত্তির আকর্ষণের ফল বলা একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই কাজ, যে ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীর মর্যাদা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনবহিত। ইহাতে হৃদয়ংগম করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কখনও কোন নবীর উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় নাই। কারণ নবুয়তে বিশ্বাসী ব্যক্তির মুখে কখনও এমন কথা উচ্চারিত হইতে পারে না, যাহা দ্বারা কোন নবীর উপর পূর্বস্তি পূজার দোষ ও সন্দেহ আরোপিত হইতে পারে। কোন কারণে এই ব্যক্তি এই মহান ব্যক্তিত্বকে নবী স্বীকার না করিলেও ইহা তাহার জানা উচিত যে, অদ্যাবধি কোটি কোটি মানুষের এই মহামান্য ও আদর্শ ব্যক্তি সম্পর্কে কোন শিষ্ট ও সভ্য ব্যক্তি এইরূপ অশালীন উক্তি করিতে হিম্মত পায় নাই। ইসলাম ইহাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছে এবং নবীর সামান্যতম অপমানকে কুফর বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। দ্বিতীয়ত অবিশ্বাস ও মিথ্যা আরোপের উপর আপনার ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও আপনার

www.pathagar.com

জানিয়া রাখা উচিত যে, ইসলামের ভিত্তি বিশ্বাস ও সত্য আরোপের উপর। ইসলামের দৃষ্টিতে, নবী করীম (সঃ)-এর নবুয়ত ও মহত্ত্ব স্বীকার করা যতটুকু জরুরী হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুয়ত ও মহত্ত্ব স্বীকার করা ততটুকু জরুরী। কারণ এই দুইজন ও অন্যান্য নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মানুষ মুসলমান হইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সামান্যতম অপমান করিলে ঈমান ও দীন বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এই সম্পর্কে কুরআনে করীম সূরায়ে বাকারার পনের রুকুতে প্রকাশ্য ঘোষণা আছে, "আমরা ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারি না।" ইহার অর্থ হইল ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে যতজনের নাম জানা আছে, পৃথকভাবে নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক নবীর উপর ঈমান গ্রহণ করিতে হইবে। নাম উল্লেখ না করিয়া মোটামুটিভাবে প্রত্যেকের উপর ঈমান আনিলেও চলিবে। ইহার অর্থ হইল ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে সমস্ত নবীদের উপর ঈমান গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় কেউই মু'মিন হইতে পারিবে না। কিন্তু আপনার মতে যেহেতু ধর্মের ভিত্তি অবিশ্বাস ও মিথ্যা আরোপের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই এই ধরনের কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। বর্তমানের প্রচলিত নীতি হইল ঃ কেউ কোন বিষয়ে মৌলিক দিক হইতে প্রতিবাদ করার সুযোগ না পাইলে নিজের মনের ঝাল মিটাইবার জন্য স্বীয় মতকেই প্রাবল্য দান করে। ইহা তাহার কুস্বভাব ও পর দোষ অন্বেষণের প্রমাণ।

আপনি হযরত যায়নাবের প্রতি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে সৃষ্ট নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ের অনুপ্রেরণা ও উহা গোপন রাখার বিষয়টিকে অতি বড় করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন যে, এই ধারণা যদি সুধারণা হইত তাহা হইলে তিনি লোকভয়ে ইহা কেন গোপন করিলেন? সাধারণত মনের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রকেই গোপন করা হয়, যাহা প্রকাশ করিলে সম্মান বিনষ্ট হওয়া ও লজ্জা পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরন্তু আপনি বিষয়টিকে কুরআনের মাধ্যমেও প্রমাণ করার অপচেষ্টা করিয়াছেন। আপনার প্রতিবাদের সার হইল ঃ কুরআনও এই বিষয়টিকে নেক নজরে দেখে নাই। এই মর্মে আপনি

www.pathagar.com

স্বীয় চিঠিতে লিখিয়াছেন ঃ পাঠ করুন, সূরায়ে আহযাব (আল্লাহ্ পাক স্বীয় রসূলকে বলিতেছেন, "আপনি হৃদয়ে একটি বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে বিষয়টিকে আল্লাহ্ পাকের প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল, আপনি মানুষকে ভয় করিতেছিলেন, অথচ একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত ছিল। আপনার অনুদিত এই আয়াত হইতে আপনি নিম্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। "ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর একটি বিষয় বর্ণনা করিতে চান, তাঁহার নবী যাহা প্রকাশ করিতে ভয় পান, কিন্তু তাঁহার নবীর ইহা পূরণ করার পূর্ণ সাধ ছিল। অবশ্য, লোকভয়ে তিনি ইহা পূরণ করার হিম্মত পাইতেন না। তিনি ভয় পাইতেন যে, মানুষ তাঁহার সাধ পূরণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে।"

আপনার উল্লিখিত ইবারতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আপনি নবী করীম (সঃ)-এর বিষয়টিকে গোপন করা, ইহা প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁহার ভয় করা এবং আল্লাহ্র বিষয়টিকে প্রকাশ করাকে তাঁহার প্রবৃত্তির প্রেরণা ও হৃদয়ের গোপন ষড়যন্ত্র প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। এই কারণে আপনি ইহাকে হযরত যায়নাবের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে সাধ পূরণ করার ইচ্ছা ছিল ইত্যাদি অশালীন ও অশোভনীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রকাশ করার ভয়কে স্বীয় ত্রুটি প্রকাশ করার ভয় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আপনি ভদ্র ভাষার পথ পরিহার করিয়া উহার উপর অভদ্র ও অসভ্য ভাষার লেবেল আঁটিয়া দিয়াছেন, "যাহাতে মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি না করে।" ইহার অর্থ হইল ঃ যাহাতে তাঁহার ত্রুটি জনসমাজে প্রচারণা হয়। উপরন্তু আপনি আল্লাহ্র বিষয়টিকে প্রকাশ করাকে তাঁহার নবীর ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেওয়া বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আপনার কথার সারার্থ হইল ঃ নবী করীম (সঃ) স্বীয় ত্রুটি ঢাকা দেওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন, যাহাতে মানুষ ইহা লইয়া হাসাহাসি না করে। অপরদিকে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর ত্রুটি প্রকাশের চেষ্টায় রত ছিলেন, যাহাতে মানুষ ইহা লইয়া হাসাহাসি করে। উপরন্তু আপনি এই সমস্ত বাজে বিষয়কে কুরআনের উপর বর্তাইবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। ইহা আপনার পূর্ণ জ্ঞানেরই (?) পরিচয়।

www.pathagar.com

এখন আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য হইল ঃ কুরআনের কোন্ শব্দ দ্বারা নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ের গোপন বিষয়টি দোষণীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়? উপরন্তু ইহাও জিজ্ঞাস্য যে, নবী করীম (সঃ)-এর এই গোপন বিষয়টি প্রকাশ করার ভয় গোনাহ্র কারণে, না দোষের কারণে ছিল? এই স্থলে আমি এই কথাই বলিব, যাহা আপনি পালক পুত্রবধূর বিবাহ বৈধ সম্পর্কে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ কিভাবে প্রতিবেশীর পত্নীর প্রতি লোভ করিও না সম্পর্কিত শরীয়তের নির্দেশকে কুরআনের পালক পুত্রবধূকে ডাক শ্বশুরের বিবাহ করা বৈধ সম্পর্কিত নির্দেশের মাধ্যমে বাতিল করিতে পারেন? অথচ আল্লাহ্র শরীয়তে পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। ইহার উত্তরে আমি বলিব, আল্লাহ্ না করুন, যদি বিবাহের গোপন ধারণা কোন দোষের বিষয় হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্ পাক কিভাবে তাঁহার রসূলগণকে যাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করিয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার চিরাচরিত নীতি, দোষমুক্ত এবং অতঃপর তাহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণ্যে তাঁহাদিগকে অবমাননা করিয়া স্বীয় নীতিকে বাতিল করিতে পারেন? বলা বাহুল্য, তাহার নিকট নবী অর্থই হইল যাঁহারা পাপ ও গোনাহ্ হইতে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র ও নিষ্কলুষ।

আপনি কি কুরআনের সুস্পষ্ট ইবারতের দ্বারা ইহাও বুঝেন নাই যে, কুরআন নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে কি বিষয়টি গোপন ছিল, উহাও ব্যক্ত করে নাই? কুরআন শুধু এইটুকু বলিয়াছে যে, "(হে নবী) আপনি স্বীয় হৃদয়ে একটি বিষয় গোপন করিতে ছিলেন, কিন্তু এই গোপন বিষয়টি কি ছিল এবং উহা কি কারণে গোপন রাখা হইয়াছিল? এই সম্পর্কে কুরআন সম্পূর্ণ নীরব। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই গোপন বিষয়টি ঘটনা সম্পর্কিত ছিল এবং নকল ও রেওয়াত ভিন্ন ঘটনা অবহিত হওয়ার অন্য কোন পথ নাই। অনুমান, কল্পনা বা গবেষণা উহা অবহিত হওয়ার পথ নহে। কাজেই কুরআন সংক্ষিপ্তভাবে যে বিষয়ের প্রতি ইংগিত প্রদান করিয়াছে, উহার বিস্তারিত বিবরণ একমাত্র ইতিহাস ও রেওয়ায়েতের মাধ্যমেই অবহিত হইতে হইবে। সুতরাং হাদীস এই সংক্ষিপ্ত বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছে যে, নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ের এই গোপন বিষয়টি হযরত

www.pathagar.com

যায়নাবের বিবাহ সম্পর্কিত ধারণা ছিল। হযরত যায়নাবের তালাক প্রায় স্থির নিশ্চিত হইয়া যাওয়ায় নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে এই ধারণা জন্মে। উপরে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উপরন্তু কুরআনে হাকীম ইহাও বলিয়াছে যে, আপনি হৃদয়ে যে বিষয়টি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আল্লাহ্ পাক উহা প্রকাশ করিতে চান।

সুতরাং নকল ও রেওয়ায়েত অনুসারে (বিশুদ্ধ বর্ণনা পরম্পরায়) প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক যে বিষয়টিকে প্রকাশ করেন, উহা নবী করীম (সঃ)-এর হযরত যায়নাবের সহিত বিবাহের ধারণা ছিল। কাজেই কুরআনের বর্ণনার দৃষ্টিতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই গোপন বিষয়টি যায়নাবের বিবাহের ধারণা ছিল। আল্লাহ্ পাক বিবাহের মাধ্যমে এই গোপন বিষয়টিকে বাস্তব রূপ দান করেন। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, হৃদয়ে কোন তালাকপ্রাপ্তার প্রতি আকর্ষণ থাকা কোন দোষের বিষয় নহে। বিনা প্রয়োজনে উহা প্রকাশ না করা কিংবা প্রয়োজনে উহা প্রকাশ করা মূলত কোন অন্যায় বা দোষের বিষয় নহে। এখন প্রশ্ন হইল ঃ এই বিবাহের ধারণা নবী করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে কেন পয়দা হইয়াছিল? কুরআন করীম ইহারও ব্যাখ্যা দান করিয়াছে। উহা হইল ঃ হযরত যায়েদ বারবার তালাকের সংকল্প লইয়া নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে উপনীত হওয়ায় তাঁহার পবিত্র মস্তিষ্কে এই ধারণা পয়দা হইল যে, যদি যায়েদ তাঁহার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তাহা হইলে যায়নাব ও তাঁহার আত্মীয়দের মন ও মান নষ্ট হইবে। ইহার সমূহ দোষ আমারই উপর বর্তাইবে। কারণ যায়নাব সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার নির্দেশ-ক্রমেই বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছে। এখনও আমি বারবার যায়েদকে তাঁহাকে তালাক প্রদান না করার পরামর্শ প্রদান করি-তেছি। এমতাবস্থায় তালাক দিলে আমারই উহার সমাধান করিতে হইবে। একমাত্র যায়নাবকে বিবাহ করার মাধ্যমেই উহার সমাধান হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, এই পবিত্র ও উদার ধারণাকে দোষ কিংবা ষড়যন্ত্র আখ্যা দেওয়া একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই কাজ হইতে পারে, যাহার মনে

www.pathagar.com

চোর লুক্কায়িত আছে। উপরন্তু ইহার সম্পূর্ণ দোষ কুরআনের উপর বর্তানো শুধু চুরিই নহে, বরং চুরির উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ। ইহাকে চুরি না বলিয়া রাহাজানিই বলা সমীচীন। অন্যথায় আপনাকে বলিতে হইবে কুরআনের কোন্ শব্দ ও কোন্ শব্দের মর্ম দ্বারা আপনি এই ধারণাকে দোষ বা ষড়যন্ত্র বলিলেন? ইহা কি কুরআনের ও কুরআনের উপর অবৈধ ও অন্যায় হামলা নহে? এবং এতদ্-সম্পর্কিত ইতিহাসে মনগড়া অলীক ইতিহাস সংযোজন করা কি ইতিহাসের স্পষ্ট খেয়ানত নহে যে, কুরআন একটি গোপন বিষয়ের কথা ঘোষণা করিতে এবং আপনি স্বীয় পক্ষ হইতে উহার সহিত একটি ভিত্তিহীন বিষয় সংযোজন করিয়া উহাকে দোষ বলিবেন? কুরআন স্বীয় সংকেত ও বর্ণনার মাধ্যমে উহার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বর্ণনা করিবে এবং আপনি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া উহার সহিত কাল্পনিক ইতিহাস সংযোজন করিবেন? ইহা কি কুরআন ও কুরআন-পন্থিগণের উপর প্রকাশ্য মিথ্যা আরোপ ও নির্ভুল ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া দুনিয়াবাসীকে প্রবঞ্চিত করা নহে? আপনার মত ধর্মযাজকের পক্ষ হইতে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আপনি স্বপক্ষে জোরদার প্রমাণ হিসাবে কুরআনের এই আয়াতাংশটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, وَتَخْشَى النَّاسَ (ওয়াতাখশান্নাসা) "এবং (হে নবী) আপনি (এই গোপন বিষয়টির ব্যাপারে) মানুষকে ভয় পাইতেন।" ইহা হইতে আপনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, লোকভয়ে কোন বিষয় গোপন করা কিংবা উহা প্রকাশ পাওয়ার ভয় করাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ত্রুটিযুক্ত ও দোষসম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ।

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য হইল: এইখানেও আপনি উপরিউক্ত কারসাজিই করিয়াছেন অর্থাৎ গোপন বিষয়টিকে ঢাকা দেওয়ার কারণ স্বীয় পক্ষ হইতে নির্ধারণ করিয়া উহাকে কুরআনের উপর বর্তাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, যেহেতু গোপন বিষয়টি দোষ ও ষড়যন্ত্র ছিল, সেহেতু মুহম্মদ (সঃ) লোকসমাজে উহা প্রকাশ করিতে ভয় পাইতেন। বলা বাহুল্য, কুরআনের একটি শব্দ দ্বারাও এতদ্সম্পর্কিত কোন কারণই বোঝা যায় না, আপনার বর্ণিত কারণ বোঝা যাওয়া তো দূরের

www.pathagar.com

কথা, কুরআনের দ্বারা শুধু এইটুকুই বোঝা যায় যে, নবী করীম (সঃ) একটি বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিনি উহা জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার ভয় পাইতেন। এখন প্রশ্ন হইল ঃ উহা গোপন করার পিছনে কি কারণ ও রহস্য ছিল? উহা দোষ ছিল-না নির্দোষ ছিল? কুরআন এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। কাজেই নিজ পক্ষ হইতে উহার কারণ নির্ধারণ করিয়া কুরআনের উপর বর্তাইয়া দেওয়াকে কারসাজি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইহাকেই 'তাহ্‌রীফ' অর্থাৎ পরিবর্তন পরিবর্ধন বলে। ইহা নাসারাদের জাতিগত অভ্যাস। দ্বিতীয়ত, আপনি বলিয়াছেন যে, কোন বিষয় গোপন করা এবং ভয়ে জনসমক্ষে উহা প্রকাশ না করা দোষ ও চারিত্রিক দুর্বলতার প্রমাণ। আপনার এই কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও দলীলহীন। ইহাকে দলীল-বিরোধী বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ স্বীয় দোষ বা চারিত্রিক দুর্বলতার ভিত্তিতেই শুধু কোন বিষয় গোপন করা হয় না বরং অনেক সময় অন্যান্যদের চারিত্রিক দুর্বলতার ভিত্তিতেও গোপন করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে শ্রোতাদের ভুল উপলব্ধি কিংবা আমানত-দারীর অভাবেও এইরূপ করা হয়।

অনেক সময় মুরব্বী প্রাথমিক শিষ্যদের কাছে এই ভয়ে সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করেন না, যাহাতে তাহারা পরিপক্কভাবে বোঝার অভাবে উল্টা-পাল্টা বুঝিয়া মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নষ্ট না করে। কারণ ইহাতে তাহাদের ইল্‌ম্ ও চিন্তাশক্তি সন্দিগ্ধ ও বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য, ইহাকে মুরব্বীর ষড়যন্ত্র বলা হইবে, না শিষ্যদের পরিপক্ক বোঝার অভাব ও অযোগ্যতা বলা হইবে?

অনেক সময় চিকিৎসকও স্বীয় রোগীকে বর্জনীয় পথ্যের নির্দিষ্ট বৈধের পরিমাণও বর্ণনা করিতে ভয় পান। কারণ পথ্যটি স্বাভাবিক আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে হয়ত রোগী নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না এবং পরিমাণের অতিরিক্ত পথ্য সেবন করিয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। এখন আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য, চিকিৎসকের এই ভয়কে কি তাহার ষড়যন্ত্র ও দোষ বলা হইবে?

সাধারণত পিতামাতা কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনার সময় ছেলেমেয়েদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, যাহাতে নির্বুদ্ধিতা হেতু তাহারা

www.pathagar.com

কথা ফাঁস করিয়া না দেয় এবং গোটা পরিবারকে উহার দুর্ভোগ পোহাইতে না হয়। এখন আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য, এই গোপন রাখাকে কি মাতাপিতার ষড়যন্ত্র বলা হইবে, না ছেলেমেয়ের বুদ্ধির অভাব ও বোকামী বলা হইবে? ঠিক তদ্রূপ রাজা স্বীয় অসংখ্য রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই অবগত করান এবং প্রজাদের হইতে উহা এই ভয়ে গোপন করেন যে, তাহারা উহা সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করিতে না পারিয়া অহেতুক শোরগোল করিবে যাহার ফলে শত্রুগণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সুযোগ লাভ করিবে এবং মূল বিষয় না বোঝার কারণে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে রাষ্ট্র ও জাতি উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হইবে।

এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য, জনসাধারণের ভয়ে রাষ্ট্রীয় গোপন বিষয়কে গোপন রাখা রাজার দোষ বলা হইবে, না জনসাধারণের স্বল্পবুদ্ধি হেতু উহাকে জ্ঞান ও বিবেকসম্মত পদক্ষেপ বলা হইবে? বলা বাহুল্য, যদি রাষ্ট্রশাসক অবশেষে উহা প্রকাশও করিয়া দেন, তাহা হইলেও উহাকে জ্ঞান ও বিবেকসম্মত পদক্ষেপই বলা হইবে। রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা বলা হইবে না। ফলকথা হইল যে, কোন ভয়কে ভয়কারীর দুর্বলতা কিংবা দোষ বলা সম্পূর্ণ ভুল ও অজ্ঞতাসুলভ কথা। ইহার কোন হকীকত নাই।

পার্থিব নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। যখন কোন অন্যায় বিষয় জাতিতে প্রচলিত হইয়া দ্বীনে পরিণত হয়, তখন মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষ স্বভাবতই ন্যায় কাজ করিতেও লজ্জা বোধ করে।

আধুনিক বিশ্বে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ, যাহাদের অধিকাংশই খৃস্ট মতাবলম্বী লজ্জাহীনতা, বেহায়াপনা, কুক্রিয়া ও উলঙ্গপনার শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়া গিয়াছে। ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, নাচ-গান, সহ-শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপক হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে এইগুলি তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়। তাহারা এইগুলিকে গর্বের বিষয় বলিয়া মনে করে। সেখানে আধুনিকতার সয়লাবে আধ্যাত্মিকতা ও রূহানিয়াত সম্পূর্ণ-ভাবে ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা ও চরিত্র বলিতে সেখানে

www.pathagar.com

কিছুই নাই। শুধু পাশবিকতা ও বর্বরতা। এইরূপ আধুনিকতা ও বর্বরতার পূজারীদের মধ্যে থাকিয়া মানুষ স্বভাবতই আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা বলিতে ইতস্ততঃ এমনকি অনেক সময় ভয়ও করে। আল্লাহ্‌র ইবাদত পাপ, তাহাদের এই ভয় নহে বরং আধুনিকতার পূজারিগণ ইহা লইয়া ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিবে এবং দ্বীন ও দ্বীনদারদের অপমান ও বেইজ্জত হইবে, ইহাই তাহাদের ভয়ের কারণ। উপরন্তু, এই বর্বর জাতি কুধারণায় নিমগ্ন হইয়া সত্য দ্বীন হইতে চিরতরে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাইবে, ইহাও তাহাদের ভয়ের আরেকটি কারণ। ইহাতে তাহাদের দুইদিকে টানা-হেঁচড়া থাকে। একদিক হইল ঃ বর্বর জাতিগণ হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে, এই অনুপ্রেরণা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা বলিতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরদিক হইল ঃ আধুনিকতার পূজারিগণ ইহা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে।

ফলে দ্বীন ও আধ্যাত্মিকতার অপমান হইবে। ফলকথা হইল ঃ দ্বীন জোশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে এমনকি এই সম্পর্কে বলিতে ও বাধা দান করিতে ভীতির সঞ্চার করে। এখন আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য হইল ঃ এই ব্যক্তিদের এই যুক্তিসংগত ভয়কে কি তাহাদের ষড়যন্ত্র ও মনের গোনাহ্‌ মনে করা হইবে ?

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহের মত সারা বিশ্বের পথ প্রদর্শক ও আধ্যাত্মিক পিতা বিশ্বনবীর মনে হযরত যায়নাবের তালাকের সময় যদি তাঁহার প্রতি কোন উত্তম ধারণা পয়দা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাতে জাতীয় ও ধর্মীয় বিরাট মংগল নিহিত ছিল বলিলে মোটেই অসমীচীন হইবে না। উপরন্তু বিষয়টির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা, সমাজে পূজাপ্রথা ও দ্বীনী মেযাজের অভাব, সঙ্গে সঙ্গে শত্রু ও মুনাফিকগণ ভুল বোঝা ও অসদুদ্দেশ্যের কারণে বিষয়টিকে জায়েয পরিসীমায় প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া উহার আসল রূপ বিকৃত করিয়া ফেলিবে, নির্বোধ ও মূর্খগণ এই বিবাহের কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে অহেতুক অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা করিয়া নিজেদের ঈমান বিপন্ন করিয়া ফেলিবে ইত্যাদির ভয়ে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টিকে গোপন করা কিছুতেই অন্যায় হইবে না বরং উহাকে শত্রুদের ভুল বোঝা ও অসদুদ্দেশ্য হইতে আত্মরক্ষাই বলা হইবে।

উপরোল্লিখিত নির্ভুল ও ত্রুটিহীন যুক্তিসমূহের কথা বাদ দিলেও

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গোপন করিয়া মনগড়া ও কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বিবেকের দৃষ্টিতে ইহার কোন মূল্য নাই।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মূলনীতি অর্থাৎ মানুষের যে কোন বিষয় গোপন করা মনের ষড়যন্ত্র ও উক্ত বিষয়ের একটি মুক্ত ও দোষমুক্ত হওয়ার প্রমাণ, সম্পূর্ণ অমূলক ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ফলকথা হইল ঃ দুই কারণে কোন বিষয় মানুষের ভয়ে গোপন করা হয়—প্রথম কারণ হইল ঃ নিজের মনের কোন অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থে। বলাবাহুল্য, নবীদের বেলায় ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কারণ ইহা পাপ ও নবিগণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। দ্বিতীয় কারণ হইল ঃ বিবেকহীন লোকগণ তাঁহাদের কোন বৈধ কাজে সন্দেহ ও কুধারণায় লিপ্ত হইয়া নিজেদের ঈমান খোয়াইয়া ফেলিবে। নবীদের বেলায় এই ভয় শুধু উত্তমই নহে বরং ইহা তাঁহাদেরই বৈশিষ্ট্যও; কারণ, ঈমানী সূক্ষ্মদর্শিতা, বিবেক ও জ্ঞানই ইহার ভিত্তি। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী অধ্যাত্মতিত্ত্ব ও মারেফাত তত্ত্ববিদগণই ইহার অধিকারী; আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনে পৃথিবীতে এই ধরনের হিকমত-পূর্ণ ভয়মূলক অসংখ্য ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়। সামান্যতম ঈমান থাকিলেও কোন নিষ্ঠা ও স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ইহাদিগকে মনের ছলচাতুরী বলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইসলামের প্রথমিক যুগে নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আকারে পবিত্র কাবাগৃহ সংস্কারের ইচ্ছা জাগরূক হয়, কিন্তু তিনি এই ভয়ে উহা হইতে বিরত থাকেন যে, আরববাসিগণ ইসলামে নবদীক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি এখনও দৃঢ় হয় নাই; কাবাগৃহ ভাংগিতে দেখিয়া তাহারা হয়ত বলাবলি করিবে যে, ইনি কেমন নবী? প্রথমেই আল্লাহ্‌র গৃহ ভাংগিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে চায়। বলা বাহুল্য, এই প্রোপাগাণ্ডার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইত। মূল বিষয় কেহই চিন্তা করিত না। মানুষের মুখে ইহা রটিয়া যাইত যে, নূতন নবী প্রথমেই কা'বাগৃহ ভাংগিয়া ফেলিয়াছে, ফলে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি মানুষের কুধারণা

www.pathagar.com

জন্মিয়া যাইত, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে তাহারা ইসলাম ও ঈমান হইতে চিরতরে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাইত। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহাতে নবীর কোন ক্ষতি হইত না বরং আল্লাহ্‌র বান্দাগণই চিরতরে ঈমানের নূর (আলো) হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাইত। এই কারণেই তিনি ইহা গোপন রাখেন এবং উহা বাস্তবায়িত করিতে ভয় পান। প্রশ্ন হইল ঃ মানুষের কারণে নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে সৃষ্ট এই ভয়কে, যাহা তাঁহাকে কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ করিতে বাধা দিল, তাঁহার হৃদয়ের গোপন ষড়যন্ত্র ও দোষ বলা হইবে, না মানুষের বিবেক ও জ্ঞানের অভাব বলা হইবে ? একই উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ) আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ হযরত যায়নাবের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টিকে গোপন করেন ও জনসাধারণ্যে উহা প্রচার করিতে ভয় পান। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন দোষ ও কুধারণা ছিল না, বরং হযরত যায়নাব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মন ও মান রক্ষার ধারণা ছিল। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার করুণা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। ইহা ব্যতীতও সংশ্লিষ্ট বিষয় গোপন করার আরেকটি কারণ ছিল। হাদীসে স্পষ্টভাবে যাহা উল্লেখ আছে, উহা হইল ঃ শত্রু ও মুনাফিকদের অপপ্রচারণার ভয়। বলা বাহুল্য, অপ্রতিকূল পরিবেশের সুযোগে কোন ভাল কথাকে মন্দ কথা দ্বারা রঞ্জিত করিয়া ন্যায়নিষ্ঠদের দুর্নাম করার মাধ্যমে নিজেদের মনের ঝাল মিটানোই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ। তাহারা এই সুযোগের অপেক্ষায়ই থাকিত।

ফলকথা হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল হযরত যায়নাব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মন ও মান রক্ষা করা। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশ্য ছিল নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টির অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা করিয়া পরিবেশকে বিষাক্ত করা। বলা বাহুল্য পালক পুত্রবধূকে বিবাহ করা তৎকালীন আরবে অত্যন্ত লজ্জাকর ও ঘৃণিত কাজ ছিল। এই প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচার সরল প্রাণ নব মুসলিমগণের ঈমান বিনষ্ট হওয়ার এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হইতে পারিত। অপর-কথায় পালক পুত্রবধূ বিবাহ করা মূলত বৈধ ছিল, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য অতি মহান ও পবিত্র ছিল। কিন্তু রেওয়াজ ও পরিবেশ প্রতিকূল

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে শত্রুদের ইহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। বলা বাহুল্য ইহাতে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি মানুষের কু-ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ও তাহাদের ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এই ভয়েই তিনি বিষয়টিকে গোপন করেন। মুনাফিকদের উল্টা ধারণা, অসদুদ্দেশ্য ও সরল প্রাণ নব মুসলিমগণের পদস্খলনের সম্ভাবনাই ছিল ইহার একমাত্র কারণ। মনের কলুষতা ইহার কারণ ছিল না। কুরআনে হাকিম وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ (ওয়াতুখফি ফি নাফ্‌সিকা) "এবং আপনি স্বীয় হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন" وَتَخْشَى النَّاسَ (ওয়াতাখশান্নাসা) "এবং আপনি মানুষকে ভয় পাইতেন" আয়াত দুইটিতে এই তত্ত্বের প্রতিই ইংগিত প্রদান করিয়াছে। দ্বীনের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস অর্থাৎ হাদীস ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়াছে। উপরে আমরা এই সম্পর্কেই আলোচনা করিলাম।

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে তালাক দেওয়ার কৃতসংকল্প হওয়াকালীন নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহের ধারণাকে প্রকাশ না করা ও যায়েদকে উহা হইতে বাধাদান করা এবং তালাক প্রদানের পর নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে বিবাহের ধারণা পয়দা হওয়া কোন অযৌক্তিক বিষয় ছিল না। বলা বাহুল্য নবী করীম (সঃ) লজ্জার কারণে যায়েদ হইতে ও সূক্ষ্ম বিষয় হওয়ার কারণে জনসাধারণ হইতে তাঁহার এই ন্যায়সংগত ধারণাকে গোপন করেন। কারণ বিষয়টি নারীজাতি সম্পর্কিত ছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন, জনসাধারণ এই ধরনের বিষয় লইয়া সমালোচনা করিতে ভালবাসে। হয়ত শত্রুগণ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিবে এবং ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে। এই কারণে নবী করীম (সঃ) বিষয়টিকে গোপন করেন। কোন বিবেকবানই ইহাকে মনের কপটতা কিংবা দোষ গোপন বলিতে পারে না, বরং ইহা বহদর্শিতারই প্রমাণ। ব্যাখ্যার অপেক্ষা থাকে না যে, এই কারণে অনেক সময় সত্যকথা ও বৈধ কাজকেও গোপন করা হয়। ইহা উক্ত কথা ও কাজ অন্যায় হওয়ার প্রমাণ নহে বরং বিবেকহীন

www.pathagar.com

ও শত্রুদের পূর্ণ ভুল ও ত্রুটিরই প্রমাণ। এই হিসাবে উহা গোপন করাতেই মংগল নিহিত ছিল।

এতদ্‌সত্ত্বেও উহাকে মনের কপটতা ও চতুরতা বলা নিজ মনের কপটতাও চতুরতারই প্রমাণ। ইহার অর্থ হইল ঃ কোন বিষয় স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে না বুঝিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভুল ও ত্রুটি অন্বেষণ করা। অপর কথায় ইহা নবুয়তের আসনের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার প্রমাণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র হৃদয়কে যাহার উপর শরীয়তের নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়, নিজ অপবিত্র হৃদয়ের সহিত তুলনা করিয়া একই ধরনের হুকুম জারি করা অর্থাৎ যেরূপ আমরা স্বীয় অসদুদ্দেশ্যের কারণে কোন গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া যাওয়ার ভয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমের পরিবর্তে মানুষকে ভয় করিয়া থাকি, আম্বিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারেও ঠিক তদ্রূপ ধারণা করা।

যাহারা নবীকে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌কে স্বামী ও পিতা মনে করে, একমাত্র তাহারাই এইরূপ অমূলক ধারণা করিতে পারে। কিন্তু যাহারা নবীকে সাধারণ মানুষ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার গোনাহ্‌ হইতে পবিত্র ও নিষ্পাপ বিশ্বাস করে; আল্লাহকে স্বীয় নবীর মদদগার ও সাহায্যকারী এবং নবীকে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুবর্তী, ফরমাবরদার ও পাবন্দ বিশ্বাস করে, তাহারা কখনই এইরূপ অমূলক ধারণা করিতে পারে না। ফলকথা হইল ঃ সামাজিকতার ব্যাপারে অবস্থা গোপন উভয়ই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ইংগিতেই হইয়া থাকে, স্বভাব ও প্রবৃত্তির তাগাদায় হয় না, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নির্দেশে হইয়া থাকে, নিজেদের ব্যক্তিগত গবেষণায় হয় না।

কাজেই وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ (ওয়াতুখ্‌ফী ফী নাফ্‌সিকা)

আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ও দ্বীনী ইতিহাসের পরিবর্তে আপনার কাল্পনিক ইতিহাস বেহুদা ও বাজে ধারণার চাইতে অধিক গুরুত্ব রাখে না।

ইহা ভিন্ন কথা যে, কোন বিষয়ে নবীর গবেষণামূলক মংগল কখনও আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে গ্রহণীয় হয়, তখন উহাকে যথাযথভাবেই বিদ্যমান রাখা হয়। কখনও উহা গ্রহণীয় হয় না। তখন উহাকে

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সঠিক বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নবীর ধর-পাকড় উদ্দেশ্য থাকে না। অবশ্য, অতি নৈকট্য ও বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ্-পাকের সম্বোধন অনেকাংশে শক্ত ও কঠোর হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এত নৈকট্য সত্ত্বেও আপনার পবিত্র হৃদয় এই মংগলের প্রতি কেন ঝুঁকিল? উত্তম—অধিকতর মংগলের প্রতি কেন ঝুঁকিল না?

বলা বাহুল্য এই সম্বোধন তিরস্কার, ধিক্কার, অসন্তুষ্টি কিংবা ধর-পাকড়ের নিদর্শন নহে বরং স্নেহ, অনুকম্পা ও গভীর সম্পর্কের নিদর্শন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই স্থলেও আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর বিবাহের ধারণা গোপন রাখার সমর্থন করেন নাই বরং কিছুটা ধমকির স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আপনি যায়নাবের বিবাহের ধারণা গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ পাক অবশ্যই উহা প্রকাশ করিবেন। কারণ বিষয়টিকে প্রকাশ করিলে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি কুধারণার সৃষ্টি হইয়া মানুষ ঈমান হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাইবে। ইহা হইতে বিষয়টিকে প্রকাশ ও বাস্তবায়িত করিয়া জাহেলিয়াতের পালক পুত্রবধূর বিবাহজনিত কুপ্রথাটির উচ্ছেদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ প্রথমটির কারণে মানুষের ঈমান হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। বলা বাহুল্য ইহা কোন অসম্ভব বিষয় ছিল না। সাধারণত দুনিয়াতে অগণিত কাফির নবীদিগকে বিশ্বাস করে না এবং তাঁহাদের প্রতি কুধারণা করিয়া জাহান্নামের যোগ্য হয়। অতীতেও এইরূপ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই বিষয়টিকে প্রকাশ করিয়া জাহেলিয়াতের কুপ্রথাটির উচ্ছেদের মাধ্যমে দ্বীনের একটি বিশেষ নির্দেশ জারি করা অধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

ফলকথা হইল: দ্বীনের কোন বিষয় প্রকাশ ও দৃঢ়করণের মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণত্ব প্রদান যতটুকু জরুরী কাহারও ঈমান হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাওয়া ততটুকু জরুরী নহে। কারণ মনুষ্যত্বের পূর্ণত্বপ্রাপ্তি দ্বীনের পূর্ণত্বপ্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল, কাহারও ঈমান হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল নহে।

www.pathagar.com

মোদ্দাকথা হইল ঃ বিবাহের বিষয়টি প্রকাশ করা ও গোপন করার মধ্যে গুরুত্ব ও গুরুত্বহীনতা হক ও অধিক হকের প্রশ্ন ছিল, হক ও না-হকের প্রশ্ন ছিল না। যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ ইসলামের শত্রুগণ) أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (আহাক্কু আন্‌তাখ্‌শাহু) 'তাঁহাকে ভয় করাই অধিক সমীচীন' আয়াতের অপ-ব্যাখ্যা করিয়া নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র অন্তরকে প্রবৃত্তির প্রেরণা ও পাশবিক বৃত্তির কেন্দ্রস্থল আখ্যা দেওয়ার সুযোগ পাইতে পারে। উপরের আলোচনায় وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ (ওয়াতুখ্‌ফী ফী নাফসিকা) "এবং আপনি স্বীয় হৃদয়ে একটি বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে" আয়াতের একদিকের হাকীকত উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। এমতাবস্থায় আপনি যদি বলপূর্বক নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহের বিষয়টিকে গোপন করা তাঁহার চারিত্রিক দুর্বলতা, পাশবিক প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের কপটতা বলিতে চান তাহা হইলে আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য হইল ঃ নবী করীম (সঃ) এই ভর্ৎসনামূলক আয়াতটি কেন প্রকাশ করিলেন? জানিয়া শুনিয়া কেন তিনি স্বীয় দুর্নাম খরিদ করিলেন। এই আয়াত প্রকাশ না করিলে তাঁহার হৃদয়ের গোপনীয় ভেদ কে জানিত? কি আয়াত নাযিল হইয়াছে ইহাই বা কে জানিত? আয়াতটি প্রকাশ না করিলে কাহার তাঁহার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করার অধিকার ছিল যে, তিনি এই আয়াতটি কেন প্রকাশ করিলেন না? কারণ একমাত্র তাঁহার প্রকাশ করার মাধ্যমেই জানা যাইতে পারে যে, ইহা পবিত্র কুরআন ও এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনের আয়াত? তিনি প্রকাশ না করিলে কুরআনকে কুরআন বলিয়া কে জানিত? কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার দুর্নামের দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে, অন্ততপক্ষে এই আশংকায় কুরআন লিখাইবার সময় তিনি কিছুতেই এই আয়াতটি লিখাইতেন না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও অবিকল এই আয়াতকে প্রকাশ করা এবং কুরআনে উহা মজুদ থাকা নবী করীম (সঃ)-এর পূর্ণ আমানত-দারী দ্বীয়ানতদারী তাঁহার হৃদয়ের পূত ও পবিত্রতার স্পষ্ট স্বাক্ষর সংগে সংগে ইহার অস্পষ্ট স্বাক্ষ্য যে, মিথ্যা প্রতিবাদকারীদের হৃদয়ের কপটতার

www.pathagar.com

সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার বর্ণনামত যেহেতু তিনি ভয় পাইতেন, সেহেতু এই আয়াতকে প্রকাশ করিয়া নিজের দোষ প্রকাশ করার কোন মানে হইতে পারে না। ইহার উত্তরে আপনি যদি বলেন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে নাযিল-কৃত বলিয়া তিনি ইহা প্রকাশ করিতে বাধ্য ছিলেন তাহা হইলে আমি বলিব আপনার প্রতিবাদমূলক বর্ণনা দ্বারাই তাঁহার আগমন ও নবুয়ত এবং ইহার সত্যতা, আমানতদারী ও দ্বীয়ানতদারী প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য, রসূলকে রসূল স্বীকার করিয়া তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের ত্রুটি ও কপটতা অন্বেষণ করা পরস্পরবিরোধী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হৃদয়ের কপটতা ও চতুরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার মানে হইল রসূলকে রসূল স্বীকার করিয়া তাঁহার হৃদয়ের কলুষতা ও অপবিত্রতার কল্পনা করা।

ফলকথা হইল ঃ যায়নাবের বিবাহ সম্পর্কিত আয়াতগুলির কুরআনে মওজুদ থাকা ও নবী করীম (সঃ)-এর অন্যান্য আয়াতগুলির মত অবিকল ইহাদিগকে প্রকাশ করাই আপনার সন্দেহসমূহের উত্তর। আল্লাহ্ না করুন, আপনার কথামত নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ের গোপন বিষয়টির যদি দোষ ও ত্রুটি থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনও এই আয়াত-গুলি প্রকাশ করিতেন না।

মোদ্দা কথা হইল ঃ وَتُخْفِى فِىْ نَفْسِكَ (ওয়াতুখ্ফী ফি নাফসিকা) ও وَتَخْشَى النَّاسَ (ওয়াতাখ্শান্নাসা) আয়াত দুইটি হইতে এই কাল্পনিক কিস্সা গড়িয়া উহার ইতিহাস বিকৃত করা এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কুরআনের প্রতিবাদ করা কুরআনের উপর প্রতিবাদ নহে, বরং আপনার নিজের উপরই প্রতিবাদ। কারণ ইহার ভিত্তি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন বা কুরআনের ইতিহাসের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই প্রথম প্রতিবাদের ন্যায় এই প্রতিবাদটিও আপনার কাল্পনিক প্রতিবাদ বলিয়া প্রমাণিত হইল। ইহাতে কুরআনে হাকীমের সত্য ও নিরেট সংবাদ এবং উহার নির্ভুল ও সঠিক নির্দেশাবলীর উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

www.pathagar.com

আপনার এই প্রতিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল ঃ রসূল (সঃ) দলীল ছাড়া এই বিবাহ করেন। দলিল পরে নাযীল হয়।

এই প্রসংগে আপনি স্বীয় চিঠিতে লিখিয়াছেন, "পালক পুত্রবধূর প্রতি নবী করীমের আকর্ষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসমানী ওহী অর্থাৎ কুরআন সমস্ত আধ্যাত্মিকতা, পুণ্য ও সত্যের উপর এমন আবরণ নিক্ষেপ করে, যাহার ফলে সমস্ত দ্বীনদারী নিঃশেষ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ লইতে স্বীয় পুত্রবধূকে বিবাহ করার অনুমোদন অর্জিত হয়।" ইহা যুগপৎভাবে নবীর ব্যক্তিত্ব ও কুরআনের উপর হামলা। প্রকৃতপক্ষে ইহা নবীর উপর একটি অবৈধ কার্যের দোষারোপ ও কুরআনের উপর উহা চাপাইয়া দেওয়া এবং বৈধের সনদ প্রদানের হামলা। ইহার সারার্থ হইল ঃ রসূল (সঃ) ও কুরআনে করীম উভয়ই ষড়যন্ত্রকারী। রসূল যখন মনগড়া কোন কার্য করেন সঙ্গে সঙ্গে কুরআন উহার অনুমোদন দান করে; প্রথমে কার্য সম্পাদিত হয়, অতঃপর কুরআনের কানূন অবতীর্ণ হয় এবং উক্ত কার্যের বৈধতার সনদ মিলে। অপর কথায় নবী কানূনসম্মত কার্য করেন না বরং নিজ ইচ্ছামাফিক কার্য করেন। একমাত্র তাঁহার হেফাজতের জন্য অতঃপর কানূন অবতীর্ণ হয়। কানূন কোন মৌলিক দলীল নহে। নবী যাহা করেন আয়াতের আকারে কানূন উহাই পেশ করে। ইহার অর্থ হইল ঃ রসূল (সঃ) পালক পুত্রবধূকে বিবাহ করার সময় কুরআনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন বিধি ছিল না। তাঁহার বিবাহের পর উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। বলা বাহুল্য, ইহাদের শানে নযূলও বাস্তব ঘটনা। কাজেই নবীর কার্য দলীলহীন বলিয়া প্রমাণিত হইল।

ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, ইহাতে প্রথমত আপনার জ্ঞানের পরিসীমা অনুমিত হয়। দলীলের পালা আসিলে আপনি কুরআন হইতে প্রত্যেক বিষয়ের দলীল দাবী করেন এবং দলীল পেশ করা হইলে আপনি কুরআনকে ষড়যন্ত্রকারী ও সত্য গোপনকারী বলিয়া উড়াইয়া দেন। ইয়াহূদ ও নাসারাদের এই স্বভাব আজকের নূতন নহে বরং অনেক দিনের। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, তাহারা হক বা বাতিল কোনটারই দাস নহে বরং স্বার্থের দাস। যেদিকে স্বার্থ দেখে, সেই দিকেই তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

'রসূল (সঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহূদ ও নাসারাগণ আরবের মুশরিকদিগকে ধমকাইত। তাহারা বলিত যে, অতি সত্বরই আমাদের মধ্যে একজন রসূলের আবির্ভাব হইবে। আমরা তাঁহার সহিত একত্রিত হইয়া তোমাদিগকে পরাজিত করিব। কিন্তু রসূল (সঃ)-এর আবির্ভাবের পর গোপনীয় বিদ্বেষ হেতু তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করে এবং আরবের মুশরিকের সহিত মিলিয়া যায়। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি ও ফন্দিফিকির আঁটিয়া তাহারা ইসলাম, রসূলে ইসলাম ও উম্মতে মুসলিমার প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন এই বিষয়টিকে নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করিতেছে ঃ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ - بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ
يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ
عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ -

(سورة البقرة)

"এবং তাহারা ইতিপূর্বে কাফিরদের মুকাবিলায় (আসন্ন নবীর মাধ্যমে) বিজয়ের গল্প করিত। অতঃপর তাহাদের নিকট তাহাদের ভালভাবে জানাশোনা জিনিস (অর্থাৎ নবী) আসার পর তাহারা উহার (স্পষ্ট ভাষায়) অস্বীকার করে। সুতরাং (এইরূপ) অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ—আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ নবীকে)

www.pathagar.com

অস্বীকার করিয়া তাহারা নিজদিগকে মুক্ত করার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, উহা কতই না খারাপ। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর ইচ্ছা তাঁহারই উপর নিজ করুণা দান করেন (একমাত্র) এই আক্রোশে তাহারা এইরূপ করে। ইহার ফলে তাহারা নিজেদের উপর গযবের উপর গযব টানিয়া আনিয়াছে এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ফলকথা হইল ঃ আপনি রসূল (সঃ)-এর পালক পুত্রবধূর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টির উপর আরোপিত সন্দেহসমূহের জবাব কুরআন হইতে কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রসংগে একাধিক আয়াত পেশ করা হইলে আপনি উহাদের সহিত ঠাট্টা করার পথ অবলম্বন করেন এবং যুগপৎভাবে নবী ও কুরআন উভয়কেই ষড়যন্ত্রকারী ও অন্যায়কারী প্রমাণ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। আপনার বক্তব্যের সার হইল ঃ রসূল (সঃ)-এর স্বীয় পুত্রবধূকে বিবাহ করিয়া একটি আধ্যাত্মিকতা বিরোধী অর্থাৎ পাশবিক কার্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন এই পাশবিক কার্যের অনুমোদন ও বৈধতার সনদ লইয়া হাযির হয়। বলা বাহুল্য, দ্বীন ও দ্বীনী বিষয়সমূহের ব্যাপারে নবীর ব্যক্তিত্বই সনদ ও দলীল, তাঁহার কথা ও কাজই শরীয়ত। তাঁহার কথায়ই আসমানী কিতাবকে দলীল মানা হয়। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কথায়ই ইঞ্জীল ও কুরআন দলীল মানা হয়। কাজেই নবীর কথা ও কাজই দলীল বলিয়া প্রমাণিত হইল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই কথা বলা যে, নবী করীম (সঃ) দলীলহীন কাজ করিয়াছেন তাহা পরস্পর বিরোধী কথা। ইতিপূর্বে নীতিগত দিক হইতে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় নবীর কোন কার্যের পর উহার স্বপক্ষে কুরআনে করীমের কোন আয়াত নাযিল হইলে উহা কিভাবে দলীলহীন হইল? উহাতে বরং দুই দলীলের সমন্বয় সাধিত হইল। একটি হইল ঃ রসূলের কাজ। বলা বাহুল্য, রসূলের কাজ শরীয়তের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দলীল। দ্বিতীয়টি হইল ঃ কুরআন। উহা মৌলিক ও বুনিয়াদী দলীল। কাজেই আমাদের আলোচ্য পালক পুত্রের বিষয়টিতে কুরআন পরে নাযিল হইয়াছে স্বীকার করিয়া লইলেও ইহাকে দলীলহীন বলা যাইতে পারে না। এমতাবস্থায় নবীর কার্য কুরআন সমর্থিত নহে দাবী করা প্রবঞ্চনা বৈ আর কিছুই নহে।

www.pathagar.com

ইহার সঙ্গে আপনাকে আরেক বিষয়ের প্রতিটি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। উহা হইল ঃ কুরআনে করীম নাযিল হওয়ার সাধারণ নিয়ম হইল কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া। ইহার কারণ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় উহার হুকুম মস্তিষ্কে মওজুদ থাকে এবং শানে নুযূলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উহা সংরক্ষিত হইয়া যায়। ঘটনার মালিক ও আশেপাশের লোক কখনও এই হুকুম ভুলিতে পারে না। উপরন্তু প্রত্যক্ষভাবে যেহেতু ঘটনার সমস্ত বাস্তব দিক মানুষের সম্মুখে বিদ্যমান থাকে, কাজেই সংশ্লিষ্ট ঘটনার দিক সম্পর্কিত হুকুমের ইল্‌ম ও গবেষণামূলক দিকও তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহাতে হুকুমের ব্যাপকতাও বোঝা যায়। উপরন্তু হুকুমের প্রতিটি দিক ঘটনার প্রতিটি দিকের সহিত মিলিয়াও যায়। ফলে সংশ্লিষ্ট জাতির ইল্‌ম ও আমল উভয়ই ব্যাপক এবং একটি অপরটির পরিপূরক হইয়া প্রকাশ পায় ও দৃঢ় হইয়া যায়। ফলে হুকুম পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন সুযোগ থাকে না এবং উহাতে কোনরূপ মনগড়া পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব হয় না। কারণ শুধু হুকুমের শব্দসমূহই মস্তিষ্কে থাকে না যে, উহাতে অপব্যাখ্যা করিয়া মনগড়া অর্থ করা যাইবে বরং হুকুম নাযিল হওয়ার ঘটনাও মস্তিষ্কে থাকে। ইহাতে হুকুমের অর্থ ও ঘটনা উভয়ই নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হইয়া যায়। এই কারণেই উহাতে কোনরূপ অপব্যাখ্যার সুযোগ থাকে না। কুরআন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে এই কারণেই ঊর্ধ্বে। কারণ উহার হুকুম ও ব্যাখ্যায় শুধু শব্দ কিংবা শুধু অর্থেরই অধিকার থাকে না বরং উভয়েরই অধিকার থাকে। শব্দ ও অর্থ একে অপরের পরিপূরক। মানুষের সম্মুখে হুকুম ও উহার ঘটনা বিদ্যমান থাকে। কাজেই শব্দ বা অর্থ কোনটিতেই কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও রদবদলের সুযোগ থাকে না। কুরআনে এই পদ্ধতি এইজন্যই অবলম্বিত হইয়াছে যে, উহা সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ কিতাব। কেয়ামত পর্যন্ত উহা বিদ্যমান থাকিবে। এইজন্যই উহার সংরক্ষণ ও হেফাযতের নিমিত্ত অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে যে, ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উহার প্রত্যেকটি হুকুম নাযিল করা হইয়াছে। এই কারণেই দীর্ঘ তেইশ বৎসরে উহা নাযিল করা হইয়াছে। ফলে উহার প্রত্যেকটি অংশ মানুষের মস্তিষ্কে ও ইতিহাসে

www.pathagar.com

সংরক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে শানে নুযূলসহ উহা সর্বকালের জন্য মাহ্‌ফুজ হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসংগে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একদা নবী করীম (সঃ) দুই ব্যক্তিকে কুরআনের কোন আয়াতের মনগড়া অর্থ লইয়া পরস্পর ঝগড়া করিতে দেখিয়া রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ -

(رواه مسلم)

"তোমাদের পূর্ববর্তিগণ (ইয়াহুদ, নাসারা ও অন্যান্য জাতি নিজেদের মনগড়া মত আসমানী) কিতাবে মতানৈক্যের কারণে ধ্বংস হইয়াছে।"

(মুসলিম শরীফ)

বলা বাহুল্য, কুরআনে হাকীমে এই সুযোগ নাই। কারণ কোন ব্যক্তি উহার কোন হুকুমে ব্যক্তিগত মতে মতানৈক্যের সৃষ্টি করিলে এবং উহার অর্থের অপব্যাখ্যা করিয়া উহার হুকুম পরিবর্তনের অপচেষ্টা করিলে শানে নুযূলসহ সংশ্লিষ্ট আয়াত তাহার সম্মুখে পেশ করিয়া উক্ত হুকুমের প্রকৃত অর্থ ও ঘটনা ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহার ব্যক্তিগত মন্তব্যের অবসান ঘটে। এই জন্যই এই ধরনের স্বার্থপর ব্যক্তিগণ অবশেষে হাদীসকে অস্বীকার করার পথ অবলম্বন করে। কারণ হাদীসই দ্বীন ও কুরআনের সবচাইতে বড় ইতিহাস। উহা দ্বারাই কুরআনের নির্দেশাবলীর অর্থ ও ঘটনা নির্ধারিত হয়, যাহার ফলে স্বার্থপর ব্যক্তিদের মন্তব্য সম্পূর্ণ অমূলক ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। তাহাদের মন্তব্যের প্রতি কেহই লক্ষ্য করে না। উপরোল্লিখিত মূলনীতি ও কুরআনের বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক অর্থাৎ ঘটনা ঘটিবার পর হুকুম নাযিল হওয়ার ভিত্তিতে যদি নবী করীম (সঃ) স্বীয় নবুয়তের সূক্ষ্মদর্শিতাবলে এমন কোন কাজ করেন (উপরিউক্ত পালক পুত্রবধুর বিবাহ সম্পর্কিত কাজটি ধরা যাইতে পারে) যাহার অবৈধের কোন প্রমাণ তাঁহার সম্মুখে মওজুদ ছিল না এবং দ্বীনী বিবেক, ঈমানী সূক্ষ্মদর্শিতা ও নবুয়তের স্বভাবজাত জ্ঞান উহার বৈধের স্বপক্ষে ছিল, উহা সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কুরআন নাযিল হইয়া উহার সমর্থন দান করিলেন এবং উহার স্বাভাবিক মূলনীতির

www.pathagar.com

রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলে উহাতে প্রতিবাদের কি কারণ থাকিতে পারে— সম্পর্কিত বিষয়ে অশালীন ভাষা ব্যবহারের কি অর্থ হইতে পারে? উপরন্তু উক্ত কাজ তিনি নিজের জন্যই বৈধ করেন নাই বরং সমস্ত উম্মতের জন্যই বৈধ করিয়া দিয়াছেন, কাজেই উহাতে এই ধরনের প্রতিবাদের কোন মানে হইতে পারে না। আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য, আসমানী কিতাবওয়ালাগণ কি নবীর সূক্ষ্মদর্শিতা ও সঠিক স্বভাব এবং বিবেকের কথা স্বীকার করে না? আল্লাহ্ পাক পরে সমর্থন দান করিয়াছেন কিংবা অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের নবিগণ কি কখনও এইরূপ কাজ করেন নাই? কাজেই নবীর কাজের পর উহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আল্লাহ্ র হুকুম নাযিল হওয়া এমনকি অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক কাজ ছিল, যাহার উপর প্রতিবাদ করা যাইতে পারে? প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ঘটনা ও পুরাপুরিভাবে ঘটনার হুকুমের হেফাযতের পথ, দোষারোপ বা প্রতিবাদের পথ নহে।

আপনার দাবী ঘটনাভিত্তিক, সঠিক ও নির্ভুল স্বীকার করিয়া এই উত্তর প্রদান করিলাম। সত্য কথা বলিতে গেলে, আপনার এই দাবী, রসূল (সঃ)-এর এই কাজের পর উহার সমর্থন দান করিয়া কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে, সম্পূর্ণ অবান্তর ও মূল ঘটনা বিরোধী। মূল ঘটনা হইল ঃ নবী করীম (সঃ) ও হযরত যায়নাবের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই কুরআন পালকপুত্র, ধর্মপুত্র ও প্রকৃত পুত্রের হুকুমের তারতম্য নীতি বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছে। অপর কথায় রসূল (সঃ)-এর নির্ভুল গবেষণা শরীয়তের স্বয়ংসম্পূর্ণ দলীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তদনুসারে আমল না করিয়া কুরআনের পেশকৃত নীতি অনুসারেই পালকপুত্রের পত্নীকে বিবাহ করেন অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা এইরূপ নহে যে, বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসমানী ওহী উহার বৈধের সনদ লইয়া হাযির হয় বরং পূর্ব হইতেই কুরআনে এইরূপ বিবাহের বিধান ছিল। রসূল (সঃ) উহার বাস্তব নমুনা পেশ করেন। কাজেই পালকপুত্রের পত্নীকে বিবাহ করার সময় কুরআন নীরব ছিল, আপনার এইরূপ উক্তি করা কুরআনী নির্দেশ নাযিল সম্পর্কে আপনার অজ্ঞতা কিংবা জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন বৈ আর কিছুই নহে। ইহার একমাত্র কারণ হইল ঃ পালকপুত্রের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের প্রতিই আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন। পূর্বে বিস্তারিত-

www.pathagar.com

ভাবে উহাদের আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ও উহার হুকুম বিশ্লেষণ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের প্রতি আপনি লক্ষ্য করেন নাই। অজ্ঞতা, বিদ্বেষ ও সত্য গোপনই ইহার কারণ। বলা বাহুল্য, সত্য গোপন করিয়া সন্দেহের সৃষ্টি করা আহ্‌লে কিতাবদের পুরাতন অভ্যাস। আল-কুরআন এই বিষয়টিকে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত থাকার উপদেশ দান করে। এই প্রসংগে আল-কুরআন বলিতেছে ঃ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

(ওয়ালা তাল্‌বিসুল হাক্কা বিল বাতিলি ওয়া তাকতুমুল হাক্কা ওয়া আনতুম তায়লামূন) "এবং তোমরা হক্‌কে বাতিলের সহিত সংমিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।"

বলা বাহুল্য, আমাদের বিতর্কিত আয়াতে হযরত যায়েদের ঘটনা বর্ণনা করা হয় নাই। পালকপুত্র আসল পুত্র হইতে পারে কি না? না হইতে পারিলে উহার কারণ কি? এই বিষয়টির বুনিয়াদী ও মৌলিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আমি এখন বিষয়টির কুরআনী তারতম্য ও ক্রমাগত উহার হিকমতসমূহ বিশ্লেষণ করিতেছি যাহাতে আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে পুরাপুরি উহার হিকমতসমূহ ও তত্ত্বসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আল-কুরআন এই বিষয়টির স্বাভাবিক বুনিয়াদসমূহ বিশ্লেষণের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে ঃ

১। অর্থ ও উদ্দেশ্য—উভয় দিক হইতে প্রকৃত সন্তান ও অপ্রকৃত সন্তানের তারতম্য নির্ধারণের জন্য কুরআন পুত্র ও প্রকৃত সন্তান হওয়ার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়াছে এবং সন্তান হওয়ার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছে যাহাতে তাহাদের তারতম্যের কোনরূপ অবকাশ না থাকে। এই সম্পর্কে কুরআন যে স্বাভাবিক নীতি পেশ করিয়াছে উহার সারবস্তু হইল ঃ 'পুত্র' শব্দটি মানুষের বানানো পরিভাষা নহে যে, যে কাহারও উপর উহা প্রয়োগ করিলে সে পুত্র হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, এই পরি-

www.pathagar.com

ভাষার পরিবর্তন করিয়া কেহ পুত্রকে পিতা বলিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পিতা হইয়া যাইবে, ইহা এমন কোন পরিভাষাও নহে। কারণ ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পিতা কিংবা পুত্রের কোন অর্থ নির্ধারিত নাই। বরং মানুষের মুখের কথাও পরিভাষার উপরই উহা নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে 'পুত্র' শব্দ ভাষা। অভিধানে উহার অর্থ নির্দিষ্ট আছে। উক্ত নির্দিষ্ট অর্থকেই বুঝাইবার জন্য এই শব্দটিকে গঠন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কোন জিনিসের হাকীকত পূর্ব হইতেই মস্তিষ্কে মওজুদ থাকে। উক্ত হাকীকতকে প্রকাশ করার জন্য অতঃপর শব্দের সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাক ভাষার স্রষ্টা। কাজেই ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তিনি শব্দেরও স্রষ্টা। ভাষা ও শব্দ উভয়ই তাঁহার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হয়। আমরা এই তত্ত্বটিকে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে হৃদঙ্গম করার প্রয়াস পাইতে পারি। ধরুন 'ধান' একটি শব্দ। উহার হাকীকত ও আকৃতি আমাদের মস্তিষ্কে মওজুদ আছে। 'ধান' শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ধানকে ধান বলিয়া বুঝিতে পারি। অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা ধানকে ধান বলিয়া বুঝিতে পারি না। তদ্রূপ পুত্রও একটি শব্দ। উহার হাকীকত ও অর্থ আমাদের মস্তিষ্কে মওজুদ আছে। 'পুত্র' শব্দটি বলিলেই আমরা উহা হৃদঙ্গম করিতে পারি এবং পুত্রকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারি। অন্য শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা উহা পারি না। পরিভাষা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহার অর্থ হইল ঃ মানুষ নিজেদের পক্ষ হইতে একটি অর্থ গড়িয়া লয় এবং উহা প্রকাশে নিজেরাই শব্দ গঠন করিয়া লয়। ভাষা ও পরিভাষার তারতম্য হইল ঃ ভাষায় পূর্ব হইতেই একটি স্থায়ী ও মৌলিক হাকীকত মস্তিষ্কে মওজুদ থাকে কিন্তু পরিভাষায় উহা জরুরী নহে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভুল হইতে ভুল অর্থের জন্য ও আমরা ভাল হইতে ভাল শব্দ গঠন করিতে পারি।

আমাদের আলোচ্য শব্দ 'পুত্র' যেহেতু ভাষা, পরিভাষা নহে। কাজেই উহার হাকীকতও আমাদের মস্তিষ্কে মওজুদ থাকিতে হইবে। অন্যথায় দুনিয়া হইতে পিতা-পুত্রের তারতম্য মুছিয়া যাইবে কিংবা মৌলিক হওয়ার পরিবর্তে উহা কাল্পনিক ও মানুষের ইখ্তিয়ারাধীন থাকিয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইবে তুমি নিজ ইচ্ছামত পুত্রের অর্থ পিতা এবং

www.pathagar.com

পিতার অর্থ পুত্র করিতে পারিবে। অথচ হাকীকত প্রকাশ করার জন্য ভাষা একটি স্বাভাবিক বিষয়। উহাকে ইখ্‌তিয়ারী পরিভাষা সাব্যস্ত করার অধিকার কাহারও নাই।

এতদ্‌সত্ত্বেও আপনার খাতিরে মূলনীতি হিসাবে 'পুত্র' শব্দটিকে ভাষা স্বীকার না করিয়া পরিভাষা স্বীকার করিয়া লইলেও পালক পুত্রের বেলায় আপনার দাবী প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ আপনি এই কথাই বলিবেন যে, পালকপুত্র একটি পরিভাষা। বলা বাহুল্য, পরিভাষা হিসাবেও পালকপুত্রের অর্থ প্রকৃত পুত্র নহে। কাজেই এই শব্দটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পালকপুত্র প্রকৃত পুত্র হইবে না। আপনার এই নীতির ভিত্তিতে আমাদের এই কথা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল হইবে যে, আমাদের পরিভাষাও স্নেহ এবং মমতা সূত্রেই পালকপুত্রকে পুত্র বলা হয়, প্রকৃত পুত্র সূত্রে নহে। এই পারিভাষিক লড়াইয়ের অর্থ এই হইবে যে, হাকীকত বাস্তব হওয়ার পরিবর্তে কাল্পনিক থাকিয়া যাইবে এবং আমাদের আবিষ্কৃত পরিভাষার উপরই উহার প্রকাশ নির্ভরশীল হইবে অর্থাৎ আমরা মনে মনে যে কোন অর্থ নির্ধারণ করিয়া উহা প্রকাশের জন্য পরিভাষা হিসাবে যে কোন শব্দ ব্যবহার করিতে পারিব। দুনিয়াতে হক্‌কে হক ও বাতিলকে বাতিল করার কোন সুযোগ থাকিবে না। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে দলীল পেশ করিতে পারিবে না। হক ও বাতিলের ভিত্তিতে হেদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করার কোন পথ থাকিবে না। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ প্রবৃত্তি ও পাশবিক বৃত্তির দাস হইয়া যাইবে। শব্দের হেরফের করিয়া যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ধরুন, কেহ স্নেহবশত কোন মেয়েকে বোন বলিল। এমতাবস্থায় তাহার প্রকৃত বোন হইয়া যাওয়াই উচিত। এই নীতিতে তাহাকে বিবাহ করা নাজায়েয হওয়া উচিত। আপনার নীতি মোতাবেক কোন পুরুষেরই কোন মেয়ে লোককে বিবাহ করা জায়েয হওয়া উচিত নহে। যাহারা বিবাহ করিয়াছে ঈসায়ী ধর্মের ভিত্তিতে তাহারা সকলেই ব্যভিচার করিতেছে। কারণ আপনি স্বীয় চিঠিতে লিখিয়াছেন, "আমরা বাইবেল পাঠে অবহিত হইতে পারি যে, উহাতে স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নারীকে মাতা, ভগ্নী ও কন্যা বলা হইয়াছে। বাইবেলের

www.pathagar.com

বর্ণনামত যেহেতু কল্পনা অর্থই বাস্তব, কাজেই উহার অর্থ এই হয় যে, বিবাহের পূর্বেই স্ত্রী, মাতা, ভগ্নী ও কন্যা হইয়া যায়। সুতরাং বাইবেলের মতে মাতা, ভগ্নী ও কন্যাকে বিবাহ করা কিভাবে জায়েয হইবে? উপরন্তু এই বিবাহিতা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার স্বামীর জন্য অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা জায়েয হইতে পারে না। কারণ বাইবেলের বর্ণনামত যেহেতু মাতা, ভগ্নী ও কন্যা বলিলেই প্রকৃত মাতা, ভগ্নী ও কন্যা হইয়া যায় এবং এই শব্দগুলি বলিলেই উহাদের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। কাজেই তাহাদিগকে বিবাহ করা কখনই জায়েয হইতে পারে না। কারণ ইহার ফলে বিবাহের নামে ব্যভিচারের দ্বার খুলিয়া যাইবে। আপনার বর্ণনামত বাইবেলপন্থিগণ হালাল সন্তান হইতে মাহরূম থাকিয়া যাইবে এবং সকলেই সঠিক বিবাহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা হইল: আপনার এই নীতি অর্থাৎ পালকপুত্র বলিলেই প্রকৃত পুত্র হইয়া যায় এবং তাহার স্ত্রী প্রকৃত বধূ হইয়া যায় এবং তাহার পিতা তাহার বধূর প্রকৃত শ্বশুর হইয়া যায় যাহার ফলে এই বধূ সদাসর্বদা হারাম হইয়া যায়। কাজেই উহার ভিত্তিতে বাইবেলের বিশ্লেষণমত যেহেতু সকল নারীদিগকে মাতা, ভগ্নী ও কন্যা বলা হইয়াছে, সেহেতু সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা মাতা, ভগ্নী ও কন্যা হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবে কোন নারীকেই বিবাহ করা জায়েয হইবে না। আপনার এই নীতির অমূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গেল যে, কাহারও উপর কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে সেই শব্দের প্রকৃত অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যে তদ্রূপ হইয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক ও অর্থহীন। ভাষাকে পরিভাষা মনে করার কারণেই এই অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সমস্ত শব্দসমূহ আসলেই পরিভাষা যেরূপ শরীয়ত বিবাহ, তালাক ইত্যাদি শব্দসমূহকে আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে উহাদের শরয়ী অর্থ নির্ধারণ করিয়াছে। এমতাবস্থায় এই শব্দগুলি সুস্থলে শরীয়ত নির্ধারিত অর্থই প্রকাশ করিবে। বিবাহ শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ এবং তালাক শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ ছুটিয়া যাওয়ার অর্থ বুঝাইবে। কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র পরিভাষা হইবে। উহাতে মানুষের কোন অধিকার নাই যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শব্দসমূহকে নিজেদের পরিভাষা মনে করিয়া উহাদের যদৃচ্ছা অর্থ বানাইয়া লইবে।

www.pathagar.com

কারণ এমতাবস্থায় এই আভিধানিক শব্দসমূহ শরয়ী হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে নির্ধারিত ভাষায় কাহারও কোনরূপ অনধিকার চর্চার অধিকার নাই। এই আলোকে 'পুত্র' শব্দটি আল্লাহ্ প্রদত্ত ভাষা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত পরিভাষা। উহার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ নির্ধারিত। মানুষের বানানো কোন পরিভাষা নহে যে, ধরিয়া লইলেই উহার অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, অপুত্রকে 'পুত্র' বলিলে পুত্র এবং পুত্রকে অপুত্র বলিলে অপুত্র হইয়া যাইবে। বিবেকের দৃষ্টিতেও ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, 'পুত্র' বলিলেই এক ব্যক্তির পুত্রত্বের অবসান হইয়া উহার স্থলে অন্যের পুত্রত্ব স্থান লাভ করিবে অর্থাৎ যাহার বীর্য হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার পুত্র না থাকিয়া অন্যের পুত্র হইয়া যাইবে। কারণ ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাহার বীর্য হইতেই সে জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব বিষয় যে, কাহাকেও পুত্র বলিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়েরই প্রকৃত পুত্র এবং উভয়ের বীর্য হইতেই সৃষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কেহ কোন বৃদ্ধাকে মাতা ডাকে এবং বৃদ্ধাও উহাতে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে তাহার গর্ভজাত সন্তান হইবে না।

ঠিক তদ্রূপ কাহাকেও পালক পুত্র বানাইয়া লইলে তাহার পিতা পরিবর্তন হইয়া যাওয়া এবং এক সঙ্গে দুই পিতার বীর্য হইতে জন্মলাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই নীতি মানিয়া লইলে শান্তি বলিতে কিছুই থাকিবে না। স্বীয় স্বার্থের বশবর্তী হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যে শব্দ ইচ্ছা সেই শব্দই বলিবে এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূলার্থই শব্দের আকারে প্রকাশ পাইবে। স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কোন ব্যক্তি পুত্রকে লাওয়ারিশ করিতে চাহিলে সে বলিবেঃ ইহা আমার পুত্র নহে। ফলে সে পুত্র থাকিবে না। অপরপক্ষে কোন অপরিচিতের সহিত সম্পর্ক পয়দা হইয়া গেলে এবং তাহাকে পুত্র বলিলে সে তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পুত্র হইয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হইয়া যাইবে। এই কাল্পনিক নীতির ফলে আল্লাহ্র নীতির অবসান হইয়া যাইবে এবং শব্দের আবরণে মানুষের স্বার্থসমূহ নীতি হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে শর্তের গুরুত্ব ও কানূনে ইলাহীর কোন হাকীকত অবশিষ্ট থাকিবে না। একমাত্র শাব্দিক চক্রই অবশিষ্ট থাকিবে। উহার লেবেলে

www.pathagar.com

মানুষ লাগামহীন হইয়া যাইবে। অবশ্য 'পুত্র' শব্দটি বলিলে উহার কিছু চারিত্রিক কিংবা কানূনী নিদর্শন আসিয়া যাওয়া এবং শরীয়তে উহাকে গ্রহণ করা অনস্বীকার্য নহে, কিন্তু এই শব্দ ব্যবহার করিলে উহা পুত্রের স্তরে পৌঁছিয়া যাওয়া এবং পুত্র হওয়ার সমূহ হুকুম উহার উপর জারি হওয়া ভুল ও হেদায়াতের বিপরীত। উহার বুনিয়াদী কারণ হইল ঃ 'পুত্র' শব্দটি পরিভাষা নহে বরং ভাষা। উহার একটি নির্দিষ্ট হাকীকত আছে। কাহারও ধরিয়া লওয়ায় উহা হয় না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উহা হয়।

কুরআনে হাকীম এই হাকীকতের বিশ্লেষণ এইভাবে করিয়াছে যে, শব্দের সহিত পুত্র হওয়ার কোন সম্পর্ক নাই বরং উহার সম্পর্ক নসবের সহিত।

ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, নসব অর্থ হইল বংশ অর্থাৎ পুত্র স্বীয় পিতার অংশ ও তাহার বীর্য হইতে সৃষ্ট, যাহা ক্রমানুয়ে পূর্ব পুরুষ হইতে সে লাভ করিয়াছে। ইহার অর্থ হইল ঃ পুত্রের অংশীদারীর এই সম্পর্ক তদীয় পিতা হইতে শুরু করিয়া পূর্বতন পুরুষের মাধ্যমে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইহা কোন কল্পনা বা ধরিয়া লওয়ার বিষয় নহে, বরং বাস্তব বিষয়। ইহা কাহারও বলায় হয় নাই বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট। কাজেই পিতাসহ সমস্ত দুনিয়া মিলিত হইয়াও প্রকৃত পুত্রকে পুত্র বলিয়া অস্বীকার করিলে সে কখনও তাহার পুত্র হইতে বাহির হইতে পারে না।

ফলকথা হইল ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও আদম পর্যন্ত পৌঁছা এই অংশীদারীর সিলসিলার অবসান কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ কোটি কোটি বৎসরের এই সিলসিলার অবসান মানুষের ক্ষমতা-বহির্ভূত। ঠিক তদ্রূপ সমস্ত দুনিয়া সম্মিলিতভাবে কাহারও পুত্রকে অন্যের প্রতি সম্বন্ধ করিলে সে কিছুতেই অন্যের পুত্র হইতে পারে না। কারণ কাহারও বানানো না বানানো কিংবা স্বীকার করা না করার উপর পুত্র হওয়া নির্ভর করে না বরং সৃষ্টিগত নসব ও অংশীদারীর উপর নির্ভর করে। মানুষের বেলায় হইতে পারে না বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাধ্যমেই হইতে পারে। কাজেই জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি কিভাবে তাহাকে অপর আরেকজন অপরিচিত ব্যক্তির অংশ বানাইতে

www.pathagar.com

পারে ? বলা বাহুল্য, ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ফল, উহাতে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই।

ইতিপূর্বে কুরআনে হাকীমের যে আয়াত পেশ করার ওয়াদা প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এই তত্ত্বটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে পিতা পুত্র হওয়ার প্রকৃত ও মৌলিক অর্থ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

কুরআনে হাকীম ঘোষণা করিয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا - (الفرقان)

"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি পানি (বীর্য) হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর মানুষের জন্য পৈতৃক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন এবং আপনার প্রভু সর্বসক্ষম।" এই পবিত্র আয়াতের মর্মার্থ হইল ঃ দুইটি মাত্র উপায়ে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং নৈকট্য ও দূরত্ব হিসাবে উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক উপাধি, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও হালাল-হারামের বিধি-নিষেধ জারি হয়। তন্মধ্যে একটি হইল ঃ পৈতৃক এবং অপরটি হইল বৈবাহিক। ইহার অর্থ হইল ঃ নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় যাহার ফলে সমাজে পুরুষকে পিতা ও নারীকে মাতা বলা হয়। অতঃপর পিতার সম্পর্কের মাধ্যমে তাহার মূলে অর্থাৎ উর্ধ্বতন পুরুষে পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি এবং তাহার শাখায় অর্থাৎ নিম্নতম পুরুষে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি, পিতার ভ্রাতাদের সঙ্গে পৈতৃব্য, প্রপৈতৃব্য ইত্যাদি, মাতাপিতার সম্পর্ক হইতে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নী এবং পিতা-পিতৃব্যের সন্তান-সন্ততি হইতে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনের সম্পর্ক কিংবা শুধু পিতা হইতে বৈপিত্রেয় ভ্রাতাভগ্নী এবং শুধু মাতা হইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগ্নী ইত্যাদির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদনুসারে ওয়ারিশ ইত্যাদির হুকুম জারি হয়। ঠিক তদ্রূপ মাতার সম্পর্ক হইতে মাতামহ, মামার সম্পর্ক হইতে ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক, শ্যালিকা ইত্যাদির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

ফলকথা হইল ঃ নৈকট্য ও দূরত্ব হিসাবে পৈতৃক ও বৈবাহিক সম্পর্কের উপর ওয়ারিশের হুকুম ও আত্মীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, সমূহ আত্মীয়তা সম্পর্ক এবং উহাদের সামাজিক উপাধি ও নামের একমাত্র কারণ হইল ঃ পৈতৃক ও বৈবাহিক এই সম্পর্ক দুইটি। এই দুইটি সম্পর্ক হইতেই বংশ চালু হয় এবং এই দুইটি সম্পর্কের মাধ্যমেই দুনিয়াতে আত্মীয়তার সিলসিলা বিস্তার লাভ করে।

পিতা, পিতামহের মাধ্যমে পৈতৃক সম্পর্ক এবং পত্নীর মাধ্যমে শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপরোল্লিখিত আয়াত যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে উহা হইল—এই দুইটি সম্পর্কের স্রষ্টা হইলেন একমাত্র আল্লাহ্ পাক। কারণ পুরুষ তাহার মাতা, পিতা ও উর্ধ্বতন পুরুষের অংশ হইতে সৃষ্ট। বলা বাহুল্য, অংশ অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করা মানুষের কাজ নহে বরং আল্লাহ্র কাজ তদ্রূপ, নারীও তাহার মাতাপিতা ও উর্ধ্বতন পুরুষের অংশ হইতে সৃষ্ট। কাজেই ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, নারী সৃষ্টি করাও মানুষের কাজ নহে বরং আল্লাহ্রই কাজ। ফলকথা হইল ঃ নারী ও পুরুষ আল্লাহ্রই সৃষ্ট। ইহাতে মানুষের কোনরূপ অধিকার নাই।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক তাহাদের ইচ্ছাধীন। কাজেই বিচ্ছেদও তাহাদের ইচ্ছাধীন। শরীয়তের ভাষায় ইহাকে তালাক বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সম্পর্ক আল্লাহ্র নামের মাধ্যম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কাজেই ইহার রূহ অর্থাৎ দুইটি অপরিচিত হৃদয়ের একাত্ম হওয়া, যাহার উপর এই সম্পর্কের স্থায়িত্ব নির্ভর করানো একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। ইহাতে সৃষ্টির কোন দখল নাই। কাজেই এই সম্পর্ককেও আল্লাহ্র কাজ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সারকথা হইল ঃ স্বামী ও স্ত্রীর অস্তিত্ব হইয়াছে একমাত্র আল্লাহ্র সৃষ্টির মাধ্যমে এবং উভয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার নির্দেশের মাধ্যমে। শুধু ব্যক্তিগত মতামতে এবং সামাজিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি হিসাবে উহা হয় নাই, যাহাকে আমরা সিভিল ম্যারিজ বলিয়া থাকি।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, প্রকারান্তরে ইহাতেও আল্লাহ্‌র শক্তিই কার্যকরী। এই-জন্যই এই আয়াতে خَلْقٌ 'খালকুন' ও جَعْلٌ 'জায়লুন' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া সৃষ্টি ও কর্ম উভয়টিকেই আল্লাহ্‌র কার্য বলা হইয়াছে যাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, একমাত্র তিনিই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই তাহাকে বংশগত সম্পর্ক দান করিয়াছেন এবং তিনিই তাহাকে বৈবাহিক সম্পর্ক দান করিয়াছেন, ইহা অন্য কাহারও কাজ নহে।

ফলকথা হইল ঃ বিচ্ছিন্নভাবে আকাশ হইতে মানুষের আবির্ভাব হয় নাই বরং পরস্পরের অংশ হিসাবে দুনিয়াতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাহার ফলে নিম্নতম পুরুষ উর্ধ্বতন পুরুষের শাখা এবং উর্ধ্বতন পুরুষ নিম্নতম পুরুষের মূল হইয়া গিয়াছে। এই মূলকেই শরীয়ত ও সমাজে পিতা ও শাখাকে পুত্র বলা হয়। ইহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, পিতা হওয়া এবং পুত্র হওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন নহে বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। কাজেই মানুষের উহা পরিবর্তন করারও ক্ষমতা নাই। এই হিসাবে সারা দুনিয়ার মানুষ সম্মিলিতভাবে পুত্রকে অপুত্র ও অপুত্রকে পুত্র বলিলে ইহাতে পুত্র অপুত্র ও অপুত্র পুত্র হইতে পারে না। কারণ যে অংশীদারীর উপর ভিত্তি করিয়া 'পুত্র' পুত্র ও 'পিতা' পিতা হয় একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন উহাতে কাহারও ক্ষমতা নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও কেহ পুত্রকে অপুত্র, অপুত্রকে পুত্র বলিলে ইহাতে হাকীকত পরিবর্তিত হইতে পারে না বরং উল্টা তাহাকেই বেকুফ বলা হইবে। কারণ ইহা তাহার অসম্ভবকে সম্ভব করার পদক্ষেপ। বলা নিষ্প্রয়োজন, উর্ধ্বতন পুরুষ ভিন্ন কাহারও শাখা ও পুত্র এবং নিম্নতম পুরুষ ভিন্ন কাহারও মূল ও পিতা হওয়া মোটেই সম্ভব নহে।

কারণ 'পিতা' ও 'পুত্র' কোন পরিভাষা নহে যে, ধরিয়া লইলেই উহা হইয়া যাইবে বরং উহা ভাষা ও হাকীকত, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ফলেই উহা হইয়াছে। উহাতে কোন মানুষের কার্য ও সৃষ্টির দখল নাই। কুরআনের উপরোল্লিখিত বিবেকসম্মত, নকলী ও আনুভৌতিক নীতির ভিত্তিতে ডাকপুত্র কখনও প্রকৃত পুত্র হইতে পারে না যে, বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মধ্যে বংশগত সমস্ত সম্পর্ক আসিয়া যাইবে।

www.pathagar.com

ঠিক তদ্রূপ ডাকপিতাও কখনও প্রকৃত পিতা হইতে পারে না যে, ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার অংশীদারীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে।

ঠিক তদ্রূপভাবে ডাক পুত্রবধূও কখনই প্রকৃত পুত্রবধূ হইতে পারে না যে, তাহার উপর বধূর সমস্ত হুকুম জারি হইবে এবং এই বধূর ডাক শ্বশুর কখনই প্রকৃত শ্বশুর হইতে পারে না যে, তাহার উপর সম্পূর্ণ শ্বশুর সম্পর্কের হুকুম জারি হইবে যাহার ফলে এই বধূ তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। কারণ বলার সঙ্গে এই সম্পর্কসমূহের কোন সম্পর্ক নাই বরং শাখা ও মূলের সহিত ইহার সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র কার্য, মানুষের কার্য নহে। কাজেই কাহারও উহাকে মৌখিক কথার ফল মনে করা একটি অমূলক কথা মাত্র, হাকীকতের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। এইজন্যই কুরআনে হাকীম এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছে, "আমরা পালক পুত্রদিগকে তোমাদের পুত্র বানাই নাই বরং তোমরা নিজেরাই তাহাদিগকে পুত্র বলিতেছ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ — "ইহা তোমাদের মৌখিক কথা।"

পালকপুত্র ও আসল পুত্রের মধ্যে এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতই তারতম্য সৃষ্টিকারী। ইহা পুত্র হওয়ার স্বাভাবিক বুনিয়াদসমূহকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। পালকপুত্র এই বুনিয়াদসমূহের আওতায় পড়ে না। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, উপরোল্লিখিত আয়াত সমস্ত আত্মীয়-তার সম্পর্ককে বংশ ও বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং উভয় সম্বন্ধকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া, পালকপুত্র উল্লিখিত সম্বন্ধদ্বয়ের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। উপরন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাকে পুত্রও বলেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, পালকপুত্র কোন সম্পর্কেরই নহে এবং আল্লাহ্ পাক এই সম্পর্কের সৃষ্টিকর্তাও নহেন। কারণ পালকপুত্র উল্লিখিত কোন সম্পর্কেরই অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অন্যান্য সম্পর্কসমূহ যথা ঃ পিতা, পুত্র, চাচা, খালু ইত্যাদির মত উহার কোন সামাজিক নামও

www.pathagar.com

নির্ধারণ করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ইহা শুধুমাত্র সাধারণ ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক। শরীয়ত নির্ধারিত সম্পর্ক হইতে উহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কাজেই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে শরীয়তে প্রকৃত পুত্রের যে হুকুম নির্ধারিত আছে, স্বাভাবিক-ভাবে উহা পালকপুত্রের উপর বর্তায় না অর্থাৎ যেরূপ অন্যান্য সম্পর্কে একের হুকুম অপরের উপর জারি হয় না এবং উহাদের সামাজিক নাম ও উপাধি ভিন্ন ভিন্ন। যথা ঃ মাতা, পত্নী, চাচা, পিতা ও ভগ্নী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাদের একের হুকুম অপরের উপর জারি হয় না। ঠিক তদ্রূপ পুত্রের হুকুম পালকপুত্রের এবং পালকপুত্রের হুকুম পুত্রের ন্যায় জারি হইতে পারে না। যদি এই হুকুমসমূহে উলট-পালট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্বের শৃঙ্খলা ও চারিত্রিক বিধান সব কিছুই বরবাদ ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই মূল নীতিটিই নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে ছিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন। পুত্র যেহেতু তাহার স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত বুনিয়াদসমূহের ভিত্তিতে অপুত্র হইতে পারে না এবং অপুত্র পালকপুত্রের নামে পুত্র হইতে পারে না, কাজেই পালকপুত্রের পত্নীও পুত্রের পত্নী হইতে পারে না। সেইহেতু, স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের পত্নীও অপরের পুত্রের পত্নী হইতে পারে না। কাজেই শরীয়ত ও স্বাভাবিক নীতির ভিত্তিতে কোন অবস্থাতেই পালক পুত্র-বধূকে বিবাহ করা অবৈধ হইতে পারে না। এই কারণেই একটি মৌলিক কানূনের ভিত্তিতে এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে। কাজেই হযরত যায়েদ ও যায়নাবের বিবাহের নির্দিষ্ট ঘটনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই বরং ইহা একটি স্বতন্ত্র নীতি। এই বিবাহও এই নীতির আওতাভুক্ত। দুনিয়াতে এই ধরনের যত বিবাহ হইবে উহা এই নীতির আওতাভুক্ত হইয়া জায়েয— এমন কি বিশেষ অবস্থায় উত্তম হইবে। কাজেই নবী করীম (সঃ)-এর পালক পুত্রবধূর বিবাহও এই আয়াতের বুনিয়াদী কানূনের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই বিবাহ কুরআনী প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত। ফলকথা হইল ঃ নবী করীম (সঃ)-এর কার্যই শরীয়ত— উপরন্তু ইহার স্বপক্ষে পূর্ব হইতেই কুরআনের প্রমাণ মজুদ ছিল।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করিয়া নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করা যে, তিনি পালক পুত্রবধূকে বিবাহ করিয়া অতঃপর উহার স্বপক্ষে জায়েযের সনদ গ্রহণ করিয়াছেন, আসমান হইতে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এইভাবে তিনি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে পালক পুত্রবধূর বিবাহের অধিকার অর্জন করিয়াছেন ইত্যাদি কুরআন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা বরং অসদুদ্দেশ্যের প্রমাণ। ইহার অর্থ হইল ঃ একদিকে সূক্ষ্মদর্শী ও জ্ঞানীর দাবী করা এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রসূলের এবং আসমানী কিতাবের উপর গণ্ডমূর্খের মত প্রতিবাদ করা একজন ইল্‌মসম্পন্ন ও জ্ঞানীর পক্ষ হইতে প্রত্যাশা করা যায় না।

ফলকথা হইল, কুরআনের উপর দোষারোপ করিয়া পালকপুত্র সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিবাদ করা হইয়াছিল, আমরা বিস্তারিতভাবে উপরে উহাদের উত্তর প্রদান করিলাম। কিন্তু কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়া এই প্রতিবাদসমূহের উত্তর প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব ছিল না। শুধু ভদ্রতার খাতিরে আমরা এই উত্তর প্রদান করিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, পূর্বেই আমরা ইহার ওয়াদা করিয়াছিলাম। কারণ পালকপুত্রের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোন শাখা বিষয় নহে। কারণ আমাদের ও আপনার মধ্যে বিরোধ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিগত দিক হইতে। আপনি আলোচ্য বিষয়ে আসমানী কিতাব, বিবেক ও নকলের (বর্ণনার ক্রমধারা বা বর্ণনা পরম্পরা) পথ পরিহার করিয়া দুনিয়ার সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজের পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আপনার প্রতিবাদের সার হইল, প্রথা বা রেওয়াজ শরীয়তের উপর হাকীম হইতে পারে। পরস্পর বিরোধের সময় রেওয়াজের খাতিরে শরীয়ত পরিহার করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে মুসলমানদের মতে শরীয়ত রেওয়াজের উপর হাকীম, পরস্পর বিরোধের সময় শরীয়তকে অবলম্বন করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, নীতির পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া যাওয়ার পর শাখা বিষয়ে আমাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে কোন আলোচনার প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি ইসলামের নীতি স্বীকার করে না, নীতিগত দিক হইতে ইসলামের শাখা বিষয়সমূহ আলোচনা করার অধিকার তাহার নাই এবং যে ব্যক্তি কুরআন স্বীকার করে না, তাহার জন্য কুরআনের বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করার কোন অধিকার নাই।

www.pathagar.com

পূর্বে নীতি ঠিক করিয়া অতঃপর তাহার ইসলামের শাখা বিষয়-সমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করা উচিত। তাহার সর্বপ্রথম নীতি নির্ধারণ করা উচিত, যাতে শাখা বিষয়ে আলোচনার সময় উভয়দলের সম্মুখে কোন স্বীকার্য মাপকাঠি থাকে। মতবিরোধের সময় যাহাতে উহাকে মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আলোচনার মাপকাঠি নির্ধারণের পূর্বে শাখা বিষয়সমূহে আলোচনা এইজন্য নিরর্থক ও অমূলক যে, শাখা বিষয়সমূহ মূলের অধীন, উহাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, একমাত্র মূলের উপর ভিত্তি করিয়া উহারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মূলের অবর্তমানে শাখা টিকিয়া থাকিতে পারে না। এমতাবস্থায় শাখা-সমূহের আলোচনা মানেই অস্তিত্বহীন বিষয়ের আলোচনা। অপর কথায় উহাকে বাস্তব আলোচনার পরিবর্তে অবাস্তব আলোচনা বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহার কোন অর্থ হইতে পারে না। কাজেই নীতিগত দিক হইতে আপনার সহিত একমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে আলোচনা করা যাইতে পারে ঃ

(ক) রেওয়াজ আসল না শরীয়ত আসল? নবী বা তাঁহার উম্মতের কাহারও জন্য পালকপুত্র পত্নীকে বিবাহ করা বৈধ কি না? এই সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে না। কারণ আপনি আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে রেওয়াজকে পেশ করিবেন। অপরপক্ষে আমরা শুধু শরীয়তকে পেশ করিব। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে যে, বিরোধের সময় আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিবে? তন্মধ্যে শরীয়ত ও রেওয়াজ কোন্‌টার কি গুরুত্ব? বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রমাণে বিরোধ ও মতানৈক্য থাকিলে স্বাভাবিকভাবে উহার শাখা বিষয়ে আলোচনার কোন অর্থ হয় না।

(খ) আপনার সহিত আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় হইল ঃ মানুষের কথার উপর বংশ ও পিতা-পুত্র হওয়া নির্ভর করে কি না? অর্থাৎ মানুষ যে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে পুত্র বলিলে সে পুত্র হইয়া যাইবে কি না এবং ইহাতে তাহার বংশগত সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়া যাইবে কি না? অপরপক্ষে ডাক-পিতার বংশের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইবে কি না? যদি কেহ স্বীয় পুত্রকে পুত্র বলিয়া অস্বীকার করে তাহা হইল সে পুত্র হইতে খারিজ হইয়া যাইবে কি না এবং তাহার বংশের সমূহ

www.pathagar.com

সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়া যাইবে কি না? ইহার মানে হইল ঃ এই ত্যাজ্য পুত্রের সন্তান অর্থাৎ পুত্র তাহার পুত্র থাকিবে কি না এবং এই পুত্রের পত্নী তাহার বধূ থাকিবে কি না? উপরন্তু সে ওয়ারিসের অধিকারী থাকিবে কিনা এবং তাহার আত্মীয়তার সম্পর্কসমূহ বিদ্যমান থাকিবে কি না? একটি মাত্র মুখের কথায় তাহার বংশগত সমূহ সম্পর্ক ও উত্তরাধিকারের সিলসিলার অবসান হইয়া যাইবে কি না?

কাজেই আপনার সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু হইল ঃ পুত্র হওয়ার সম্পর্ক মৌখিক কথার উপর নির্ভর করে, না ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত কোন সম্পর্ক?

(গ) তৃতীয় মৌলিক আলোচনা হইল ঃ 'পুত্র' শব্দ ও পুত্র হওয়া কোন পারিভাষিক বিষয় যে, ধরিয়া লইলেই কিংবা মুখে বলিলেই উহা হইয়া যাইবে না উহার কোন হাকীকত আছে যাহার ভিত্তি মানুষের কল্পনা ও মৌখিক কথা হইতে উর্ধ্বে?

(ঘ) চতুর্থ আলোচনা হইল ঃ বাতিলকারী শরীয়তের মুকাবিলায় বাতিলকৃত শরীয়তের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? আমাদের মতে কোন বাতিল শরীয়তের দ্বারা বাতিলকারী শরীয়তের মুকাবিলায় প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কাজেই আপনি যদি কোন বিষয়ে ইসলামের বাতিলকারী শরীয়তের মুকাবিলায় বাতিলকৃত ঈসায়ী শরীয়তের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহার হুকুম এত-টুকু গ্রহণ করা যাইতে পারে, যতটুকু কুরআন উহাকে মঞ্জুর করে। কারণ কুরআন দুনিয়ার সর্বশেষ কিতাব ও সর্বশেষ নবীর স্মারণিকা।

এই চারিটি নীতিতে মতৈক্য হইলে আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে যে, যায়েদ ইব্‌নে হারিসার তালাকপ্রাপ্তা পত্নীকে গ্রহণ করা নবী করীম (সঃ)-এর জন্য বৈধ ছিল কি না? অপর কথায় আপনার সহিত মূল বিষয়ে কোন মতানৈক্য নাই বরং মতানৈক্য হইল প্রমাণে। প্রমাণের রূপ নির্ধারিত হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা বিশেষ করিয়া কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়া আপনার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করা আমার ভদ্রতা ও শালীনতার প্রমাণ।

www.pathagar.com

ইসলামের মুকাবিলায় অমুসলমানদের প্রতিবাদের ধারাই হইল ঃ তাহারা মূল ও বুনিয়াদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শাখা বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ করা শুরু করিয়া দেন। এই কারণে নীতিগত দিক হইতে তাহাদের প্রতিবাদ অনিয়মতান্ত্রিক ও প্রত্যাখ্যাত। নীতিগত ও বিবেকসম্মত কথা হইল ঃ কোন দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কাহারও মতানৈক্য থাকিলে উহার শাখা বিষয়সমূহে মন্তব্য করার অধিকার তাহার নাই। মৌলিক বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া তাহার উহার উত্তর গ্রহণ করা সমীচীন। ইহাতে তাহার মনস্তুষ্টি হইলে আপনাআপনিই তাহার শাখা বিষয়সমূহ সংশয়ের উত্তর হইয়া যাইবে। কারণ শাখা বিষয়সমূহ মূলের উপর ভিত্তি করিয়াই টিকিয়া থাকে, মূল বোধগম্য হইয়া গেলে আপনাআপনিই শাখা বিষয়সমূহে বোধগম্য হইয়া যাইবে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন পড়িবে না। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য নহে যে, মূলের ব্যাপারে সংশয় থাকিয়া গেলে শাখা বিষয়ে প্রতিবাদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ এমতাবস্থায় প্রতিবাদ করা অনধিকার চর্চা ও মূলহীন বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের শামিল। ফলকথা হইল ঃ নীতিগত দিক হইতে উল্লিখিত উভয় অবস্থাতেই একজন অমুসলমানের ইসলামের শাখা বিষয়-সমূহে প্রতিবাদ করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিবাদ করিলে উহাকে প্রতিবাদ বলা হইবে না বরং প্রতিবাদের নামে প্রহসন বলা হইবে, যাহার মৌলিক উদ্দেশ্য হইয়া থাকে কোন ধর্মের ছিদ্র ও ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া উহার বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত করা কিংবা স্বীয় মনের ঝাল মিটানো। একজন সুবিচারক ও সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে ইহা মোটেই শোভা পায় না। মোদ্দা কথা হইল ঃ পালকপুত্র ও ডাকপুত্রের বিষয়টি একটি শাখা বিষয়। উপরে আমরা উহার দার্শনিক তত্ত্ব ও বুনিয়াদী হাকীকত উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছি যে, উহা পুত্রের সম্পর্ক নহে বরং স্নেহপ্রসূত একটি ডাক। কাজেই নিম্নোক্ত দুইটি কারণে পালকপুত্র সংক্রান্ত প্রতিবাদটিকে আপনার রহিত করিয়া লওয়া উচিত। প্রথম কারণ হইল ঃ নীতিগত দিক হইতে ইহা উহার আলোচনার স্থান নহে। দ্বিতীয় কারণ হইল ঃ উহার পূর্ণ উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

আমার মতে পালকপুত্রকে প্রকৃত পুত্র মনে করার নীতিতে আপনি

www.pathagar.com

দোষী নহেন। কারণ বর্তমান খৃস্টবাদের ভিত এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, বাইবেলে স্নেহবশত হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলা হইয়াছে বলিয়া তাহারা তাঁহাকে আল্লাহ্‌র প্রকৃত পুত্র মনে করিতে শুরু করিয়াছে। ইহাই তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। যতদূর সম্ভব বাইবেলে জনৈক শিক্ষক তাঁর স্বীয় ছাত্রকে পুত্র বলার ন্যায় আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে পুত্র বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা শুধু শিক্ষকের বেলায়ই সীমাবদ্ধ নহে বরং সাধারণত প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই বয়োকনিষ্ঠদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ইহাতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কোন কল্পনাও তাহাদের থাকে না। ঠিক এইরূপ কোন এলাকার ভূ-স্বামী স্বীয় প্রজাদিগকে স্নেহবশত পুত্র ও সন্তান বলিয়া থাকেন এবং প্রজাগণও তাহাকে পিতা বলিয়া আহবান করিয়া থাকে। কাজেই ইহাতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সম্মানার্থে ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রজাগণ ভূ-স্বামিগণকে পিতা বলিয়া থাকে এবং স্নেহ ও প্রীতির উদ্দেশ্যে ভূ-স্বামিগণও প্রজাগণকে পুত্র বলিয়া থাকে। আমাদের দেশের মত আরব দেশেও সাধারণত বয়োকনিষ্ঠগণ বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মানার্থে أَبُوِيّ (আবুইয়া) 'পিতা' বলিয়া আহবান করিয়া থাকে। বলা বাহুলা, তাহাদের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক থাকা তো দূরের কথা, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তাও থাকে না।

স্বয়ং ইসলামও মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ (আল্‌খাল্‌কু আয়ালুল্লাহ্) "সমগ্র মানুষই আল্লাহ্‌র পরিবারভুক্ত।"

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ পাকের সহিত মানুষের বংশগত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া ইহা বলা হয় নাই। কারণ আল্লাহ্ পাক স্রষ্টা ও মানুষ সৃষ্ট। স্রষ্টা শুধু জ্যোতি ও সৃষ্টি শুধু অন্ধকারের সমষ্টি। বলা নিষ্প্রয়োজন, এতদুভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে কোন বংশগত সম্পর্ক নাই। একমাত্র গভীর প্রীতি, অগাধ স্নেহ প্রকাশার্থে এই শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশে ইহা হইতে ভাল কোন শব্দ নাই। নবী করীম (সঃ)-ও হাদীসে স্বীয় উম্মতকে নিজ সন্তান বলিয়া

www.pathagar.com

উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ তিনি বলিয়াছেন, اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ (আনালাকুম বিমানযালাতিল্ ওয়ালিদে,) "আমি তোমাদের পিতাসদৃশ।"

কুরআনে করীমে নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র পত্নীদিগকে সমস্ত উম্মতের মাতা বলা হইয়াছে। যথা—কুরআন ইরশাদ করিতেছে ঃ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ (ওয়া আয্ওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম) "এবং নবীর পত্নিগণ মানুষের মাতা।" বলা বাহুল্য, বাংলাদেশী, হিন্দুস্তানী, পাকিস্তানী, আফগানী, তুর্কী, মিসরী তথা সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁহার ঔরসজাত সন্তান এবং তাহারা তাঁহার ওয়ারিস ও উত্তরাধিকার এই হিসাবে তিনি ইহা বলেন নাই। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি ইহা বলিয়াছেন, যেইরূপ পিতা সন্তানাদির মূল হওয়ার কারণে তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র ও অবশ্য অনুসরণীয়, তাহার সম্মুখে তাহাদের টু-শব্দটি করা সমীচীন নহে। সেরূপ রসূল (সঃ) উম্মতের মূল হওয়ার কারণে মাতাপিতা হইতে অধিক শ্রদ্ধার পাত্র ও অবশ্য অনুসরণীয়, তাঁহার সম্মুখেও টু-শব্দ করা মোটেই সমীচীন নহে। তাঁহার সহিত মানুষের সম্পর্ক আছে এবং মানুষ তাঁহাকে পিতা, দাদা, চাচা, খালু ইত্যাদি ডাকুক, এই উদ্দেশ্যে তিনি ইহা বলেন নাই। বলা বাহুল্য, কেউ এই-রূপ ধারণা করিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে।

অতঃপর যেইরূপ আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে নিজ সন্তান, রসূল (সঃ)-এর উম্মতকে নিজ সন্তান এবং আল-কুরআনে নবী করীম (সঃ)-এর পত্নীদিগকে উম্মতের মাতা বলা হইয়াছে এবং শ্রদ্ধার্থে বড়দিগকে মাতাপিতা ও স্নেহার্থে ছোটদিগকে পুত্র বলিয়া থাকে, সম্ভবত তদ্রূপ বাইবেলের কোথাও আল্লাহ্ পাক স্নেহবশত হযরত ঈসা (আঃ)-কে পুত্র ও হযরত ঈসা (আঃ) শ্রদ্ধাবশত তাঁহাকে পিতা বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু যেইরূপ আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে সন্তান বলায় তাহারা আল্লাহ্র সন্তান, রসূলের উম্মতকে সন্তান বলায় তাহারা রসূলের সন্তান হইতে পারে না, তাহার পবিত্র পত্নীদিগকে উম্মতের মাতা বলায় তাহারা মাতা হইতে পারেন না, বয়োজ্যেষ্ঠদের বয়োকনিষ্ঠদিগকে

www.pathagar.com

পুত্র বলায় তাহারা পুত্র হইতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ হযরত ঈসা (আঃ)-কে পুত্র বলায় তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র হইতে পারেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও খৃস্টজগত হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র ঔরসজাত পুত্র বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে এবং তাঁহার উপর পুত্র হওয়ার সমস্ত হুকুম ও আল্লাহ্‌র উপর পিতা হওয়ার সমস্ত হুকুম জারি করিয়াছে। এমন কি হযরত মরিয়মকে তাহারা আল্লাহ্‌র পত্নী বলিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। খৃস্টানদের এই মানসিকতার ভিত্তিতে আপনিও রসূল (সঃ)-এর পালকপুত্র ও ডাক পুত্রকে প্রকৃত পুত্র মনে করিয়া তাহার উপর ঔরসজাত পুত্রের সমস্ত হুকুম জারি করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আপনি মোটেই দোষী নহেন। কারণ এই বিশ্বাসের উপরই বর্তমান খৃস্ট ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, ইহার কোন মূল ও ভিত্তি নাই।

সারকথা হইল ঃ আপনার মূলনীতি অনুসারে যেহেতু 'পুত্র' ভাষা নহে বরং পরিভাষা এবং এই শব্দটি কাহারও উপর প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎই সে প্রকৃত পুত্র হইয়া যায় এবং অপর পক্ষে আমাদের নিকট যেহেতু এই মূলনীতিটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও হাস্যস্পদ, কাজেই নীতিগত দিক হইতে এই মতানৈক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (সঃ)-এর স্বীয় পালক পুত্র হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা পত্নীকে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টির উত্তর প্রদানের দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না। মৌলিক দিক হইতে যতটুকু উত্তর প্রদান করা জরুরী, কুরআন ও বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে একটু পূর্বেই এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই বিষয়টিও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পালকপুত্র একটি সৌহার্দ্য-মূলক সম্পর্কমাত্র, বংশগত সম্পর্কের সহিত উহার কোন যোগসাজশ নাই। উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, আপনার মতে সামাজিক প্রথাও রেওয়াজ পূজার মত একটি অবান্তর ও অবাস্তব নীতির ভিত্তিতে নবী করীম (সঃ)-এর পালক পুত্রের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহ করা অবৈধ এবং অপরপক্ষে বিবেক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে যেহেতু পালকপুত্র প্রকৃত পুত্র হইতে পারে না। কাজেই আপনিই বিচার করুন, প্রমাণ ছাড়া কোন স্পষ্ট বিবেকসম্মত, বাস্তব ঘটনাভিত্তিক ও স্বভাবসম্মত মূলনীতির বিরোধিতা করা ও উহার মুকাবিলায় সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী, বাস্তবতাবর্জিত ও একটি ভুল

www.pathagar.com

মূলনীতি অর্থাৎ প্রথা ও রেওয়াজকে পেশ করা এবং উহার উপর আঁটিয়া থাকা কতটুকু বিবেক, ধর্মভীরুতা, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যনিষ্ঠার কাজ? এই অমূলক ও ভিত্তিহীন নীতির দ্বারা কি সমস্ত ধর্মভীরুতা, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যের উপর কোন আবরণ পড়ে না? বলা বাহুল্য, ইহাতে বৈধ অবৈধ ও অবৈধ বৈধ হইয়া যাইবে এবং দুনিয়া ধর্মহীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হইয়া যাইবে যাহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে তারতম্য বলিতে কিছুই থাকিবে না।

www.pathagar.com

তিন

তৃতীয় প্রতিবাদের উত্তর

আপনার তৃতীয় প্রতিবাদের সারার্থ হইল ঃ ইসলাম অসৎ কাজ হইতে বাধা দানের পরিবর্তে উহার সমূহ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে। ইসলাম একমাত্র শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকার নির্দেশ দিয়াছে। আপনার মতে ইসলামের নির্দেশের সারার্থ হইল ঃ শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায়। এই প্রতিবাদের স্বপক্ষে আপনার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ বুখারী শরীফের ত্রয়োদশ পারার 'বাদয়ুল্‌খাল্‌ক্' (সৃষ্টির সূচনা) নামক অধ্যায়ের ১৬ (ষোল) পৃষ্ঠা পাঠ করিলে আমরা উপরি-উক্ত কুরআনী ওহীর পূর্ণ রহস্য অনুধাবন করিতে পারি। উহা হইল ঃ নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেন, 'শিরক না করিয়া আপনার উম্মতের যে কেউ মারা গেলে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে কিংবা (ইহা বলেন) সে দোযখে প্রবেশ করিবে না।" হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবুজর গিফারী জিজ্ঞাসা করেন, যদি সে ব্যভিচার ও চুরিও করে (তাহা হইলেও কি তাহার ব্যাপারে এই ফায়সালাই ?) উত্তরে তিনি (নবী করীম সঃ) বলেন, "যদি সে ব্যভিচার ও চুরিও করে।" ইহাই কি কুরআনের চারিত্রিক মাপকাঠির নমুনা ? উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়া গেল যে, একটি মাত্র কথা স্বীকার করিয়া যত ইচ্ছা তত পাপ করিতে থাক। উহা হইল ঃ আল্লাহ্‌র কোন শরীক নাই। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান, মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

কুরআনের এই শিক্ষার মুকাবিলায় বাইবেলের শিক্ষা হইল ঃ হারামকারী, মূর্তিপূজক, ব্যভিচারী, আরামপ্রিয়, পুং মৈথুনকারী, চোর, লোভী, মদ্যপায়ী, গালিবাজ ও অত্যাচারী কেউই আল্লাহ্‌র বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। (প্রথম করণথু ৬) আপনি বাহ্য-দৃষ্টিতে এই হাদীস দ্বারা কুরআনী ওহী অর্থাৎ পালকপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহজনিত বিষয়টি হইতে এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন যে, ইসলামে ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি অপরাধ বৈধ। এই দৃষ্টিভংগীতে

www.pathagar.com

আপনি স্বীয় চিঠিতে নবী করীম (সঃ)-এর পালকপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহ করাকে ব্যভিচার বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আপনার মতে এই তত্ত্বের অর্থ হইল ঃ নবী করীম (সঃ) তাঁহার পালকপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহ করিয়া স্বয়ং ব্যভিচার করিয়াছেন। অপরদিকে এই হাদীস দ্বারা স্বীয় উম্মতের জন্যও ব্যভিচার বৈধ করিয়া দিয়াছেন। (আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ইহা হইতে মুক্তি দান করুন।)

এখন আপনার খিদমতে আরয হইল ঃ যে সমস্ত অসার ও অমূলক প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি পালক পুত্রবধূর বিবাহ করাকে ব্যভিচার বলিয়াছেন, উপরের আলোচনায় উহার রহস্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সম্ভবত আপনার সুস্থ মস্তিষ্কে রহস্যের যে ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত আছে এখনও উহা অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ আছে। কিন্তু বিবেক ও হাদীস-কুরআনের দৃষ্টিতে উহার কোন নামনিশানা বিদ্যমান থাকা মোটেই সমীচীন নহে। এইজন্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যে কাল্পনিক ধ্বজা আপনার মস্তিষ্কে জমাট আছে এই সম্পর্কে আপনি ও আপনার মস্তিষ্কই অবহিত। শব্দ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করার সহিত যতটুকু সম্পর্ক জড়িত উহা একমাত্র হযরত আবূযরের হাদীস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আপনি এই হাদীসের কয়েকটি শব্দের দৃষ্টিতে এই দাবী করিয়াছেন যে, ইসলাম অসংখ্য পাপরাশির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

যদি মুহূর্তের জন্যও আপনার এই ভুল প্রতিবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও ইমলামের উপর প্রতিবাদের আপনার কোন অধিকার থাকে না। কারণ আপনিও ধর্মীয় দিক হইতে সমদোষে দোষী। ইহার কারণ হইল ঃ আপনার কথা মত যদি হযরত আবূযরের হাদীস ব্যভিচার, চুরি ও কুক্রিয়ার এজন্য অনুমোদন দান করিয়া থাকে যে, "তোমরা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও রসূলের প্রেরিতত্ত্বে বিশ্বাস রাখিয়া যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা অপরাধ করিতে থাক, আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে সর্বাবস্থাতেই মার্জনা করিবেন। কারণ তিনি অত্যন্ত মার্জনাশীল ও দয়াবান।" তাহা হইলে ইহার উপরে আমার বক্তব্য হইল ঃ পাপ মোচনের বিশ্বাসকে উপলক্ষ করিয়া খৃস্ট ধর্ম ও খৃস্টানদের জন্য সমূহ পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। খৃস্টানদের বিশ্বাসের সার হইল ঃ পাপী-তাপীদের পাপ মোচনের জন্য তাহাদের পরিবর্তে

www.pathagar.com

হযরত ঈসা (আঃ)-কে তিন দিন পর্যন্ত জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করা হইবে। ইহাতে তাহাদের সমস্ত পাপ মোচন হইয়া যাইবে। বিনা দ্বিধায় তাহারা পাপ করিতে পারিবে। এই ব্যাপারে তাহাদের কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না। তাহারা সর্ব প্রকারে কুকর্ম, হারামকারী, মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, আরামপ্রিয়তা, চুরি, লোভ-লালসা, মদ্যপান, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা, গালিগালাজ, যুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি করা সত্ত্বেও রেহাই পাইবে এবং জান্নাতে স্থান লাভ করিবে।

খৃস্ট ধর্মের এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ হযরত আবূযরের হাদীস অনুসারে একত্ববাদের বিশ্বাস থাকিলেই যদি উম্মতে মুসলিমার সমূহ পাপ মোচন হইয়া যায়, যাহাকে আপনি পাপ কার্যের সমূহ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইলে খৃস্ট ধর্মের নীতি অনুসারেও নির্দ্বিধায় এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের জন্যও সমূহ পাপের দরওয়াজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহাদের উপরিউক্ত বিশ্বাসের অর্থ ইহাই। এই প্রসংগে এইখানেও তাহাদের বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা জরুরী মনে করি। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাহাদের বিশ্বাস হইল ঃ পাপীদের পরিবর্তে হযরত ঈসা (আঃ)-কে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে এবং এইভাবে তাহাদের সমূহ পাপ মোচন হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, ইহা একটি অবান্তর বিশ্বাস ; ইহার কোন মূল্য নাই।

ইসলাম আল্লাহ্‌র যে করুণা ও দয়ার শিক্ষা দান করিয়াছে উহাকে অস্বীকার করিয়া যদি খৃস্টানগণ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াও থাকে, তাহা হইলে উহাও অত্যাচারের নিকৃষ্টতম পদ্ধতিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ ইহা কোন্ ধরনের সুবিচার যে, একজন পাপ করিবে এবং অপরজন উহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে? তাহাও সম্পূর্ণ একজন নিষ্পাপ নবী। আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য ঃ ইহা সুবিচার না অত্যাচার? আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়াগুণের মুকাবিলায় যদি কেউ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াও থাকে তাহা হইলে উহাকে শেষ স্তরের অত্যাচার ও যুলুম ভিন্ন অপর কোন্ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? বলা বাহুল্য, ইহা হইতে আল্লাহ্ পাক ও তাঁহার নবী হযরত ঈসা (আঃ) পূত ও পবিত্র। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে আপনি আল্লাহ্ পাকের করুণা

www.pathagar.com

বা সুবিচার গুণটিই স্বীকার করেন না। অপর পক্ষে মুসলমানগণ আপনার দাবী মত পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া থাকিলেও উহা আল্লাহ্ পাকের করুণা ও দয়াগুণের উপর নির্ভর করিয়া অত্যাচার ও যুলুমের উপর নির্ভর করিয়া নহে। তাছাড়া ইহা আল্লাহ্ পাক বা তাঁহার নিষ্পাপ নবী হযরত ঈসা (আঃ) কাহারও জন্য শোভা পায় না।

খৃস্টানগণের পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা যদি থাকিয়াই থাকিত তাহা হইলে তাহারা মুসলমানগণের মত আল্লাহ্র করুণা ও দয়াগুণের উপর নির্ভর করিয়া পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেই পারিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে কাহারও উপর অত্যাচার ও যুলুম করার দোষ আরোপিত হইত না। বড় জোর এইটুকু হইত যে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা আল্লাহ্ পাকের জন্য অশোভনীয় কিছু হইত না। কারণ তাঁহার মার্জনা করিয়া দেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। অন্যায়-কারীদিগকে মার্জনা করিয়া দেওয়া বান্দাদের বিবেক ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও একটি পবিত্র গুণ। কিন্তু আমি এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটির উপর জোর দিতে চাই না যে, অসম্ভব মনে করিয়া আল্লাহ্ পাকের করুণা ও দয়া-গুণের ভরসায় পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া এতটুকু খারাপ নহে যাহা পাপ মোচনের ভরসায় পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া যতটুকু খারাপ। কারণ আপনার বিবেক হয়ত ইহাকে বরদাশ্‌ত্ করিতে পারিবে না। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, আপনার দাবী মত ইসলাম শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকার আবরণে পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া থাকিলে খৃস্ট ধর্ম পাপ মোচনের আবরণে ইহা হইতে অধিক পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কাজেই খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের উপর প্রতিবাদ করার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কারণ যে বিপদে তাহারা নিজেরা গ্রেফতার উহা অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়ার কোন অর্থ হইতে পারে না। ফলকথা হইল ঃ ইসলামের উপর আপনি যে প্রতিবাদ করিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে উহা আপনার নিজের উপরই বর্তায়। কাজেই ইসলামের উহার উত্তর প্রদানের কোন প্রশ্নই আসে না।

উপরন্তু আমি আশ্চর্যবোধ না করিয়া পারি না যে, একমাত্র আপনি হযরত আবূযরের হাদীসটিই দেখিলেন। এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস

www.pathagar.com

ও আয়াত আপনার নেক নযরে পড়িল না। নেক নযরে পড়িয়া থাকিলেও আপনি যে চক্ষু মুদিয়া রাখিয়াছিলেন! বলা বাহুল্য, ঐ হাদীস ও আয়াতগুলিতে ইসলাম পাপকর্মের শাস্তির বিধান দান করিয়া দুনিয়া-বাসীদের পাপের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উহাদের ভিত্তিতেই ইসলাম অন্যান্য ধর্মসমূহের তুলনায় পাপ ও অন্যায় কাজ হইতে পূত-পবিত্র। বর্তমানেও ইসলামে শাস্তির বিধান রহিয়াছে। চুরি করিলে হাত কাটিয়া দেওয়া, ব্যভিচার করিলে প্রস্তর নিক্ষেপ করা, মদ্য পান করিলে বেত্রাঘাত করা ও ডাকাতি-রাহাজানি করিলে মৃত্যুদণ্ড দান করা ইত্যাদি শাস্তি সমূহের ব্যবস্থা ইসলামে রহিয়াছে। উল্লেখ্য, এই সমস্ত ব্যবস্থার জন্যই ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অন্ধকার যুগের অসংখ্য বিদয়াত, কুপ্রথা পাপকর্মের অবসান ঘটে এবং তদস্থলে এমন একটি পূত ও পবিত্র যুগ শুরু হয়, যাহার নযির কোন যুগেই পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, হযরত উমরের বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়কালে তথাকার খৃস্টানগণ ইসলামের এই পূত পবিত্র সুবিচারের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তাহারা মুক্ত কণ্ঠে সাহাবায়ে কিরামের পূত পবিত্র বিচারের কথা স্বীকার করে। ইরান বিজয়কালে তথাকার সেনাপতিগণও দ্বিধাহীন চিত্তে মুসলমানগণের এই পূতপবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরাম চীনে গমন করিলে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, লেন-দেন ও সামাজিকতা দেখিয়া চীনের অধিবাসিগণও চারিত্রিক পূত পবিত্রতার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সেনাপতিত্বে মুসলমানগণ বিজয় নিনাদে সিন্ধুতে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের সুদর্শন চেহারা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা-প্রজা নির্বিশেষে তথাকার অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই পাপ কাজের মাপকাঠিতে বর্তমান বিশ্বের মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে তুলনা করিলে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে খৃস্টানদের অপরাধই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে জাতীয় চরিত্রের পরিমাপ করা যায়। বলা বাহুল্য, মুসলমানদের এই চরিত্র কুরআনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। খৃস্টানদের চরিত্র গঠনের কারণ সম্পর্কে আপনিই অধিক অবহিত। মুসলমানদের বিশ্বাস মতে আল্লাহ্ কাহারও পিতা নহেন যে, তাঁহার পত্নীর

www.pathagar.com

প্রয়োজন পড়িবে এবং নারী জাতির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ হইবে। কোন রসূলই আল্লাহ্ পাকের পুত্র হইতে পারেন না। কারণ ইহা তাঁহার ব্যভিচারের ফলশ্রুতি হইবে। আমাদের আলোচনার সার হইল ঃ আল্লাহ্র রসূল স্বীয় উম্মতের পাপ মোচনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না। আল্লাহ্ পাক কাহারও শাস্তি প্রদানে বাধ্য নহেন। কারণ সর্বাবস্থাতেই ক্ষমার অধিকার রহিয়াছে। সব কিছুই তাঁহার অধীন, তিনি কোন কিছুর অধীন নহেন। তাঁহার হিকমতে কোন ত্রুটি নাই যে, একজন অপরাধ করিবে এবং অপরজন উহার ফল ভোগ করিবে।

ফলকথা হইল ঃ মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের যৌন প্রবৃত্তির বশবর্তী বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং তাঁহার রসূলকেও পাপী তাপীদের পাপ মোচনকারী মনে করে না। মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল ঃ আল্লাহ্ পাক সমস্ত দোষ ও ত্রুটি হইতে পূত ও পবিত্র এবং তাঁহার রসূলগণ এই ধরনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত। এইরূপ বিশ্বাসিগণ যতদিন পর্যন্ত তাঁহার ধর্মের উপর চলিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহারা কুক্রিয়া ও কুচরিত্র হইতে মুক্ত থাকিবে। অপরপক্ষে যাহারা এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করিবে, নিজেদের বিশ্বাসমত তাহাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিবে।

মোদ্দাকথা হইল ঃ আপনি হযরত আবূযরের হাদীসের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত ইতিহাস ও মুসলমানদের ধর্মীয় মেজাজের বিরোধী যাহা কিছু বুঝিয়াছেন, উহা আপনার মত ব্যক্তির কাজ। অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলামী কার্য ও চরিত্র এবং ইসলামী যুগে কুক্রিয়ার দ্বার রুদ্ধ করার জন্য অবলম্বিত প্রণালীসমূহের প্রতি আপনি মোটেই দৃকপাত করেন নাই। এমন কি ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়াও দেখেন নাই, আপনি একমাত্র হযরত আবূযরের হাদীসটিই দেখিয়াছেন এবং স্বীয় মনগড়া মতে উহার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। উহাকে সততা না অন্য কোন নামে অভিহিত করিব, ইহার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অন্যান্য হাদীস ও মুহাদ্দিসগণ, হযরত আবূযর গিফারীর হাদীসের যে অর্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আমি এখানে উহা বর্ণনা করিয়া দেওয়া সমীচীন মনে করি যাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে আপনি কতটুকু কৃত্রিমতার পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং প্রতিবাদের প্রবলতায় হাদীস ও মুহাদ্দিসদের বর্ণিত

www.pathagar.com

অর্থ কিভাবে পরিহার করিয়াছেন। মূলকথা হইল ঃ হযরত আবুযর গিফারীর হাদীসটি অপরাধ বৈধ করার জন্য আসে নাই বরং ঈমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার জন্য আসিয়াছে। উহা হইল ঃ নাজাতই মূল। অপরাধ ইহার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতে পারে না। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, দেরীতেও নাজাত হইতে পারে এবং নাজাত লাভ করিতে গিয়া মানুষের শাস্তি ভোগ করিতেও হইতে পারে কিন্তু অবশ্যই নাজাত হইবে। ইহাতে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহের অবকাশও নাই। এই হাদীসের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ঈমানের ফল বর্ণনা করা যে, উহাতেই নাজাত। উহা সূচনাতে বা দেরীতে লাভ হওয়ায় কিছু আসে যায় না। অপরাধ বৈধ করার পন্থা বাহির করা, ঈমান থাকিলে ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ধরপাকড় না হওয়া এই হাদীসের উদ্দেশ্য নহে। হাদীসের এইরূপ বিকৃত অর্থ করা একমাত্র আপনার মত দুঃসাহসীদেরই কাজ।

অন্যথায় মুসলমান ও একত্ববাদী হওয়া সত্ত্বেও ইহকাল ও পরকালে ব্যভিচার, চুরি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি প্রদানের কথা অন্যান্য হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আপনার অধিকতর অবগতির জন্য এইখানেও এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। উহা হইল ঃ সামান্যতম ঈমান থাকিলে হাজার হাজার বৎসর জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পরও অসংখ্য লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এই প্রসংগে হযরত ওবাদা ইবনে সামিতের নিম্নবর্ণিত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত বর্ণনা করিতেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ
عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا
بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا

www.pathagar.com

أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمْ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ۔

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)

"রসূলুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে একদল সাহাবা জমায়েত ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁহাদিগকে বলেন "তোমরা আমার নিকট অঙ্গীকার কর যে, (ক) তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করিবে না, (খ) চুরি করিবে না, (গ) ব্যভিচার করিবে না, (ঘ) নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, (ঙ) কাহারও উপর সামনাসামনি মিথ্যা আরোপ করিবে না এবং (চ) সৎকাজে আমার নাফরমানী করিবে না। তোমাদের মধ্যে যাহারা এই অঙ্গীকার পালন করিবে, আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহারা (উপযুক্ত) পুরস্কার লাভ করিবে। পক্ষান্তরে কেহ এই অপরাধসমূহ করিয়া বসিলে এবং দুনিয়াতে উহাদের শাস্তি প্রদান করা হইলে দুনিয়াতে ইহার (পাপের) কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে (কিন্তু পরকালের শাস্তি অবশিষ্ট থাকিবে।) দুনিয়াতে কেহ এই অপরাধসমূহ করিয়া বসিলে এবং আল্লাহ্ পাক উহা গোপন করিলে (পরকালে) উহার শাস্তির ভার আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ পাক

www.pathagar.com

তাহাকে মার্জনা করিয়া দিবেন। (যদি বান্দার হক্ না হয়) ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। (সাহাবায়ে কিরাম বলিতেছেন) অতঃপর আমরা এই কথার উপর নবী করীম (সঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম এবং অংগীকারাবদ্ধ হইলাম।"

এই হাদীস হইতে আমরা সুস্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় অবহিত হইলাম ঃ

(ক) মুসলমানদের নিকট হইতে শুধু শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকার ওয়াদা গ্রহণ করা হয় নাই যেরূপ পাদ্রী সাহেব রসূলুল্লা হ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছেন যে, তিনি শুধু শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকার নির্দেশ দিয়াছেন, পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকার নির্দেশ দেন নাই। বলা বাহুল্য, রসূল (সঃ) শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকার ওয়াদা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের হইতে চুরি-ব্যভিচার, অন্যায়ভাবে হত্যা, মিথ্যা, অপরাধ, ও নাফরমানী এক কথায় সব ধরনের পাপকার্য হইতে বাঁচিয়া থাকার ওয়াদা গ্রহণ করেন।

এই হাদীসের আলোকে যেরূপ শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকা জরুরী, তদ্রূপ চুরি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদি পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকাও জরুরী।

(খ) এই হাদীসে যেরূপ ইহ ও পরকালে শির্কের শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রূপ পাপকার্যের শাস্তিও বর্ণনা করা হইয়াছে। উপরন্তু দুনিয়াতে পাপ গোপন থাকিলে নিশ্চিন্তভাবে পাপ করিতে বলা হয় নাই বরং পরকালেও যথাবিহিত সংশ্লিষ্ট পাপের শাস্তির ব্যবস্থা রাখিয়া ভয় প্রদর্শন ও ধমক প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে উল্লিখিত পাপকার্যসমূহের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর এই হাদীসে আল্লাহ্র মার্জনা করিয়া দেওয়ার সংবাদ প্রদান করা হইলেও উহাকে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল রাখা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি মার্জনাও করিতে পারেন শাস্তিও দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, কাহাকেও ইহার ইল্ম্ দান করা হয় নাই যে, সে এই বিষয়ে মানুষকে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জি অবহিত করিবে, যাহার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে পাপ কার্যে লাগিয়া থাকিতে পারিবে।

www.pathagar.com

(গ) হযরত উবাদার এই হাদীসে শির্‌ক ও অপরাধ—উভয়টিরই কঠিন শাস্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অপরপক্ষে হযরত আবূযর গিফারীর হাদীস এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। ইহার কারণ হইল—হযরত আবূযরের একমাত্র উদ্দেশ্য ঃ ঈমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যে, পাপ থাকিলেও যদি সামান্যতম ঈমান থাকে তাহা হইলে দেরীতে হইলেও জাহান্নামের মহাঅগ্নি হইতে নাজাত হইবে। পাপ শাস্তি বর্ণনা করা এই হাদীসের উদ্দেশ্য নহে। কাজেই হযরত আবূযরের হাদীসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই মন্তব্য করা যে, ইসলাম শুধু শির্‌ক হইতে বাঁচিয়া থাকার উপদেশ দান করিয়া অন্যান্য পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে—ইহা স্পষ্ট ধোকা ও সরাসরি মিথ্যা আরোপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন প্রশ্ন হইল, হযরত আবূযরের হাদীসে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ কেন সংযোগ করিয়া দেওয়া হয় নাই? ইহার উত্তর হইল ঃ ইসলাম হযরত আবূযরের হাদীস কিংবা অন্য কোন আয়াত বা রেওয়ায়েতের মধ্যে আবদ্ধ নহে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ধর্মের সমস্ত বিষয়ও এক রেওয়ায়েতের মধ্যে আবদ্ধ নহে বরং ধর্মকে পুরাপুরিভাবে বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মের সমূহ বিষয়কে উপস্থাপিত করিতে হয়। এইজন্যই আপনাকেও এই-খানে হযরত আবূযরের হাদীসের সঙ্গে অন্যান্য হাদীসগুলি উপস্থাপিত করা উচিত ছিল। ফলকথা হইল ঃ হযরত আবূযরের হাদীসের উদ্দেশ্য কুকর্মেই হুকুম বর্ণনা করা নহে বরং ঈমানের হুকুম বর্ণনা করা। ইতিপূর্বে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি যে, নেক আমল থাকুক বা না থাকুক ঈমানের হুকুম হইল অবশেষে জাহান্নামের শাস্তি হইতে নাজাত লাভ। অপর পক্ষে হযরত উবাদা ইবনে সামিতের হাদীসে বদ আমলের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সেখানে ঈমানের হুকুমের কোন উল্লেখ নাই। কাজেই হযরত আবূযরের হাদীস হইতে বদ আমল করার অনুমতি উদ্‌ঘাটন করা যেইরূপ, ঠিক উবাদা ইবনে সামিতের হাদীস হইতে বেঈমানী করার অনুমতি উদ্‌ঘাটন করা সেইরূপ। কারণ হযরত আবূযরের হাদীসে একমাত্র ঈমানের হুকুম বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, সেখানে বদ আমলের হুকুম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে। অপরপক্ষে উবাদার হাদীসে বদ আমলের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, বেঈমানী ও শির্‌কের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে।

www.pathagar.com

উভয় হাদীসের প্রতি সমভাবে লক্ষ্য করিলে ঈমান ও আমল উভয়েরই হুকুম স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

মোটকথা হইল ঃ ঈমান ও নেক আমল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বিষয়। ঈমান থাকিলে নেক কাজ না করা কিংবা বদ কাজ করা নাজাতের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে পারিবে না, অবশ্য নাজাতের পথে বিলম্বের সৃষ্টি করিতে পারিবে। অপরপক্ষে কুফর থাকিলে নেক আমল অনন্তকালের শাস্তির পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। শাস্তি দেরীতে বা তাড়াতাড়ি শুরু হউক, হাল্‌কা বা কঠিন হউক, কিন্তু অনন্ত-কালের শাস্তিকে রুখিতে পারিবে না।

ফলকথা হইল ঃ উপরের দুইটি হাদীস হইতে দুইটি ফল উদ্‌ঘাটিত হয়। একটি কুফ্‌রের ফল এবং অপরটি পাপের ফল। কুফ্‌রের ফল হইল চিরস্থায়ী ধ্বংস এবং পাপের ফল হইল সাময়িক শাস্তি। অবশ্য উহা হাজার হাজার বৎসরেরও হইতে পারে। তদ্রূপ উপরোল্লিখিত হাদীস দুইটি হইতে ঈমান ও নেক আমলের দুইটি ফল উদ্‌ঘাটিত হয়। ঈমানের ফল হইল ঃ চিরস্থায়ী নাজাত ও মুক্তি এবং নেক আমলের ফল হইল পুরস্কার ও উপঢৌকন।

সারকথা হইল ঃ পাপ কাজ কোন মুসলমানকে ইসলামের গণ্ডি হইতে বাহির করিতে পারে না, সাময়িকভাবে শাস্তি ভোগ করাইতে পারে মাত্র ঠিক তদ্রূপ নেক কাজ কোন অমুসলমানকে কুফরীর গণ্ডি হইতে বাহির করিতে পারে না। বিষয়টিকে এইভাবে বুঝুন। একটি হইল কানুন না মানা এবং অপরটি হইল কানুন বিরোধী কোন কাজ করা। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রথমটি হইল বিদ্রোহ দ্বিতীয়টি হইল অপরাধ। বিদ্রোহের ফলে মানুষ কোন দেশের নাগরিক থাকিতে পারে না। এইজন্যই তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয় বা চিরতরে দেশান্তর করা হয়। অপরাধের ফলে মানুষের নাগরিকত্ব বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু দেশের প্রতি তাহার আনুগত্য বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই তাহাকে মারপিট বা এই ধরনের কোন শাস্তি প্রদান করা হয়, যাহাতে সে পুনর্বার ঈদৃশ অপরাধ করিতে হিম্মত না পায়। তাহাকে এই শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য নাগরিকত্ব হরণ করা নহে।

উপরের আলোচনার সার হইল ঃ পাপের কারণে মানুষের ঈমান

www.pathagar.com

বিনষ্ট হয় না বরং দুর্বল হয়। বলা বাহুল্য, যেহেতু তাহার ঈমান বিনষ্ট হয় না, কাজেই দেরীতে ও হাল্কাভাবে প্রকাশ পাইলেও উহার ক্রিয়া অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, উহার ক্রিয়া হইল অনন্তকালের নাজাত। হযরত আবূযরের হাদীসের অর্থ ইহাই অর্থাৎ ঈমান থাকিলে ব্যভিচার, চুরি, লুন্ঠন ইত্যাদি করা সত্ত্বেও মানুষের ঈমান বিনষ্ট হইতে পারে না। কাজেই হাজার হাজার বৎসর ভোগ করিয়া হইলেও সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

সুতরাং এই হাদীসের আলোকে ব্যভিচার, চুরি—ইত্যাদিকে বৈধ প্রমাণ করা একমাত্র জ্ঞান ও বিবেকহীনদেরই কাজ। তাহারাই বলিতে পারে যে, ইহা দ্বারা অপরাধ ও অন্যায়ের দ্বার খুলিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য এই হাদীস এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। পাপের শাস্তি ইত্যাদি বর্ণনা করা উহার উদ্দেশ্যই নহে; বরং পাপ করিলেও ঈমান বিদ্যমান থাকার হুকুম বর্ণনা করাই উহার উদ্দেশ্য, অন্যায় কাজের অনুমোদন দান করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

এই প্রসংগে অন্যান্য অনেক হাদীস আছে। উহাতে ঈমান থাকিলেও পাপকার্যের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। উবাদার হাদীসও এতদ্‌সংক্রান্ত একটি হাদীস।

নিম্নবর্ণিত দৃষ্টান্তটির দ্বারা বিষয়টি হৃদয়ংগম করা যাইতে পারে। ধরুন, জনৈক বাদশাহ্ তাঁহার প্রজাদিগকে বলিলেন ঃ বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে তোমাদের নাগরিকত্ব বাতিল হইবে না এবং হুকুমতের প্রদত্ত কোন অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে না। তোমাদের সম্পত্তি, ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা সব কিছুই বহাল থাকিবে।

আপনিই বলুন, তাঁহার নির্দেশের অর্থ কি এই হইবে যে, অবাধে তোমরা যে কোন অপরাধ করিতে পার—না এই অর্থ হইবে যে, তোমাদিগকে নাগরিকত্ব বজায় রাখার পন্থা বর্ণনা করা হইতেছে?

ফলকথা হইল ঃ হযরত আবূযর (রাঃ)-এর হাদীসের দৃষ্টিতে হারামকারী, মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, আরামপ্রিয়তা, স্ত্রৈণতা, চুরি, লোভ-লালসা, মদ্যপান, গালিগালাজ, যুলুম, অত্যাচার ইত্যাদি বৈধ করা একমাত্র আপনার মত জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনেরই কাজ। অন্য কাহারও

www.pathagar.com

দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। ইহাকেই 'তাহ্‌রীফ' বলে অর্থাৎ কোন কথার শুধু শব্দ বাকী রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে উহার অর্থ পরিবর্তন করিয়া ফেলা। বলা বাহুল্য ইহা ইহুদী ও খৃস্টানদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাব। এই কারণেই তাহারা নিজেদের আসমানী কিতাব পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে এবং হিংসা ও বিদ্বেষহেতু তাহারা অপরের কিতাবেও এই গুটি চালনা করিতে চায়।

কুরআনে করীমে এই প্রসংগে উল্লেখ আছে ঃ

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ـ

(ইউ হাররিফুনাল্ কালিমা আন মাওয়াযীহী ওয়া নাসু হায্‌যাম্ মিম্মা যুক্‌কিরুবিহী)

"তাহারা স্বস্থান হইতে বাক্য পরিবর্তন করিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে যে নসীহত প্রদান করা হইয়াছে তাহারা (সম্পূর্ণভাবে) উহা ভুলিয়া গিয়াছে।"

ইহাকে আপনার অতি বোঝার ব্যাপার বলিব না অন্য কিছু বলিব, ইহার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। কোথায় পালক পুত্রের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহজনিত আয়াত ও কোথায় হযরত আবূযরের হাদীস— ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও এই হাদীস দ্বারা আপনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা করিয়াছেন। ইহাকে বেশী ঝোঝাই বলাই সমীচীন। কারণ আপনি এই হাদীস ও আয়াতের মধ্যে অপসামঞ্জস্য দান করিয়া আয়াতের অপঅর্থ উদ্‌ঘাটনের ব্রত আঞ্জাম দিয়াছেন। এই আয়াতের দৃষ্টিতে আপনি নবী করীম (সঃ)-কে ব্যভিচারী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং হযরত আবূযরের হাদীসের দৃষ্টিতে আপনি তাঁহার উম্মতের জন্য ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি পাপ বৈধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আপনার এই উক্তি অতি জঘন্য। আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহা হইতে নাজাত দিন।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ـ

www.pathagar.com

(কাবুরাত কালিমাতান্ তাখরুজু মিন আফওয়াহিহীম ইয়াকুলুনা ইল্লা কাযিবান।)

"তাহারা অতি বড় কথা বলে। তাহারা মিথ্যা ভিন্ন কিছুই বলে না।"

আপনার হৃদয়ে যে জ্ঞানতত্ত্ব ও মা'রেফাত নাযিল হইয়াছে ইহা উহাই।

উপরে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম উহাই আপনার জ্ঞানের দৌড় ও পরিধি। কিন্তু মূল বিষয় আপনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা উপরে উহাও উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছি।

www.pathagar.com

চার

চতুর্থ প্রতিবাদের উত্তর

আপনি ইসলামের উপর চতুর্থ প্রতিবাদ এই করিয়াছেন যে, কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি জবরদস্তিমূলক মযহাব। উহা অসি দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে। উহাতে চারিত্রিক কোন সৌন্দর্য নাই। খৃস্ট ধর্ম উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ খৃস্ট ধর্মের পুস্তক বাইবেল চারিত্রিক শক্তি বলেই বিশ্বে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে আপনি স্বীয় চিঠিতে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে যদি জনৈক পাদ্রী কিংবা অনেক পাদ্রী প্রমাণের পথ পরিহার করিয়া অত্যাচার ও শক্তিবলে খৃস্টবাদ প্রচার করার চেষ্টা করে তাহা হইলে উহার দোষ বাইবেলের উপর বর্তায় না। আশা করি ইহাতে আপনিও আমার সহিত একমত। অপরপক্ষে কুরআনে উল্লেখ আছে, "তোমাদের বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর।"

আপনার চিঠির সারার্থ হইল ঃ বাইবেলে বলপূর্বক ধর্ম গ্রহণ করাইবার কোন নিয়ম নাই। কোন সময় এই ধরনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকিলে উহার দোষ সংশ্লিষ্ট পাদ্রীর উপর বর্তাইবে, বাইবেলের উপর উহার দোষ বর্তাইবে না। উহার বিপরীতকুরআন বলপূর্বক ধর্মান্তর করাইবার ব্যবস্থা দান করিয়াছে। কুরআনের আয়াতে এতদ্‌সম্পর্কিত নির্দেশ আছে। কুরআন নির্দেশ দান করিয়াছে ঃ তোমাদের বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত তোমরা কাফিরদিগকে হত্যা করিতে থাক। কাজেই উহার দায়িত্ব কোন আলিম, মৌলভী, পীর প্রমুখের উপর বর্তায় না বরং কুরআন ও ইসলামের উপর বর্তায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হইল ঃ আপনি না জানিয়া কুরআনে করীমের হত্যা সম্পর্কিত কোন আয়াতের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু উহার উদ্ধৃতি প্রদান করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কোন আয়াত

www.pathagar.com

কুরআনে নাই। খুব সম্ভবত আপনি وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ -

(ওয়াকাতিলুহু হাত্তা লাতাকুনা ফিতনাতুঁ ওয়া ইয়া কুনাদ্‌দিনু লিল্লাহ্‌) আয়াতের এই অনুবাদ করিয়াছেন ঃ এই আয়াতের মর্মেই আপনি এই প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের উদ্দেশ্যই হইল ঃ বলপূর্বক ইসলাম স্বীকার করানো। বাইবেল ইহা হইতে পবিত্র। কিন্তু এই আয়াতের অনুবাদ আপনি সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন। কাজেই ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি যে প্রতিবাদ করিয়াছেন উহাও ভুল। এই আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল অনুবাদ হইল ঃ ফিতনার অবসান ও দীন আল্লাহ্‌র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সংগে লড়াই কর। এই অনুবাদের দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায় যে, ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের বিধান দান করা হইয়াছে ফিতনা-ফাসাদ উৎপাটনের জন্য, দীন স্বীকার করাইবার জন্য নহে।

এখন আমরা ফিতনার বিশ্লেষণ করিতেছি। কোন কানুন বা বিধানের বিরুদ্ধে ফাসাদ, অশান্তি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করা এবং গোলমালের মাধ্যমে বিদ্রোহের সৃষ্টি করাকে ফিতনা বলে যাহাতে এই কানুন ও বিধান প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে কিংবা পূর্ণ হইতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যায় কিংবা বিজিত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, যদি পার্থিব কানুনে ইহা বরদাশ্‌ত না করা যায়, সেখানে শুধু জান ও মালের প্রশ্ন তাহা হইলে দীনী কানুনে উহা কিভাবে বরদাশ্‌ত করা যাইতে পারে যেখানে ঈমান ও নাজাতের প্রশ্ন।

যদি পোপ ও পাদ্রীদের কানুনের অধীনে খৃস্টানদের কোন মিশন কোন দেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করে তাহা হইলে মানুষের এই অধিকার থাকা উচিত যে, যাহা তাহারা বুঝিবে না উহা তাহারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে দলিল প্রমাণের দাবী করিয়া, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিলে তাহাও পারিবে। কিন্তু আইনত তাহাদের এই অধিকার থাকা উচিত নহে যে, আক্রোশের ভিত্তিতে উহার বিরুদ্ধে তাহারা ঘৃণা ও

www.pathagar.com

বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি ঘটাইবে এবং মানুষকে কথা বলার সুযোগ দান করিবে না। উপরন্তু উহার বিরুদ্ধে বিশৃংখলার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উহা হইতে বাধাদানের ভিন্ন একটি মিশন গড়িয়া তুলিবে।

আহেকী সাধারণ প্রজাতন্ত্র বারবার এই ঘোষণা করিয়াছে যে, রাজ্যের রাজনৈতিক দলসমূহের সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকার রহিয়াছে বটে কিন্তু রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহাদের উস্কানি প্রদান করা, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করার অধিকার নাই। যদি কোন পার্টি বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে শক্তির মাধ্যমে উহা দমন করিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশেও একই নিয়ম চালু আছে। উহাকে কেহই যুলুম বা অন্যায় বলে না।

ঠিক তদ্রূপ ইসলামও দীন প্রচারের বেলায় একই নীতির অনুসরণ করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ও সার্বজনীন দীন হিসাবে সারা দুনিয়ায় দীন প্রচারের একটি সুশৃঙ্খল নীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উহার বিরুদ্ধে যাহারা প্রমাণ কামনা করিয়াছে ইসলাম বিবেক ও কুরআন-সুন্নাহ উভয় দিক হইতে যুক্তিসংগত প্রমাণ পেশ করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়া দিয়াছে। যাহারা ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনার পথ অবলম্বন করিয়া উহার মূল ও শাখা বিষয়সমূহের তত্ত্ব কামনা করিয়াছে দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে তত্ত্ব উদঘাটন করিয়া দিয়া ইসলাম তাহার সন্দেহ অপনোদন করিয়া দিয়াছে। স্থানে স্থানে কুরআনও এই কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে যে, মানুষ যাহাতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে বুঝিয়া-শুনিয়া সরল ও সঠিক পথ অবলম্বন করে এবং সত্য ও সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে এই জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যখন কেহ আক্রোশ ও শত্রুতা-মূলকভাবে ইসলামের এই সুশৃঙ্খল নীতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার এবং উহার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া বিশৃংখলা ও ফিতনা বিস্তার করার অপচেষ্টা করিয়াছে তখন ইসলাম তাহার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করিয়াছে এবং শক্তিবলে ফিতনা ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদিগকে দমন করিয়া দিয়াছে যাহাতে ফিৎনা বন্ধ হইয়া যায় এবং মানুষ শান্ত পরিবেশে দীন শুনিতে, বুঝিতে ও এই সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইসলাম মানুষকে দীন গ্রহণ করা না করার পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছে। যাহাতে চিন্তা না

www.pathagar.com

করিয়া কেহই দীন গ্রহণ না করে কুরআন এই সম্পর্কে স্পষ্টভাবে একটি মূলনীতি ঘোষণা করিয়াছে,—لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

(লা-ইকরাহা ফীদ্দীন) "দীনে কোন প্রকার জবরদস্তি নাই।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই মূলনীতির আলোকে বিশেষভাবে তদীয় রসূল (সঃ)-কে এই জবরদস্তি হইতে বিরত থাকার হেদায়াত দান করিয়াছেন।

আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন ঃ

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ -

(আফা আন্তা তুক্‌রিহুন্নাসা হাত্তা ইয়াকূনূ মু'মিনীন)—হে রসূল আপনি কি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর বল প্রয়োগ করিবেন? (অর্থাৎ আপনাকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই।)

যেহেতু কুরআনের ঘোষণা মুতাবিক দীনে কোন জোর জবরদস্তি নাই বরং উহাতে ইখতিয়ার রহিয়াছে, সেহেতু জবরদস্তিমূলকভাবে দীন স্বীকার করাইবার জন্য কুরআনের তলোয়ার ধারণের নির্দেশ প্রদানের কোন অর্থ হইতে পারে না। অবশ্য একথা অস্বীকার করার জো নাই যে, যাহারা দীন গ্রহণে বাধা প্রদান করিয়াছে এমনকি দীনী বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগটুকু পর্যন্ত প্রদান করে নাই এবং দীনকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার পরিকল্পনায় সর্বদাই নিয়োজিত রহিয়াছে ইসলাম এই সমস্ত ফিতনাবাজদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করিয়াছে।

ইসলামে পার্থিব শান-শওকত, শক্তি ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পিছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই রহিয়াছে যে, বিনাবাধায় যেন এই শেষ দীনের হক ও সত্যের ঘোষণা হইতে পারে—প্রত্যেক দেশের ও জাতিতে উহার আওয়াজ পৌঁছে। উহা দুনিয়াতে আসায় যেহেতু পূর্ববর্তী দীনসমূহ বাতিল হইয়া যায় কাজেই দুনিয়ার কোন জাতিই যেন দীনের আলো হইতে মাহ্‌রূম না থাকে। উহা গ্রহণ করা না করার ইচ্ছা ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ মানুষের। দীন গ্রহণের ব্যাপারে কাহারও উপর জবরদস্তি করা যাইবে না। ইহাই ইসলামের বিধান।

www.pathagar.com

ফলকথা হইল ঃ যদি পার্থিব কানূনের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিলে উহা দমাইবার জন্য তলোয়ার ধারণ অন্যায় না হয়, তাহা হইলে এই তাহ্যীব তমদ্দুন ও আত্মসংশোধন ও বিশ্ব সংশোধনের আধ্যাত্মিক কানূনের বিরুদ্ধে ফিতনার সৃষ্টি করিলে উহা দমাইবার জন্য তলোয়ার ধারণ কেন অন্যায় হইবে ? বলা বাহুল্য, উহা গ্রহণের বেলায়ও ব্যক্তিগত পূর্ব স্বাধিকার রহিয়াছে। একটু পূর্বেই আমি এই সম্পর্কে আলোক-পাত করিয়াছি। ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের উদ্দেশ্য বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করানো নহে, বরং ফিতনা দূরীভূত করা ও উৎখাত করা এবং ষড়যন্ত্রকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাহাতে আল্লাহ্‌র সত্য সনাতন দীন পূর্ণভাবে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ পায় এবং মানুষ বুঝিয়া-শুনিয়া উহা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

এই প্রসংগে কুরআনে করিম ঘোষণা করিতেছে ঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا -

(ফামান্ শাআ ফাল্ ইউমিন্ ওয়ামান্ শাআ ফাল্‌ইয়াক্‌ফুর্ ইন্না আ'তাদনা লিয্‌যালিমীনা নারান্ আহাতা বিহিম সুরাদি কুহা)

"যাহার ইচ্ছা ঈমান গ্রহণ করুক এবং যাহার ইচ্ছা কুফুরী করুক। আমি অত্যাচারীদের জন্য এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছি যাহার লেলিহান শিখা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।"

বলা বাহুল্য, ইসলামের এই নীতি বিবেক বা দীয়ানতদারী কোনটিরই বিরোধী নহে। উহা দুনিয়ার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস হইতে কোন আলাদা ও ভিন্ন জিনিস নহে যে, মানুষ উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, নবী করীম (সঃ) যখন মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর পর্যন্ত অসহ-নীয় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও কষ্ট বরদাশত করেন এবং আরববাসিগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্থানে স্থানে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে, তখন তাঁহার উপর জিহাদের এই নির্দেশ নাযিল হয়।

www.pathagar.com

সুযোগ আসিলে যখন নবী করীম (সঃ) নগরে নগরে, শহরে শহরে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, পল্লীতে পল্লীতে, ঘরে ঘরে ও অত্যন্ত প্রত্যন্তে দীনের পয়গাম লইয়া পাগল বেশে ফিরিতেন, তখন আবু লাহাব, আবু জাহল ও অপর মুশরিক সর্দারগণ দলবলসহ তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিত এবং প্রচার করিত যে, ইনি যাদুকর, পাগল ও মিথ্যাবাদী। তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। তোমরা তাঁহার নিকটে যাইও না ও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিও না এবং তাঁহার কথায় পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করিও না।

কুরআন শরীফেও তাহাদের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ আছে।

এই প্রসংগে কুরআন শরীফ ইরশাদ করিতেছে ঃ

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

(লাতাস্‌মাউ লিহাযাল কুরআনে ওয়াল্‌ গাও ফীহে লায়াল্লাকুম তাগ্‌লিবুন)—"তোমরা এই কুরআন শুনিও না এবং গোলমালের সৃষ্টি করিও না তাহা হইলে তোমরা বিজয় লাভ করিতে পারিবে।" (এবং ইসলামের আওয়াজ স্তব্ধ হইয়া যাইবে।) উপরন্তু তাহারা সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আরবদের মধ্যে নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন অনল ছড়াইয়া দেয়, যাহার ফলে নবী করীম (সঃ)-এর শান্তিতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিতে ও স্বীয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহারা তাঁহাকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে ও তাঁহার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে ত্রুটি করেন নাই। কখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা তাঁহার উপর যাদু করিয়াছে, কখনও তাঁহার চলার পথে কাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়া, কখনও তাঁহার পিছনে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছে, কখনও নামাযে তাঁহার ঘাড়ের উপর উটের ভুঁড়ি নিক্ষেপ করিয়াছে, কখনও তাহারা তাঁহার সহিত ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়াছে, যাহাতে মানুষ তাঁহার কথা শুনিতে ও বুঝিতে না পারে। কখনও তাহারা তাঁহার পানাহার বন্ধ করার জন্য তাঁহাকে বয়কট করিয়াছে। তাহারা শুধু নবী করীম (সঃ)-এর সঙ্গেই এই ব্যবহার করে নাই বরং তাঁহার সাহাবীদের সঙ্গেও এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কখনও তাঁহারা তাঁহাদিগকে এইরূপ মারধোর করিয়াছে, যাহার ফলে তাঁহারা আহত হইয়া গিয়াছেন। এই যখমসহ

www.pathagar.com

তাঁহারা নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে উপনীত হইতেন। নবী করীম (সঃ) তাঁহাদিগকে ধৈর্য, স্থিরতা সহনশীলতার শিক্ষা দিয়া বলিতেন, "যুদ্ধের অনুমতি নাই।"

ফলকথা হইল ঃ আরববাসিগণ একদিকে নসীহত ও উপদেশের সমূহ পথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং অপরদিকে নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, যাহার ফলে নবী ও তাঁহার উপদেশ উভয়ই বেকার ও কোণঠাসা হইয়া যায়। অবশেষে তাহাদের অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যাহার ফলে নবী করীম (সঃ) ও তাঁহার সাহাবীদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। ফলে অসংখ্য সাহাবী স্ত্রীপুত্র, পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ী, ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তন্মধ্যে অনেকেই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। মক্কার মুশরিকগণ সেখানেও তাঁহাদের শান্তির পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী মুসলমানদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং ইযযত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বসবাস করার অনুমতি দেন। মুসলমানদের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইবেলের শিক্ষানুসারে তিনি পূর্ব হইতেই শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিলেন।

আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য ঃ তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারেও কি এই নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় মুসলমানগণ বল প্রয়োগের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

মুশরিকগণ মক্কার অবশিষ্ট মুসলমানদিগকেও শান্তিতে বসবাস করিতে দেয় নাই। অবশেষে তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া স্বয়ং নবী করীম (সঃ) মুসলমানগণ সমভিব্যাহারে মদীনায় হিজরত করেন। সেখানেও মুশরিকগণ তাঁহাদিগকে শান্তিতে তিষ্টিতে দেয় নাই এবং ইহুদীদের সহিত যোগসাজশ করিয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র পাকায়, যাহাতে মুসলমানদের অস্তিত্ব সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং পরবর্তী জাতিদের জন্য হেদায়াতের পথ বন্ধ হইয়া যায়। সারকথা হইল ঃ মক্কার দীর্ঘ তের বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণের উপর অত্যাচারের স্টীম-রোলার চালান হয়। উহার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া তাঁহাদের ধৈর্য ও স্থৈর্যের বাঁধ ভাংগিয়া যায়। ফলে বিশ্ব সংস্কার ও দীন প্রচারের

www.pathagar.com

আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় এই মযলুম মুসলমানদিগকে যালেমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেওয়া হয়।

নিম্নবর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে তাঁহাদিগকে এই অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ - نِالَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ -

উচ্চারণঃ উযিনা লিল্লাযীনা ইউকাতালূনা বি আন্নাহুম যুলিমূ ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহীম লাকাদিরুন নিল্লাযিনা উখ্‌রিজুমিন দিয়ারিহীম বিগাইরি হাক্কিন ইল্লা-আঁই ইকুলূ রাব্বুনাল্লাহ্।

অর্থঃ যাঁহারা নিহত হইতেছে অত্যাচারের কারণে, তাঁহাদিগকে লড়াইয়ের অনুমতি প্রদান করা হইল এবং আল্লাহ্ পাক তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম। যাঁহাদিগকে একমাত্র এই অপরাধে গৃহহারা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌কে রব বলিয়া স্বীকার করে। (সূরায়ে হজ্ব)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ -

উচ্চারণঃ ওয়ালাউলা দাফউল্লাহিন্নাসা বায়দাহুম বিবায়্ দিন্ লাহুদ্দিমাত সাওয়াবিয়ূ ও বিয়াইউ ওয়া সালাওয়াতুউ ওয়া মাসাজিদু ইউয্‌কারু ফীহাস্‌মুল্লাহি কাসীরাও ওয়ালা ইয়ান্‌সুরান্নাল্লাহা মাই ইয়ানসুরু ইন্নাল্লাহা লাকাভিউন্ আযীয।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ এক জনকে অপর জনের দ্বারা যদি আল্লাহ্ পাক প্রতিরোধ না করিতেন তাহা হইলে (স্ব স্ব যমানার) খৃস্টানদের গীর্জা, পাদ্রীদের উপাসনা গৃহ, মুসলমানদের ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ, যেগুলিতে বেশী করিয়া আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, ধ্বংস হইয়া যাইত এবং যাহারা আল্লাহ্কে সাহায্য করেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। (সূরায়ে হজ্জ)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে জিহাদের অনুমতি সংক্রান্ত ইহাই সর্বপ্রথম আয়াত। মক্কার দীর্ঘ তের বৎসরের জীবনে জিহাদ নিষেধ সম্পর্কিত সত্তরটির হইতেও বেশী আয়াতের পর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, অন্যান্য দীন মিটাইয়া দেওয়া ও বলপূর্বক ইসলাম প্রচার করা ইসলামে তলোয়ার ধারণের মৌলিক উদ্দেশ্য নহে। অন্যথায় এই জিহাদ প্রসংগে শিশু, নারী, বৃদ্ধা, নির্জনে ইবাদতকারী ও অক্ষম যথা ঃ অন্ধ, খোড়া প্রমুখকে হত্যা করিতে নিষেধ করা হইত না।

উপরন্তু ইহাতে এই বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, রাজ্যাধিকারও ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য নহে। অন্যথায় সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানদের রাজত্ব তাহাদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হইত না এবং জিযিয়া কর গ্রহণ করিয়া অমুসলমানদিগকে আশ্রয় প্রদান করা হইত না। বরং উহার মূল উদ্দেশ্য হইল প্রতিরোধ কিংবা লড়াইয়ের মাধ্যমে অন্যায়, অবিচার, যুলুম, অত্যাচার ও ফিতনা-ফাসাদের মূলোচ্ছেদ এবং মযলুমদিগকে যালিমদের হাত হইতে রেহাই দান, যাহাতে মানুষ শান্ত পরিবেশে দীনকে সঠিকভাবে বুঝিতে পারে।

উপরিউল্লিখিত আয়াতদ্বয় শত্রুদের মুকাবিলায় অস্ত্র ধারণের অনুমতির আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নীতির উপর আলোকপাত করিয়াছে। উহা হইল ঃ যখনই মক্কার মুশরিকদের নীতিতে বাতিলপন্থিগণ হকপন্থীদের রাস্তা বন্ধ করার অপপ্রয়াস পাইয়াছে তখনই হকপন্থীদিগকে তলোয়ার ধারণের অনুমতি দান করা হইয়াছে। ইহাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। সুতরাং বাতিলপন্থিগণ যখন আসমানী কিতাবধারীদের মুকাবিলায় নামিয়াছে, তাঁহাদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া দিয়াছে এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নাম মুছিয়া ফেলার জন্য গীর্জা, খানকাহ্‌ ও ইবাদতখানাকে উজাড় করিয়া দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছে, তখনই আল্লাহ্‌ পাক তৎকালীন হকপন্থিগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দান করিয়াছেন এবং এক জাতিকে অপর জাতির দ্বারা প্রতিরোধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ পাক এই অনুমতি প্রদান করেন নাই বরং যাহাতে ইবাদতখানা, খানকাহ্‌, গীর্জা প্রভৃতি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং আল্লাহ্‌র নাম সমুন্নত থাকে, এই উদ্দেশ্যেই এই অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ঃ আহ্‌লে কিতাব ও তৎপূর্ববর্তী যুগ হইতে আল্লাহ্‌র যে নীতি চলিয়া আসিয়াছে ইসলামের বেলায়ও যদি ঐ নীতি চালু থাকে এবং অত্যাচারের শেষ পর্যায়ে যদি মুসলমানদের হাতে অস্ত্র প্রদান করা হয়, যাহাতে তাহারা মসজিদ, খানকাহ ও যিকির ইবাদতের কেন্দ্রসমূহকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আল্লাহ্‌র দ্বীন সমুন্নত রাখিতে পারে, তাহা হইলে আহ্‌লে কিতাবদের উহার উপর প্রতিবাদের কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? বলা বাহুল্য তাহাদের ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের বেলায়ও আল্লাহ্‌র একই নীতি চালু ছিল। সময়ের তাগাদানুযায়ী মুশরিকদের মুকাবিলায় আহ্‌লে কিতাব মুসলমানগণের অনুকূলে সম্মিলিতভাবে মুশরিকদের মুকাবিলা করা উচিত ছিল। কারণ মুশরিকদের আওয়াজ কোন আসমানী আওয়াজ ছিল না এবং তাহাদের যুলুম ও অত্যাচার কোন আসমানী মিল্লাত রক্ষার্থে ছিল না বরং পৈতৃক প্রথা বা জাতীয় রেওয়াজ বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ছিল। একত্ববাদ, প্রেরিতত্ত্ব, ইহকাল-পরকাল, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণে বিশ্বাস, আত্মসংশোধন ও চরিত্র সংশোধনের নীতি, সমাজ সংশোধন ও মানব জাতির চরিত্র সংশোধনের কোন ধারণা ও উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঃ মূর্তিপূজা, আত্মপূজা, আত্মসেবা, বর্বর যুগের কুপ্রথা, রেওয়াজ পূজা ও অপবিত্র ধরনের সমূহ প্রবৃত্তি পূজা।

বলা বাহুল্য ইহা শুধুমাত্র ইসলামের মুকাবিলাই ছিল না বরং সমস্ত আসমানী মিল্লাতের মুকাবিলা ছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন, বর্বর যুগের উল্লিখিত ধারণার কারণে খৃস্টবাদ, ইয়াহুদবাদ কিংবা ইসলাম কোন

www.pathagar.com

আসমানী মিল্লাতের আওয়াজ উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই যখন ইসলাম এই বাতিল ও ধর্ম হননকারী আন্দোলনের মুকাবিলায় আওয়াজ তুলে, তখন সমস্ত আসমানী মিল্লাতের দ্বীন ইসলামের অনুকূলে সম্মিলিতভাবে উহাকে রুখিয়া দাঁড়ানো সমীচীন ছিল। কারণ বর্বরতার মুকাবিলায় ইসলামের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল। ইহা ভিন্ন কোন-না-কোন বুনিয়াদী নীতিতেও ইসলামের সহিত তাহাদের মিল ছিল।

সুতরাং এই ভিত্তিতে কুরআন তাহাদিগকে আপন পাশে টানিয়া আনার চেষ্টা করে এবং ঘোষণা করে ঃ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

(উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া আহ্‌লাল্ কিতাবি তায়ালাও ইলা কালিমাতিন্ সাওয়ায়িম্ বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আঁল্লানা'বুদা ইল্লাল্লাহা ওয়ালা নুশরিকাবিহী শাইয়াওঁ ওয়ালা ইয়াত্তাখিজা বায়্‌দুনা বায়্‌দান আর্‌বা-বাম্ মিন্ দুনিল্লাহ্)

"(হে নবী,) আপনি বলুন, হে আহ্‌লি কিতাবগণ, আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। এসো, আমরা এমন একটি কথায় একমত হই, যাহা হইল—আল্লাহ্ ভিন্ন আমরা অন্য কাহারও উপাসনা করিব না এবং তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিব না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া আমরা একে অপরকে রব বানাইব না।" অর্থাৎ কাহারও কথা ও কার্যকে দ্বীন মনে করিয়া তাহাকে আমরা অবশ্য অনুসরণীয় মনে করিব না বরং আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌কে রব, অনুসরণীয়, হাকীম ও শরীয়ত প্রণেতা মনে করিব। আমাদের শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এই ইত্তিহাদ ও ঐক্যের পথে ফাটল ধরাইতে পারিবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু আফসোসের বিষয়, আহ্‌লে কিতাবগণ বর্বরতার মুকাবিলায় ইসলাম ও উহার জিহাদের সমর্থন ও বর্বরতাসুলভ কুপ্রথা ও রেওয়াজের মুকাবিলায় আসমানী ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে এই জিহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রোপাগাণ্ডা করিতে শুরু করে যে, ইসলামে এই জিহাদের ব্যবস্থাবলম্বন করা হইয়াছে বলপূর্বক দ্বীন প্রচার ও অসিবলে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য।

বলা বাহুল্য কুরআনের জিহাদ সংক্রান্ত ঘোষণায় এই ধরনের অর্থ প্রকাশক একটি শব্দও নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহারা নিজেদের পদ্ধতিকে কুরআন হইতেই প্রমাণ করার জন্য উহার আয়াতের কদর্থ করিয়াছে এবং অদ্যাবধি তাহারা নিজেদের এই পুরাতন ও ভুল পদ্ধতিতে নিশ্চল ও অনড় রহিয়াছে। এখনও তাহারা নিজেদের প্রোপাগাণ্ডা জারি রাখার জন্য ইসলামের জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিতেছে। কুরআনের আয়াত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ও কুৎসা রটনা করা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের একটি নিকৃষ্টতম স্বভাব। সততা তো দূরের কথা, সাধারণ বিবেকও উহাকে বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। ধর্মীয় বিদ্বেষ ও জাতিগত আক্রোশই উহার একমাত্র কারণ। ফলকথা হইলঃ ইসলামের বদৌলতে অন্ধকার যুগের বর্বরতার অবসান হইয়াছে বটে কিন্তু ইয়াহুদবাদ ও খৃস্টবাদ উহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইসলাম বর্বরতার মুকাবিলায় ইয়াহুদবাদ ও খৃস্ট-বাদকে ঘনিষ্ঠতর করার অধিক পক্ষপাতী ছিল।

ফলকথা হইল ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা, যার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে অসির ধর্ম প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, ইসলাম স্বীয় অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে অসি ধারণ করে নাই বরং ফেৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা দমনের জন্য অসি ধারণ করিয়াছে। আহ্‌লে কিতাবদের বিরুদ্ধেও একই উদ্দেশ্যে অসি ধারণ করিয়াছে। স্বয়ং কুরআন ও নিজ আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, দ্বীনে কোন জবরদস্তি নাই এবং কুরআনের নবীরও বলপূর্বক কাহাকেও ইসলামে দীক্ষিত করার অধিকার নাই। বরং যুক্তিপ্রমাণ ও চরিত্রের মাধ্যমে দ্বীন পেশ করিতে হইবে। পূর্বে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। উল্লেখ্য, ইহা ইসলামের নীতিই নহে

www.pathagar.com

বরং বাস্তবও। ইসলামের কোন দায়িত্বশীল অনুসারীই দ্বীন গ্রহণ করাইবার ব্যাপারে কখনও কাহারও উপর বল প্রয়োগ করে নাই। সাহাবা, তাবেয়ীন (যাহারা সাহাবাদের সাক্ষাতলাভ করেন, তাহাদিগকে তাবেয়ীন বলা হয়), হাক্কানী আলিম ও সূফীগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার নযীর পাওয়া যায়। তাঁহারা সদা-সর্বদাই দলিল প্রমাণ ও ভালবাসার মাধ্যমে দ্বীন পেশ করেন, তলোয়ারের ডগার মাধ্যমে নহে। আরবের বড় বড় স্বনামখ্যাত মুসলমান, যথা—হযরত আবূবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত উমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান গনি (রাঃ), হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) এবং তাঁহাদের মত অনেক বীর সাহাবী, যাঁহারা পরবর্তী যুগে ইসলামের বাহাদুর জেনারেল ও বীর প্রমাণিত হইয়াছিলেন, অধিবাংশই নবী করীম (সঃ)-এর মক্কার তের বৎসরের জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য তখন তলোয়ার ধারণ তো দূরের কথা, কাহারও বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করারও অধিকার ছিল না।

মুসলমানদের হাত হইতে তলোয়ার ছিনাইয়া লওয়ার পর এবং তাহাদের কেন্দ্রভূমি বিজয় করার পর এশিয়া মাইনরের লক্ষ লক্ষ তুর্কী ও তাতারী ইসলাম গ্রহণ করে।

ভারত এবং বাংলাদেশেও ইসলামের আগমনকালে অস্ত্রধারী ও শক্তিশালী বাহাদুর অমুসলিম জাতিসমূহর অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে। জবরদস্তিমূলকভাবে তাঁহাদিগকে মুসলমান করা হইয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই ইতিহাস সৃষ্টি করা, তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশের অপমান বৈ আর কিছুই নহে। ভারতে (বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উহার অন্তর্ভুক্ত) ইংরাজদের আগমনের পর মুসলমানদের সংখ্যা তিন কোটি হইতে দশ কোটিতে পৌঁছায়। বলা বাহুল্য তখন তাহাদের হাতে অস্ত্র ও রাজত্ব কোনটাই ছিল না।

উপরোল্লিখিত ঘটনাসমূহ ইহার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, ইসলামের ইতিহাস হুবহু উহার নীতির অনুকূল। আমরা ইতিপূর্বে উহার ব্যাখ্যা দান করিয়াছি। কাজেই এখানে পূর্বাপর উহার আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করি না।

এমতাবস্থায় যদি কোন বাদশাহী, অদূরদর্শী মৌলভী ও দায়িত্বহীন

www.pathagar.com

মুসলমান কাহাকেও বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করে তাহা হইলে উহার দোষ ইসলাম ও উহার ইতিহাসের উপর বর্তায় না। উপরন্তু এই ধরনের দায়িত্বহীন কাজের দ্বারা দ্বীনের উপর দোষ আরোপিত হইতে পারে না। আপনিও স্বীয় চিঠিতে নীতিগত দিক হইতে উহা স্বীকার করিয়াছেন। কুরআনের আলোকে উপরে যে আলোচনা করা হইল উহার ভিত্তিতে আপনার সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি। বলা বাহুল্য জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আপনার এই সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভুলবশত আপনি বুঝিয়াছেন যে, কুরআনই বলপূর্বক দ্বীন গ্রহণে বাধ্য করার নীতি পেশ করিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কুরআন বা ইসলামের ইতিহাস কোনটার দ্বারাই বল প্রয়োগের নীতি প্রমাণিত হয় না। ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, কোন মযহাবের নীতি ও ইতিহাস বাদ দিয়া প্রতিবাদ করিলে উহা দলিল হইতে পারে না। কাজেই আপনার এই প্রতিবাদসমূহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে দলিল হইতে পারে না। যতটুকু সন্দেহ উহাতে সৃষ্টি হইতে পারে উপরের আলোচনায় উহার অপনোদন হইয়া যাওয়া সমীচীন।

আপনি ইসলামের চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে যে চারটি প্রতিবাদ করিয়াছেন, আশা করি এই আলোচনায় তাদের উত্তর হইয়া গিয়াছে এবং বিস্তারিতভাবে আপনার সম্মুখে সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদসমূহের মৌলিক দিক ও বাস্তব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

আমাদের আলোচনার সারবস্তু হইল : দুনিয়ার কোন মযহাব পরিপূর্ণভাবে চরিত্র সম্পর্কিত বিধান দান করিয়া থাকিলে একমাত্র ইসলামই দান করিয়াছে। এই জন্যই ইসলাম শেষ নবীর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্রের পূর্ণত্ব দান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই প্রসংগে হাদীসে উল্লেখ আছে :

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ - (বুয়েসতু লিউতিম্মা মাকারিমাল আখলাক) "উত্তম চরিত্রসমূহের পূর্ণত্ব দান করিয়া দুনিয়াবাসীদের সম্মুখে উহার পরিপূর্ণ নক্‌শা পেশ করার জন্য আমি আবির্ভূত হইয়াছি।" উপরে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে উহা আমার তথা ইসলামের দাবী এবং সচ্চরিত্রের পরিপূর্ণ বিধানের যে নিরানব্বইটি

www.pathagar.com

নীতি পেশ করা হইয়াছে তাহা এই দাবীর দলিল। চরিত্রের প্রকার, উহাদের স্তর ও মর্যাদা, উহাদের নিদর্শন ও উহা অর্জনের যে নিয়ম ও পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে উহা এই বিধানের বিশ্লেষণ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলমানগণ উহার উপর একটি ভিন্ন বিষয় রচনা করিয়াছে। উহাকে তাসাউফ বা অধ্যাত্ম বিদ্যা বলা হয়। একটি বিরাট দল উহার অনুসারী। তাঁহারা মুসলমানদের চরিত্র সংশোধনের কাজে নিয়োজিত আছেন। ইহাতে শুধু মুসলমানগণই নহেন বরং অমুসলমানগণও উপকৃত ও লাভবান হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই এই দাবী করা যে, ইসলামে চারিত্রিক বিধান বলিতে কিছুই নাই, দুনিয়াতে ইসলাম নাই দাবী করার নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য ইহা একটি ডাহা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নহে। মিথ্যা আরোপকারী উহাতে লজ্জা বোধ না করিলেও মানব জগতের মাথা লজ্জায় অবনমিত হইয়া যাইবে।

উপরন্তু এই বিধানকে অস্বীকার করিয়া পালকপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নীকে তাহার ডাকপিতার বিবাহ, আবূযর গিফারীর হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা, ইসলাম অসির ধর্ম ইত্যাদি যে সমস্ত বাজে কিস্‌সা আপনি উপস্থাপিত করিয়াছেন, উপরের আলোচনায় উহা সম্পূর্ণভাবে অসার প্রতিপন্ন হইল এবং ইসলামের চারিত্রিক বিধান স্বীয় শৌর্যবীর্যসহ সম্পূর্ণ-ভাবে স্পষ্ট হইয়া গেল।

আপনার ফরমায়েশ মুতাবিক কুরআনের আলোকে উপরে যে উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে গভীরভাবে চিন্তা করিলে হৃদয়ংগম করা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে উহা কুরআনের চক্কর না কাঁচা ও টেরা মস্তিষ্কের চক্কর। একটি কথাকে দলিল ছাড়া পেশ করা হইলে আপনি উহাকে সঠিক মনে করেন। ঐ কথাই দলিল ছাড়া পুনঃ পেশ করা হইলে আপনি উহাকে ভুল মনে করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা আপনার মস্তিষ্কের চক্কর। সুতরাং আপনার কথামত চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না, হত্যা করিও না ইত্যাদি কথা সরল ও সঠিক এবং এই কথাগুলিকেই যখন দলিল ও তত্ত্বসহ কুরআনে হাকীম সুন্দরভাবে পেশ করে তখন আপনি উহাদিগকে চক্কর ও ভুল মনে করেন।

www.pathagar.com

আমাদের উপরের আলোচনায় প্রত্যেকটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন জীবন বিধানের আকারে আপনার সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া গেল। কুরআন ও বাইবেলের তারতম্য প্রদর্শন করিয়া আমি উপরে উহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। আপনি উহাকে চক্রে নিক্ষেপকারী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উহার অর্থ হইল: দলিল, তত্ত্ব ও হুকুমের সমষ্টিকে আপনি চক্র বলেন এবং দলিল-হীন ও হাকীকতহীন কথাকে আপনি সঠিক ও নির্ভুল মনে করেন।

আপনিই বিচার করুন, যে মস্তিষ্ক দলিল ও তত্ত্বকে চক্র ও বেড়-পেঁচ মনে করে ঐ মস্তিষ্ককে পেঁচী বলা হইবে, না বিধান বিশ্লেষক কথাকে পেঁচী বলা হইবে? আপনিই চিন্তা করুন, পালকপুত্রের মাসয়ালায় ডাক পিতাকে পিতা বানাইয়া লওয়া, যাহাতে পিতা পিতা হইতে পারে অংশীদারীর এমন কোন সম্পর্ক নাই, চক্রের কথা না অপ্রকৃত পিতাকে অপ্রকৃত রাখিয়া অবস্থানুপাতে তাহার উপর হুকুম জারি করা চক্রের কথা? রেওয়াজ ও প্রথাকে আল্লাহ্‌র কানূনের উপর হাকীম মনে করা, না রেওয়াজ ও প্রথাকে আল্লাহ্‌র কানূনের অনুগত ও পাবন্দ মনে করা চক্রের কথা? নবীর কথাকে (আবূযরের হাদীসকে) অবশিষ্ট রাখিয়া নিজ মনগড়া মত উহার অর্থ পরিবর্তন করিয়া তাঁহার উপর প্রতিবাদ করা পেঁচের কথা, না তাঁহার কথার সঠিক অর্থ হৃদয়ংগম করিয়া তদনুপাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পেঁচের কথা? ইসলামকে উহার সমস্ত নীতি ও উহার পূর্ণ ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুধু নিজ মনগড়া মত ও জাতীয় বিদ্বেষের ভিত্তিতে উহার বিপরীত উহাকে শক্তি ও বল প্রয়োগের মযহাব বলা পেঁচের কথা, না উহার দ্বীয়ানত-দারী ও ইতিহাসের সহিত সংগতিপূর্ণ করিয়া উহাকে ঐচ্ছিক দ্বীন বলা পেঁচের কথা? ফল কথা হইল: পটভূমিকা ও সঠিক বিবেক বাদ দিয়া ভাবপ্রবণতার ভিত্তিতে কোন দ্বীনের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো এবং উহাকে বদনাম করার অপচেষ্টা করা পেঁচের কথা, না ইনসাফ ও সত্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে উহা নিরিখ করা এবং সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেলে উহা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা পেঁচের কথা? এমতাবস্থায় আপনার দাবীকৃত কুরআনী পেঁচের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের পেঁচপূর্ণ কথাসমূহকে কুরআন হইতে বাদ দিলে উহা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে বর্ণিত বাইবেলের কথাসমূহই থাকিয়া যায় অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয় উহার অবসান হইয়া যায়।

www.pathagar.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার চিন্তা করা উচিত, কোন দ্বীনের হিকমত অস্বীকার করা মস্তিষ্কের পেঁচ, না কুরআনের পেঁচ? তাহা হইলে কুরআন কিভাবে এই দাবী করিল যে, উহা এমন বিষয়সহ নাযিল হইয়াছে, যাহা পূর্বে কখনই ছিল না? বস্তুতপক্ষে উহা এমন কোন অভিনব দ্বীন পেশ করে নাই, যাহা পূর্ব হইতে মওজুদ ছিল না। কুরআনের দাবী হইল হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বীনই মূল দ্বীন। একথা সন্দেহাতীত সত্য যে, ইসলাম এই দ্বীনকে পূর্ণত্ব দান করিয়াছে এবং উহা স্বীয় পিপাসাতুরদের পিপাসা নিবারণার্থে এমন সব বিষয় পান করাইয়াছে যাহা তৎকালীন দুনিয়ার মানসিকতার অনুকূল ছিল না এবং উহা অনুসারে আমল করা তৎকালীন জগতে সম্ভব ছিল না।

কুরআন এই দ্বীনকে ও দ্বীনে ইব্রাহীমকে ব্যাপকতা, সামগ্রিকতা, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজননীতা দান করিয়াছে, যাহার ফলে সারা বিশ্ব দ্বীনের একই প্লাটফর্মে একত্রিত হইতে পারে। উহার শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবেই বর্তমান বিশ্ব অজানাভাবে এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। আল-কুরআন এই নীতির ভিত্তিতেই শরীয়তকে সুশৃংখল করিয়া ঐ পুরাতন দ্বীনকেই পেশ করিয়াছে। পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের যে সমস্ত বিষয় উহার নীতির অনুকূল ছিল আল-কুরআন উহাদিগকে বহাল রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে বাতিল করিয়া দিয়াছে।

ফলকথা হইল ঃ ইসলাম দ্বীন পূর্ণত্বের দাবীদার, প্রতিষ্ঠার দাবীদার নহে। এই প্রসংগে আল-কুরআন দাবী করিতেছে ঃ

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ -

(ওয়া ইন্নাহু লাফী যুবুরিল আওয়ালীন) "এবং নিঃসন্দেহে এই দ্বীন পূর্ব কিতাবসমূহেরই দ্বীন।" পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহ হইতে সম্পর্কহীন হইয়া উহা কোন নূতন বিষয় পেশ করে নাই। কুরআন স্বীয় নবীকে হেদায়াত করিয়াছে, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -

(ফাবিহুদা হুমুক্তাদিহ্) "আপনি, পূর্ববর্তীদের (নবীদের) হেদায়াতের অনুসরণ করুন।"

www.pathagar.com

বলা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত পূর্ববর্তী নবীর উপর আবির্ভূত হেদায়াতের মধ্যে একসূত্রতা ছিল। উহাকেই দ্বীন বলা হয়। উহার আওতায়ই যুগে যুগে শরীয়তের কর্মসূচী আসিয়াছে এবং পরিবর্তিত হইয়াছে। কাজেই প্রতিবাদ হিসাবে এই কথা বলা যে, পূর্বে বাইবেলে যাহা ছিল কুরআন উহাকেই পেশ করিয়াছে কোন প্রতিবাদই নহে। কারণ কুরআন উহাকে শুধু স্বীকারই করে নাই বরং দাবীও করিয়াছে। সুতরাং আপনার প্রতিবাদকে মস্তিষ্কের পেঁচ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

আপনার প্রতিবাদসমূহের লক্ষ্য হইল ইসলাম ও নবী করীম (সঃ)-এর ব্যক্তিগত সত্তা। কিন্তু আপনি প্রতিবাদের ভাবপ্রবণতায় স্বয়ং আল্লাহ্ পাককেও ছাড়েন নাই। আপনি পালক পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাককেও দোষী করিতে মোটেই লজ্জা বোধ করেন নাই। আপনার প্রতিবাদের বিষয়বস্তু হইল: আল্লাহ্ পাক পালক পুত্রবধূদিগকে তাহাদের পিতাদের জন্য বৈধ করার কুরআনী কানূন দান না করিলে দুনিয়াতে কোন পুণ্যের অভাব পড়িত? আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে আপনার এই ভদ্রতা ও সম্মানের কি পরিসীমা ও গণ্ডি হইতে পারে?

এই ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কেই কুরআন ঘোষণা করিয়াছে,:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ -

(আওয়ালাম্ ইয়ারাল ইনসানু আন্না খালাকনাহু মিন নুতফাতিন ফাইযা হুয়া খাসীমুম মুবীন) "তাহারা কি দেখে না যে, আমি বীর্য হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি। এখন তাহারাই আমার প্রকাশ্য শত্রু।"

এই কানূন প্রদান করা না হইলে যে অভাব পড়িত উহা আপনার সম্মুখে স্পষ্টভাবে পেশ করা হইয়াছে। মনে হয় ইহাতে আপনার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। পালকপুত্রের ব্যাপারে আপনি যদি এই প্রতিবাদ না করিতেন তাহা হইলে আপনার মস্তিষ্কেই বা কি পেঁচ থাকিয়া যাইত?

উপরন্তু পালক পুত্রবধূর বিবাহজনিত এই কানূন প্রণীত না হইলে দুনিয়াতে অজ্ঞ ও নিরক্ষর জাতিদের রেওয়াজ ও প্রথাই শরীয়ত থাকিয়া যাইত এবং আল্লাহ্র শরীয়তের পা টিকাইয়া রাখার মত কোন

www.pathagar.com

সুযোগই থাকিত না। মানুষের ইচ্ছা বিরোধী ও মন বিরোধী কোন বিষয় আসমান হইতে অবতীর্ণ হইলে উহাকে রেওয়াজ ও প্রথা বিরোধী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইত এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ থাকিত না। এই জাতীয় কানুন অবতীর্ণ না হইলে আল্লাহ্‌র উপর মানুষ প্রভুত্ব করিত, মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত না। এই কানুন অবতীর্ণ না হইলে মানুষের তৈরী কানুন ও বানানো পরিভাষা হাকীকত হইয়া যাইত এবং দুনিয়া হইতে হাকীকত বিদায় নিত। মানুষ আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রেরিত হেদায়াত শোনার পরিবর্তে উহা হইতে দূরে সরিয়া পড়িত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরিখ করিলে অনুধাবন করা যাইবে যে, এই কানুন অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে এই বিরাট উপকার নিহিত যে, উহা হক্ ও বাতিল, হক্‌পন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে তারতম্য ও পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আপনার প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মস্তিষ্কে যে উত্তর উদিত হইয়াছিল উহা উপরে পেশ করা হইল। আল্লাহ্ করুন ইহা যেন উপকারী হয়। কথা প্রসংগে চিঠিতে আপনার সম্মান হানিকর যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, আশা করি নিজগুণে উহা মার্জনা করিবেন। কারণ আপনার সম্মানহানির উদ্দেশ্যে কোন কথা বলা হয় নাই বরং প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে।

উপরন্তু আপনার খিদমতে আরয এই যে, আপনি আল্লাহ্‌র শানে যে সমস্ত ধৃষ্টতামূলক কথা বলিয়াছেন অবশ্যই উহা হইতে তওবা ও মার্জনা প্রার্থনা করিবেন এবং আমার ছাত্রসুলভ নিবেদনকে হামলা মনে না করিয়া উহাকে ইনসাফ ও হকের দৃষ্টিতে দেখিবেন।

———

IFB—83-84—P/1676—3250—1.9.1983

www.pathagar.com

www.pathagar.com